বেদান্ত গ্রন্থ।

রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত

মুখবন্ধ সমেত

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী—
শ্রীগুরুপ্রসাদ মিত্র,
৮, বেচারাম দেউরী, ঢাকা।

প্রথম-সংস্করণ।

শকাব্দ—১৮৪৬
খ্রীষ্টাব্দ—১৯২৪

মূল্য ১॥০।

বেদান্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মুখবন্ধ

১। **বেদ ও বেদান্ত**—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব—বেদ এই চারি ভাগে বিভক্ত। যজুর্বেদ 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বেদের সংখ্যা পাঁচ। পাঁচ বেদের প্রত্যেক বিভাগেই মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই চারিটী উপবিভাগ আছে। উপনিষদ্ বেদের শেষ বা অন্ত্য বিভাগ বলিয়া ইহার নামান্তর 'বেদান্ত'। কিন্তু 'অন্ত' শব্দের আর একটী অর্থ আছে। সেই অর্থ সারসিদ্ধান্ত বা মীমাংসা। সমগ্র বেদের সারসিদ্ধান্ত **ব্রহ্মবাদ**। উপনিষদে এই ব্রহ্মবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই অর্থেও উপনিষদ 'বেদান্ত'। 'বেদান্ত' শব্দের মুখ্য অর্থে কেবল উপনিষদ্‌ই 'বেদান্ত'। উপনিষদ্ যে বেদান্ত, তাহা পাঠক 'মুণ্ডক' (৩।২।৬) ও 'শ্বেতাশ্বতর' (৬।২২) উপনিষদে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু 'বেদান্ত' শব্দের একটী গৌণ অর্থও আছে। মূল বেদান্তের ব্যাখ্যাত্মক যে-কোন গ্রন্থই 'বেদান্ত' অর্থাৎ বেদান্ত-ব্যাখ্যা নামের অধিকারী। এরূপ যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সম্মানিত। যাহা হউক, 'বেদান্ত' শব্দের এই দুই অর্থ স্মরণ রাখিবার জন্য আর একটী প্রভেদ জানা আবশ্যক। বেদ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া শিখিতে হইত, এই জন্য ইহার অপর নাম 'শ্রুতি'। যাহা শ্রুতি নহে, অথচ ঋষি-প্রণীত, তাহার সাধারণ নাম 'স্মৃতি'। দর্শনগুলি স্মৃতির অন্তর্গত। উপনিষদ্ বেদান্তশ্রুতি। উপনিষদের ব্যাখ্যাত্মক গ্রন্থগুলি বেদান্তস্মৃতি বা বেদান্তদর্শন নামের অধিকারী। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেক নাম, তন্মধ্যে 'বেদান্তসূত্র' ও 'ব্রহ্মসূত্র'ই প্রধান।

২। **বেদান্তসূত্র**—প্রাচীন ভারতের যদি কোনও ইতিহাস থাকে, তবে তাহা সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রম-বিকাশ অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে মন্ত্রযুগ, ব্রাহ্মণ ও

উপনিষদ্‌-যুগ, সূত্রযুগ, ধর্ম্মশাস্ত্র-যুগ ও পৌরাণিক-যুগ—এই পাঁচটী যুগ কল্পিত হয়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সারমর্ম্ম স্মরণ রাখিবার সহায়তার জন্য সূত্র-সাহিত্য উদ্ভাবিত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত। উপনিষদের অধ্যাপকগণ ইহার ব্যাখ্যার জন্য, ইহার আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির সামঞ্জস্য-প্রদর্শনের জন্য এবং উপনিষদ্‌-বিরুদ্ধ নানা মত খণ্ডনের জন্য যে সকল উপদেশ দিতেন, সেই সকল উপদেশের সার সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া কণ্ঠস্থ করা হইত। এই প্রকারেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি হয়। এই গ্রন্থের এবং এরূপ অন্যান্য গ্রন্থের সূত্রসমূহ এত সংক্ষিপ্ত যে ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ব্যতীত এই সমুদায়ের অর্থ প্রায় অবোধ্য সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রধান প্রধান সূত্র-গ্রন্থগুলির নানা ভাষ্য লিখিত হইয়া আসিতেছে। যথাস্থানে এই সকল ভাষ্যের বিষয় বলা হইবে। 'বেদান্ত-সূত্রের' কয়েকটী অন্য নাম স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই সূত্রগ্রন্থ ব্রহ্মবিষয়ক বলিয়া ইহার নাম 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'ব্রহ্মমীমাংসা'। ইহা বেদের উত্তর ভাগের মীমাংসাগ্রন্থ, এই জন্য ইহার নাম 'উত্তর মীমাংসা'। ইহা বেদব্যাস বাদরায়ণের প্রণীত, এই প্রসিদ্ধিবশতঃ ইহার নাম 'ব্যাস-সূত্র' বা 'বাদরায়ণ-সূত্র'। ইহা শারীরক অর্থাৎ শরীরধারী আত্মার প্রকৃতি-নির্ণায়ক গ্রন্থ, এই জন্য ইহার নাম 'শারীরক-সূত্র', 'শারীরক-মীমাংসা' বা 'শারীরক-দর্শন'। ইহা উপনিষদের মত-ব্যাখ্যায়ক বলিয়া ইহার নাম 'ঔপনিষদী মীমাংসা'। ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদিগের বিশেষ প্রিয় বা উপযোগী বলিয়া ইহার নাম 'ভিক্ষু-সূত্র'। বেদান্তদর্শনের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে অনেক সময় বিশেষভাবে 'বেদান্ত দর্শন' ও বলা হয়।

৩। **রচনা-কাল**—পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে সূত্র-যুগের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ শাল হইতে ২০০ শাল পর্য্যন্ত। ইহাদের

মতে পাণিনির সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দির শেষ। পাণিনি তদীয় সূত্রে (৪।৩।১১০) পারাশর্য্য অর্থাৎ পরাশরতনয় প্রণীত 'ভিক্ষুসূত্রের' উল্লেখ করিয়াছেন। এই পারাশর্য্য যদি পরাশরতনয় কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বা বেদব্যাস হন, এবং পাণিনির উল্লিখিত 'ভিক্ষুসূত্র' বর্ত্তমান 'বেদান্তসূত্র' হয় তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দি। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে মাত্র, বিকাশ ও বিস্তার হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের খণ্ডন আছে। ইহাতে সন্দেহ হয় বর্ত্তমান সূত্রগ্রন্থ সেই সময়ের 'ভিক্ষুসূত্র' কি না। এমন হইতে পারে যে এই গ্রন্থের উৎপত্তি তখনই হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে নূতন সূত্র রচিত ও ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। 'ভগবদ্গীতা' রচনার আনুমানিক সময় ধর্ম্মশাস্ত্র-যুগের প্রথমাংশ। ধর্ম্মশাস্ত্র-যুগের আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ শাল হইতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দি ৫০০ শাল পর্য্যন্ত 'গীতার' ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ব্রহ্মসূত্রের' স্পষ্ট উল্লেখ আছে—'ব্রহ্মসূত্র-পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ' (১৩।৪)। ইহাতে প্রমাণ হয় যে 'ব্রহ্মসূত্র' অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিল। 'ব্রহ্মসূত্রের' ভাষ্যকারগণ বলেন সূত্র যে যে স্থলে স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুর ফলভেদ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া স্পষ্টরূপে 'গীতা'কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং 'গীতা' সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তিনী। কিন্তু এই নির্দ্দেশ নিঃসন্দিগ্ধ নহে। 'গীতা' ব্যতীত তখন অন্য স্মৃতিও ছিল এবং উক্ত ফলভেদ অন্য স্মৃতিতে উল্লিখিত থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা হউক, 'ভগবদ্গীতার' সহিত 'ব্রহ্মসূত্রে'র ঘনিষ্ঠ যোগ নিঃসন্দিগ্ধ।

৪। **প্রস্থানত্রয়**—বেদান্তের বা বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের তিনটী প্রস্থান বা প্রকার-ভেদ আছে। উপনিষদ্ এই ব্রহ্মবাদের

'শ্রুতিপ্রস্থান'। 'ব্রহ্মসূত্র' ইহার 'ন্যায়প্রস্থান', যেহেতু ইহাতে ব্রহ্মবাদ যুক্তির সহিত সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মবাদীর সাধন ও আচার ব্যবহারের ব্যবস্থাশাস্ত্র 'ভগবদ্গীতা', এই কারণে ইহা ব্রহ্মবাদের 'স্মৃতিপ্রস্থান'। অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রহ্মবাদের প্রচারকগণ এই 'প্রস্থানত্রয়ের' ভাষ্য লিখিয়া তৎসাহায্যে নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়াই 'উপনিষদ্,' 'বেদান্তসূত্র' ও 'ভগবদ্গীতা'র ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'গীতা'ব্যাখ্যা এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। উপনিষদ্ ও সূত্রের ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই যথাসাধ্য প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা ও প্রচার করিতেছেন।

৫। **সূত্ররচয়িতা**—'বেদান্ত সূত্রের' রচয়িতা কে, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। গ্রন্থের ভিতর তাঁহার কোন পরিচয় নাই। অন্যান্য প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যের নামের সঙ্গে এই গ্রন্থে বাদরায়ণের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি যে সূত্র-রচয়িতা, তাহা কুত্রাপি বলা হয় নাই। বরঞ্চ এই উল্লেখ চলিত মতের অসাক্ষাৎ প্রতিবাদ। কোনও গ্রন্থরচয়িতা এই ভাবে নিজের উল্লেখ করেন না। যদি বাদরায়ণই সূত্র-রচয়িতা হন, তিনি যে বেদব্যাস বা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বেদব্যাস বলিয়া যে বিশেষ কোনও ব্যক্তি ছিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। বেদবিভাগ অতি বৃহৎ কার্য্য, ইহাতে নিশ্চয়ই অনেক পণ্ডিত হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেন। এক খানা প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রমাণে অনুমিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১১৮১ সালে এই কার্য্য শেষ হয়। বেদান্তসূত্রে যে সকল বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ আছে সেই সকল মত যে এত প্রাচীন-কালে উদিত হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর নহে। জৈন, বৌদ্ধ, ভাগবত-

পঞ্চরাত্র প্রভৃতি মত নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বৈদিক যুগের অনেক পরবর্ত্তী। সুতরাং সেই বেদবিভাগ সময়ের কোনও ব্যক্তি 'বেদান্তসূত্র' রচনা করিয়াছিলেন ইহা অসম্ভব। 'ভগবদ্গীতা' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। এই সকল উপাদেয় গ্রন্থের গৌরবার্থেই এই সমুদায়কে বেদব্যাসের নামের সহিত সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু কোনও গ্রন্থের প্রকৃত গৌরব ইহার আভ্যন্তরীণ বিষয়-সম্ভূত। কল্পিত রচয়িতার নাম উল্লেখ করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করার চেষ্টা অনর্থক।

৬। সূত্রভাষ্য—বেদান্তসূত্রের প্রচলিত ভাষ্য সমূহের মধ্যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর 'বোধায়ন-ভাষ্যে'র কথা শোনা যায়, কিন্তু এই ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শঙ্করের ভাষ্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দিতে রচিত। ইহা যেমন প্রাচীন, তেমনি ইহার প্রভাবও বহুবিস্তৃত। ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে ইহাতে কেবল অসাম্প্রদায়িক ব্রহ্মবাদই সমর্থিত হইয়াছে; শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোনও সাম্প্রদায়িক দেববাদ সমর্থিত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় বিশেষভাবে এই অসাম্প্রদায়িকতাদ্বারাই এই ভাষ্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং ইহাকে তাঁহার নিজ ভাষ্যের প্রধান সহায়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। শঙ্করের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রের আরো অনেক ভাষ্য চলিত আছে। প্রধান কয়েক জন ভাষ্যকারের নাম—রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভ। শঙ্করের ন্যায় ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন এবং ইঁহাদের প্রভাব দাক্ষিণাত্যেই অধিকতর। ইঁহারা সকলেই বৈষ্ণব। দাক্ষিণাত্যে একটী শৈবভাষ্যও প্রভাবান্বিত। আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, শাঙ্কর ভাষ্যই সুপরিচিত। বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়মধ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ-রচিত 'গোবিন্দভাষ্য' সম্মানিত। রাজা রামমোহন রায়কৃত

বর্ত্তমান ভাষ্য এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাত্মক তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ দেশমধ্যে একটী নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। এই যুগের দার্শনিক গ্রন্থাদি পড়িলে পাঠক বেদান্তধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে নূতন আলোক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেই বিষয়ে এস্থলে বিশেষ কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

৭। বেদান্তের শাখা-ভেদ—প্রস্থানত্রয়ের প্রধান প্রধান ভাষ্যগুলির দ্বারা এক একটী বৈদান্তিক শাখা বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার কারণ ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যা-প্রণালীর বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ ভাষ্যকারদিগের পূর্ব্বসংস্কারের ভিন্নতা। 'বেদান্তসূত্র' রচিত হইবার পূর্ব্বেই এদেশে নানাপ্রকার দার্শনিক মত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি উপনিষদেও নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষৎকার ঋষিগণ স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা কোনও অভ্রান্ত শাস্ত্র মানিতেন না এবং কোনও শাস্ত্র বা আচার্য্যের সঙ্গে নিজ মতের ঐক্যসাধনে ব্যস্ত হইতেন না। কিন্তু উপনিষদের পরবর্ত্তী সময়েই এই স্বাধীনতা ও মৌলিকতার যুগ চলিয়া গেল। বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইল। যাঁহারা বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না তাঁহাদের মত অনার্য্য বা নাস্তিক বলিয়া নিন্দিত হইতে লাগিল। যাঁহারা এই নিন্দা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক হইলেন তাঁহারা নিজ মতের সহিত বেদের ঐক্য এবং বেদপ্রতিপাদিত ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য দেখাইতে প্রয়াসী হইলেন। কালক্রমে পৌরাণিক ধর্ম্মের উদয় হইল এবং পুরাণসমূহ রচিত হইল। যাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং পুরাণ গুলিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে বৈদিক ধর্ম্মের সহিত পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কোনও ভাষ্যের উপর নির্ভর

না করিয়া নিরপেক্ষভাবে প্রধান উপনিষদগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় অবান্তর বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও উপনিষৎকার ঋষিগণ সকলেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী ছিলেন, অর্থাৎ সকলেরই এই মত ছিল যে কেবল একটী অখণ্ড অনন্ত চৈতন্যবস্তুই স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ সত্য, যাহা অচেতন জড়জগৎ বলিয়া বোধ হয় এবং যে সকল সসীম চৈতন্যবস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় সেই সমস্তই সেই অনন্ত চৈতন্যের অঙ্গীভূত। এই অদ্বৈতবাদই আবার উপনিষদে দুই আকারে দেখা যায়। কোনও কোনও ঋষি, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ও ছান্দোগ্য উপনিষদের আরুণি, বলেন যে ব্রহ্ম ও জগৎ এবং ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ আপাতমাত্র, মুক্তির অবস্থায় সেই ভেদ থাকে না। আবার কোনও কোনও ঋষি, যেমন কৌষীতকি উপনিষদের ইন্দ্র এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতি, বলেন যে এই ভেদ চিরস্থায়ী এবং মূল অভেদের সহিত অবিরুদ্ধ। অদ্বৈতবাদের ভিতর এই যে অবান্তর প্রভেদ,ইহার সামঞ্জস্য দেখাইয়া ঋষিগণকে একতর মতাবলম্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেই বেদান্তের নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ দ্বৈতশূন্য অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অর্থাৎ দ্বৈতযুক্ত অদ্বৈতবাদ—এই দুই শাখার উদ্ভব হয়। শঙ্করের অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই শাখাভেদ চলিয়া আসিতেছিল, তিনি গৌড়পাদ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অনুসরণপূর্ব্বক নিজ প্রতিভাবলে এই শাখার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করেন। বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিবার জন্য শঙ্করকে বহুলরূপে বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। এই অধ্যয়নের প্রভাব তাঁহার ভাষ্যাদিতে বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। তাঁহার বৈষ্ণব সমালোচকদের মতে তাঁহার মত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত। কিন্তু তিনি মূলে পৌরাণিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও পৌরাণিক মতদ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত হন নাই এবং রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের ন্যায় পৌরাণিক মতের সঙ্গে উপনিষদুক্ত মতের সামঞ্জস্য

দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, রামানুজ প্রাচীন বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের ধারা অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'শ্রীভাষ্য' ও অন্যান্য গ্রন্থে এই মতের পুষ্টিসাধন করেন। রামানুজ শঙ্করের তিন শতাধিক বৎসর পরে আবির্ভূত হন, সুতরাং শঙ্করের গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক অদ্বৈতবাদী গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ পান। তাঁহার ভাষ্যে নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা ও খণ্ডন আছে তাহা অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার নিজ মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন—দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবের সামঞ্জস্য—তাদৃশ তৃপ্তিকর বোধ হয় না। তাঁহার গ্রন্থপাঠে মনে হয় যেন তাঁহার আন্তরিক মত দ্বৈতবাদ, কিন্তু তিনি শ্রুতি-প্রমাণে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতেছেন। শঙ্করের অদ্বৈতমত কেবল শ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহার নিজ সাধনলব্ধ বলিয়াও মনে হয়। যাহা হউক, শঙ্কর কি রামানুজ কাহারো গ্রন্থেই পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের প্রবর্ত্তিত দার্শনিক প্রণালীসমূহের ন্যায় কোনও স্বাধীন চিন্তাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রুতিপ্রমাণে একান্ত নির্ভরবশতঃ এরূপ কোনও প্রণালীর প্রবর্ত্তন ও বিকাশ তাঁহাদের নিকট আবশ্যক বোধ হয় নাই। বর্ত্তমান যুগেও যাঁহারা শ্রুতির উপর এই অন্ধ নির্ভর পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের বেদান্ত-ব্যাখ্যা স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে না। যাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে স্বাধীন চিন্তা অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত শাস্ত্রনিষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের ব্যাখ্যাই বর্ত্তমান সময়ে ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা।

৮। **ঈশ্বর চিন্তার তিন স্তর**—যাহা হউক, প্রাচীন প্রণালীর বেদান্তব্যাখ্যা বস্তুতঃ উল্লিখিত দুই শাখাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। নিরপেক্ষভাবে বেদান্ত-ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ব্যাখ্যায় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই দুই মতের কোনও একটীতে অবশ্যম্ভাবিরূপেই আসিতে হয়। এই দুই মতের অবান্তর প্রকারভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং বঙ্গীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের 'অচিন্ত্যনীয় ভেদাভেদবাদ' প্রভৃতি মত এরূপ প্রকারভেদ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু মধ্বের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। তাঁহার মত লৌকিক দ্বৈতবাদমাত্র, যে দ্বৈতবাদে দার্শনিক চিন্তাবিহীন লোক,—তাঁহারা মূর্খই হউক্ আর বিদ্বানই হউক্—স্বভাবতঃই উপনীত হয়। জড় ও জীবাত্মার প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা না করিলে ইহাদিগকে আপাততঃ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র বোধ হইবেই হইবে। ইহারা যে ঈশ্বরের আশ্রিত, তাহা অদার্শনিক লোক কথায় বলিতে পারে, কোন-না-কোনও প্রকারে বিশ্বাসও করিতে পারে, কিন্তু দার্শনিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ইহা বুঝিবার উপায় নাই। মধ্ব এই লৌকিক ধারণা ও বিশ্বাস উপনিষদের ঋষিগণের উপর আরোপ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মতকে প্রকৃত পক্ষে বেদান্তমত বলা যায় না। যাহা হউক্, মানবের ঈশ্বরচিন্তা এই তিনটী—কেবল তিনটী—রূপই ধারণ করে। নিম্নতম স্তরে—দার্শনিক চিন্তার নিম্নে—মানুষ একান্ত দ্বৈতবাদী থাকে, তৎপরে দার্শনিক চিন্তা-সোপানে উন্নীত হইয়া, হয় নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী, না হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়। বেদান্তের প্রধান তিনটী শাখা—শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বপ্রবর্ত্তিত শাখাত্রয় মানব চিন্তার এই তিনটী স্তর প্রদর্শন করিতেছে।

৯। **বেদান্তসূত্রের দার্শনিক মত**—ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত সূত্র বোঝা যায় না, বটে, কিন্তু ভাষ্যের আলোকেই দেখা যায় যে সূত্রকার সম্পূর্ণরূপে কোনও ভাষ্যকারেরই মতাবলম্বী নহেন। বঙ্গদেশে শঙ্করের ব্যাখ্যাই অধিক প্রচলিত এবং এদেশে সাধারণতঃ সূত্র এবং শঙ্করের মত একই মনে করা হয়। কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যের আলোকেই

দেখা যায় শঙ্কর মায়াবাদী বা বিবর্ত্তবাদী, কিন্তু সূত্রকার পরিণামবাদী। অর্থাৎ শঙ্কর মনে করেন জগৎ ব্রহ্মস্বরূপের অতিরিক্ত, ব্রহ্মের সহিত একও নহে ভিন্নও নহে এমন এক শক্তির সাময়িক লীলামাত্র, কিন্তু সূত্রকার মনে করেন ব্রহ্ম স্বয়ংই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ পাদের শেষ ভাগে পাঠক এই মত দেখিতে পাইবেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মৌলিক অভেদ স্বীকার করিয়াও যে সূত্রকার তাঁহাদের মধ্যে অভেদের অবিরুদ্ধ ভেদ স্বীকার করেন, তাহা প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তদশ সূত্র এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য সূত্রে দৃষ্ট হইবে। অভেদই পারমার্থিক, ভেদ মায়িক বা ব্যাবহারিক, এই মত শঙ্করের, সূত্রকারের নহে। ভেদ ও অভেদের আপাত বিরোধ বুঝাইবার জন্যই শঙ্কর উক্ত ব্যাখ্যাপ্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তেমনি রামানুজকৃত ব্যাখ্যাপ্রণালীও তাঁহারই উদ্ভাবিত, তাহা সূত্রে দেখা যায় না। মুক্তি সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা পরস্পর অতিশয় বিরুদ্ধ। এই বিষয়ে সূত্রকারের মত স্থির করা অতীব কঠিন। মুক্তির অবস্থায় জীব-ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকে কি না ইহাই প্রশ্ন। প্রশ্নের উভয় মীমাংসা সূত্রকার পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কোন্‌টী তাঁহার নিজ মত তাহা স্পষ্টরূপে বলেন নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তিনি যাহাকে মুক্তি বলিয়াছেন সেই অবস্থায় জীব-ব্রহ্মে সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট ভেদ আছে। মুক্তিপ্রকরণে তিনি এই অবস্থা অপেক্ষা কোনও উচ্চতর অবস্থার কথা বলেন নাই, সুতরাং রামানুজ ও অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যানুসারে সূত্রকার মুক্তিবিষয়েও ভেদাভেদবাদী। রাজা রামমোহন রায় সাধারণভাবে শঙ্করের অনুসরণ করিয়া থাকিলেও নানা স্থানে শাঙ্কর ভাষ্য হইতে পৃথক ভাবে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ মুক্তিপ্রকরণের ব্যাখ্যায় তিনি শাঙ্কর ভাষ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকেও ভেদাভেদবাদী বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণও মুক্তি বিষয়ে ঐ মতাবলম্বী। কিন্তু শঙ্কর বলেন ভেদাভেদের অবস্থা 'আপেক্ষিকী মুক্তি' মাত্র, ইহার উপরে 'পরা মুক্তি', যে অবস্থায় জীব-ব্রহ্মে কোনও ভেদ থাকে না, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জীব থাকেই না, ব্রহ্মই থাকেন। কিন্তু 'আপেক্ষিকী মুক্তি' ও 'পরা মুক্তির' ভেদ শঙ্করের, সূত্রকারের নহে। অন্ততঃ মুক্তিপ্রকরণে সূত্রকার একান্ত অভেদের কথা কিছুই বলেন নাই। আমি স্থানান্তরে মৎকৃত 'Hindu Theism', 'The Vedanta and its Relation to Modern Thought.' এবং 'অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', এই তিন পুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

১০। **বর্ত্তমান সংস্করণ**—বেদান্তগ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণ দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। এই গ্রন্থ স্বতন্ত্ররূপে এই ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হয়, অনেক কাল হইতে এরূপ অভিলাষ পোষণ করিতেছিলাম। এত দিনে সেই অভিলাষ পূর্ণ হইল। আশা করি ইহাদ্বারা বেদান্তচর্চ্চা ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিশেষ সহায়তা হইবে এবং প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। এই সংস্করণকে পাঠকের বিশেষ উপযোগী করিতে প্রকাশক কত দূর শ্রম করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক পাদের শেষে সংযুক্ত 'মর্ম্ম' দ্বারা বিশেষরূপে উপলব্ধ হইবে। আশা করি এই সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে প্রকাশক এই গ্রন্থ বিস্তৃততর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। বেদান্তমূলক ব্রহ্মসাধনই সর্ব্বপ্রকার জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। ঐই ভিত্তিকে যাঁহারা দৃঢ়তর করিতে প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই নমস্য।

কলিকাতা
১ ভাদ্র, ১৩৩১।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

বেদান্ত গ্রন্থ।

ভূমিকা।

ওঁ তৎসৎ।

বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর, তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না; যেহেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন্ শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দসকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয়। অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তি বলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন, তবে বেদান্তে পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত; কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব

তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন। ইহার উত্তর এই :- অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ঐ দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই ; যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব কথন দেখিতেছি, সেই রূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্ব রূপে বর্ণন আছে ; এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন, তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় ; পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন। তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে, কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কিবুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না। এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরাদ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন। এ নিমিত্ত, এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূলশাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে, জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।

তিন চারি বাক্য লোকেরা প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ; ঐ লোকেও তাহার পূর্ব্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচার কালে কহেন।

প্রথমত এই :—যাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা কহ, তিহোঁ বাক্য মনের অগোচর; সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয়; এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে না; অতএব রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই :—যে-কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই, এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে-কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতা রূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে; বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যেজন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক। সেইমত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে. কিন্তু তাঁহার উপাসনা কালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়; তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নাম-রূপে কিরূপ করা যাইতে পারে? সর্ব্বদা যে সকল বস্তু—যেমন চন্দ্র, সূর্য্যাদি—আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না। ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায়; কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম্য, নানাপ্রকাররচনাবিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান অবশ্য হইবেক। ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু ইহার কর্ত্তা কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায়? আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ

কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনা কোন মতে হইতে পারে না ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় বাক্যরচনা এই যে পিতা, পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব্ব পুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এবাক্যকে পর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন ; ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু জাতীয়ের ধর্ম্ম হয়, যে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ, অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে, সে কি রূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে ? এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর, পৃথক পৃথক মত এপর্য্যন্ত হইত না। বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে ; দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্ত কুলে বৈষ্ণব হয় ; আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পরেই, যাহার এক শত বৎসর হয় নাই, যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম—স্নান, দান, ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে ; আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে কালে এদেশে আইসেন, তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গো-যান ছিল, তাহার পরে পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না ; আর ব্রাহ্মণের যবনাধিকারির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান, কোন্ পূর্ব্ব ধর্ম্ম ছিল ? অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন উপাসনা করা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্ব্বদা স্বীকার করিতেছি। তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায় ? ॥ ২ ॥

তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্রজ্ঞান এবং দুর্গন্ধ সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথকজ্ঞান থাকে না, অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কি রূপে হইতে পারে? উত্তর :—তাঁহারা কি প্রমাণে এবাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই। যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ, জনক, সনৎকুমারাদি, শুক, বশিষ্ঠ, ব্যাস, কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; অথচ ইহঁরা অগ্নিকে অগ্নি, জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য কর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন। তবে কি রূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে না? আর কি রূপে এ কথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না। বিশেষতঃ আশ্চর্য্য এই যে ঈশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয়, ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে!! যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে, ভেদজ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক? তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম, পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক; যেহেতু এসকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন। যেমন দশ জন ভ্রম বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে, সে ভ্রমবিশিষ্ট লোকসকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক॥ ৩॥

চতুর্থ বাক্যপ্রবন্ধ এই যে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে

অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই :—পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এসকল যত কহি সকল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র ; অন্যথা মনের দ্বারা যে রূপ কৃত্রিম হইয়া উপাস্য হইবেন সেই রূপ, ঐ মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে, ধ্বংসকে পায় ; আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হয়, অতএব যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর ; ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয়, উপাস্য হয়েন। অতএব এই রূপ পুরাণ তন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয়। আর বিশেষত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পরস্পর অনৈক্য বচন বলেতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না। অথচ পূর্ব্ব বাক্যের মীমাংসা পর বচনে ঐ পুরাণাদিতে দেখিতেছি। যাঁহারা সকলবেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া, ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না ; যেহেতু ঐ সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরত্ব কি রূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন ? এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরে ওসকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কু-চিত হইবেন ; যেহেতু ঈশ্বর বিনি অপরিমিত, অতীন্দ্রিয়, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই :—যে যেমন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি তদনুযায়ী হইতে চাহে। এখানে তাহার বিপরীত দেখা যায়। বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন, সে মনুষ্যের বশীভূত ঐ সকল বস্তু

হয়েন। এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বময়, অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয়; এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এস্থানে এমত যদি কহেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায়। তাহার উত্তর এই :—যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইল সে ঈশ্বর পদের যোগ্য হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প; এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা। বিশেষত এসকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না। যদি কহেন এসকল রূপেতে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন, তাহার উত্তর এই যে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক উপাধির লঘুতা গুরুতার স্বীকার করা যায়. পরমার্থের সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে? যেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক। বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে, এসকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্ব-সাক্ষী সদ্রূপ, পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পদে পদে তুষ্ট হয়েন। আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে এই যত্ন করিলাম। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দেওয়া গিয়াছে, ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না। কারণ বিচার

যোগ্য বাক্য, বিনাসংস্কৃত শব্দের দ্বারা, কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই। উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধন করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ মিথ্যা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন। উত্তরের লাঘব গৌরব, প্রশ্নের লঘুত্ব গুরুতার অনুসারে হয়; অতএব পূর্ব্ব লিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন। ঐ সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এনিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিচ্ছিত হইয়াও লিখা গেল। ইতি শকাব্দা ১৭৩৭, কলিকাতা।

দোষোঽত্রৈরমস্ত শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং।
কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্রুটয়োঽস্মিন্নিবন্ধনে॥

অনুষ্ঠান।

ওঁতৎসৎ।

প্রথমত বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময়, স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব

বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ, সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া, কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন, এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাসদ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক :–

বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি, এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে "যখন" "যাহা" "যেমন" ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ "তখন" "তাহা" "সেই রূপ" ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, এহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন; যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে; ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই :– "ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।" এ উদাহরণে যদ্যপি "ব্রহ্ম" শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে "হয়েন" এই যে ক্রিয়া শব্দ, তাহার সহিত "ব্রহ্ম" শব্দের অন্বয় হইতেছে। আর মধ্যেতে "গান করেন" যে ক্রিয়া শব্দ আছে, তাহার অন্বয় "বেদ" শব্দের সহিত, আর "চলিতেছে" এ ক্রিয়াশব্দের সহিত "নির্ব্বাহ" শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন। এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই, তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে

পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থবোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন। যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে, তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্তনিবেশ করা উচিত হয়। *

কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গনিমিত্ত কহেন যে **বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়।** তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, জৈমিনি-সূত্র, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান, তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না। আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না, আর মহাভারত—যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায়—তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না; শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না; আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এই রূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কি রূপে করিতে পারেন? সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ কহেন "**ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, সেইরূপ-গুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না।**"

যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি :—যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না ; এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপ-গুণ-বিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত—রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ, সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় ; এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন ; কখন তাঁহার স্থিতি হয়, কখন স্থিতি না হয় ; কখন নিকটস্থ, কখন দূরস্থ ; অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায় ? তৃতীয়ত—চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কি রূপে এইমত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন ?

মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে :—প্রথমত, একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান-ভিন্ন, অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা

লোকে করিয়া থাকেন। এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত "নির্ব্বাণ" সম্প্রদা এবং "নানক" সম্প্রদা আর "দাদু" সম্প্রদা এবং "শিবনারায়ণী" প্রভৃতি অনেকে, কি গৃহস্থ কি বিরক্ত, কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। তবে কি রূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়? আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কিরূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন। এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কিপ্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন? ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্ম বিত্তার উপদেশ কর্ত্তা আছেন। তবে "আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয়", এমত নিয়ম যদি করহ, তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশভ্রমণ করেন তবে কদাপি এসকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।

বেদান্তগ্রন্থ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদান্তগ্রন্থ।

কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায়; যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন; আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করেন, অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিম্বা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন, এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন, যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন; ইহাতে কি রূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় না। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান বেদব্যাস পাঁচশত পঞ্চাশের অধিক সূত্র ঘটিত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া, কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহা স্পষ্ট করিলেন; যেহেতু, বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোক শিক্ষার্থে সুগম করিয়াছেন।

এ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয়, আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান। অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ তৎসৎ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ ১॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়, এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে॥ ১॥

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন, তবে কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্বের বিচার হইতে পারে? এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন:—

জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ২॥

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, নাশ যাহা হইতে হয়, তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি; যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে; কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয়; তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে "সত্য", "সর্ব্বজ্ঞ"; এবং মিথ্যা-জগৎ, যাহার সত্যতা দ্বারা, সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যেমন মিথ্যা-সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়॥ ২॥

শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি; অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন, এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন:—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥ ৩॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম, অতএব জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ, সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয়॥ ৩॥

বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কি রূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন :—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন, সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ।

কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দৈখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে ॥ ৪ ॥

বেদে কহেন, সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন :—

ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥

স্বভাব জগৎ কারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎ কর্ত্তৃত্ব কহেন নাই, সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই, যেহেতু ঈক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে, সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয়, প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে ॥ ৫ ॥

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণ রূপে কহিতেছেন সেই রূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে সকল শ্রুতিতে আত্ম শব্দ চৈতন্য বাচক

হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ঈক্ষণ কর্ত্তা কেবল চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হয়েন ॥ ৬ ॥

আত্মাশব্দ নানার্থবাচী ; অতএব এখানে আত্মাশব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

যেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এই রূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জড় রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্যনিষ্ঠতা না হইয়া জড় নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

লোক বৃক্ষশাখাতে কথন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেই রূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয় :—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি কথন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায়, কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কথন নাই। সূত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কি রূপে হইতে পারে ॥ ৮ ॥

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥ ৯ ॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

এই রূপ বেদেতে সম ভাবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বজ্ঞেয় জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড় স্বরূপ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় ॥ ১১ ॥

আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন, আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই, যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক, যেখানে বেদে কহিয়াছেন, সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক, সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক। তবে আনন্দময়ব্রহ্ম লোকে জীবরূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, পর ধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য্য জলাধার স্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুতঃ সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে না। সেই রূপ জীব মায়া ঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন, এবং উপাধি জন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে

পারে না এই মত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে হয়, সেই রূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়। এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এই রূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে, অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এইযে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক না ॥ ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহোঁ মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম, তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময় রূপে গান করেন ॥ ১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময় রূপে স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে

দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয়, প্রধান জড় স্বরূপ, তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই॥ ১৮॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি॥ ১৯॥

অস্মিন্ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়॥ ১৯॥

সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তি দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে :—

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ॥ ২০॥

অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তি রূপে ব্রহ্ম হয়েন, জীব না হয়, যেহেতু ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তি দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যা-ন্তর্ব্বর্ত্তি ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন, উক্‌থ হয়েন, যজুর্ব্বেদ হয়েন, এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয়॥ ২০॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ২১॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তি পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন, যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে॥ ২১॥

এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশশব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ ২২॥

লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন, সে আকাশশব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয় ভূতাকাশের কার্য্য নয়॥ ২২॥

বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য্য নয়, যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই ॥ ২৩ ॥

বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এমত নহে।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিঃ শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদ রূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং ॥ ২৫ ॥

বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অ
শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতি
যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের
আছে এই রূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈ

এবং অর্থাৎ এই রূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন, যেহেতু ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় এ সকল ঐ গায়ত্রীর পাদ রূপে বেদে কথন

আছে। অক্ষরসমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয়, অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত ॥ ২৬ ॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায়, অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে। যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে, অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাট রূপে স্থূল জগৎ স্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন, তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন, বস্তুত তাঁহার হস্ত পাদ আছে এমত তাৎপর্য্য না হয় ॥ ২৭ ॥

আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণ বায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয় এমত নহে :—

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাণ শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক, কারণ এই যে সেই প্রাণকে পর শ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম রূপ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয়, যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি, প্রাণ সকল ভূত, এই রূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে, বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা

ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্র দৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন, স্বতন্ত্র রূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই, যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি, এইমত বাক্য সকল কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক এ স্থলে হয়, যেহেতু এ রূপ জীব, আর মুখ্য প্রাণ, এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয়, তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাস রূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন। আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন, যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক্ উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্ম ও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদের মর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদে ৩১টী সূত্রে ১১টী অধিকরণ (বিষয়) মীমাংসিত হইয়াছে ঃ—

১ম সূত্র—অধিকারী নির্ণয়।

২য় সূত্র—তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ।

৩য় সূত্র—ব্রহ্মই বেদের স্রষ্টা অথবা বেদই একমাত্র ব্রহ্মের প্রমাণ।

৪র্থ সূত্র—বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত।

৫ম-১১শ সূত্র—জড় স্বরূপ (চৈতন্য বিহীন) প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি নিরাসন।

১২শ-১৯শ সূত্র—যিনি আনন্দময়, জগতের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম; জীব কিম্বা প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) কখনও আনন্দময় ও জগৎস্রষ্টা হইতে পারে না।

২০শ-২১শ সূত্র—ছান্দগ্যো উপনিষদে (আধিদৈবিক উপাসনা কথন প্রসঙ্গে) ব্রহ্মই আদিত্যের অন্তবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষরূপে কথিত হইতেছেন।

২২শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (শালাবত্য-জৈবলি সংবাদে) আকাশ শব্দে ব্রহ্মই উক্ত হইতেছেন।

২৩শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (উদ্‌গীথ প্রকরণে) প্রাণ শব্দে ব্রহ্মই উক্ত হইতেছেন।

২৪শ-২৭শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৩য় অ, ১৩শ খ) "যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে সেই জ্যোতিই এতদ্দেহের অন্তরে" ইত্যাদি স্থলে জ্যোতি শব্দে ব্রহ্মই উক্ত হইতেছেন।

২৮শ-৩১শ সূত্র—কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (ইন্দ্র প্রতর্দ্দন সংবাদে) প্রাণ শব্দে ব্রহ্মই উক্ত হইতেছেন।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কি রূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই :—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয় ॥ ১ ॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন। এ সকল সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যেহেতু সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্ম্ম রূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্ত্তা রূপে জীবকে কথন আছে, অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

বেদে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন, অতএব জীব উপাস্য না হয় ॥ ৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবৎ চ ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন, অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে, এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয় দেশে ক্ষুদ্র স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে ॥৭॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই ॥ ৮ ॥

বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তা রূপে বর্ণন করিয়াছেন, কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন, অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয় ঈশ্বর জগৎভোক্তা না হয়েন এমত নয়।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥

জগতের সংহার কর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃত স্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয় ॥ ৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন ॥১০॥

বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু প্রবেশ করেন কিন্তু পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে না অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন, যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায়, আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে, যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ॥ ১১ ॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

বেদে ঈশ্বরকে গম্য, জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন, অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে ॥ ১২ ॥

বেদে কহিতেছেন :—ইহা অক্ষি গত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষু গত হয় এমত নহে।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্বগতত্ব থাকে নাই এমত নহে, বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখ স্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতি সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন, ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহেন ॥ ১৭ ॥

• পৃথিবীস্থ থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

বেদে অধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন, যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৮ ॥

নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

সাংখ্য স্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, সে অন্তর্যামী না হয় যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে দেখেন, অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন। এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয় ॥ ১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েঽপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয় যেহেতু কাণ্ব এবং মধ্যন্দিন উভয়েতে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপে কহেন ॥ ২০ ॥

বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

অদৃশ্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইয়া জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্মধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই—জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন ॥ ২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ

আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক, এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি, দুই চক্ষু চন্দ্র, সূর্য্য, এইমত রূপের আরোপ সর্ব্বগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে না ; অতএব ব্রহ্মই জগৎ কারণ ॥ ২৩ ॥

বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্ব ফল প্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রপাস্য হয় এমত নহে :—

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে, কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন ; যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক রূপে বর্ণন করিয়াছেন ; এ ধর্ম্ম ব্রহ্মবিনা অপরের হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥

স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মা বাচক হয় ; যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয় ॥ ২৫ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥

পৃথক পৃথক শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং, পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং, এ শ্রুতির

দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয়, পরমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন, এমত নহে, যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয়। আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয়, এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন ॥ ২৬ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণ সকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তাৎপর্য্য নহে। পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব সংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ, আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ; এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থ বিরোধ হয় না, এমত জৈমিনিও কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন, তবে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার "প্রাদেশ মাত্র" হওয়া কি রূপে সম্ভব হয়?

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

আশ্মরথ্য কহেন যে, উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

পরমাত্মাকে "প্রাদেশ মাত্র" কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান নিমিত্ত, বাদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

উপাসনার নিমিত্ত, প্রাদেশ মাত্র, এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে ; জৈমিনি কহিয়াছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

পরমাত্মাকে বৈশ্বানর স্বরূপে শ্রুতি সকল স্পষ্ট কহিয়াছেন, তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদের মর্ম্ম

প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ৩২টি সূত্রে ৭টি অধিকরণ (বিষয়) মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৮ম সূত্র—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩ অ, ৪খ)—যে মনোময় পুরুষের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে তিনিই ব্রহ্ম।

৯ম—১০ম সূত্র—কঠোপনিষদে (১ম অ, ২য় বল্লী)—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্র চ উভে ভবত ওদনম্" ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাই অত্তারূপে উক্ত হইয়াছেন।

১১শ—১২শ সূত্র—কঠোবল্লীতে (১ম অ, ৩য় বল্লী)—"ঋতং পিবন্তো সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি বাক্যে জীব ও পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন, বুদ্ধি ও জীব উক্ত হন নাই।

১৩শ—১৭শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৪ অ, ১৫খ)—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই অক্ষিগত পুরুষরূপে উক্ত হইয়াছেন।

১৮শ—২০শ সূত্র—বৃহদারণ্যকে (৫ম অ, ৭ম ব্রাহ্মণে)—উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে "যঃ পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই অন্তর্য্যামীরূপে উক্ত হইয়াছেন।

২১শ—২৩শ সূত্র—১ম মণ্ডুকে, ১ম খণ্ডে "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই ভূতযোনিরূপে উক্ত হইয়াছেন।

২৪শ—৩২শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৫ম অ, ১১শ খ)—"আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই বৈশ্বানর-রূপে কথিত হইয়াছেন—অগ্নি, অগ্নিদেবতা বা জঠরাগ্নি নহে।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদে কহেন, যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন, অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার স্থান প্রকৃতি কিম্বা জীব হয়, এমত নহে।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন, যেহেতু ঐ শ্রুতি যাহাতে স্বর্গাদের আধাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে ॥ ১ ॥

মুক্তোপসৃপ্যত্বব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন, এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে, তথাহি মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয়, ব্রহ্মকে সে পায়, অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন ॥ ২ ॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয়, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥

প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয়, যেহেতুক সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

অমৃতের সেতু রূপে আত্মাকে বেদ সকল কহেন, কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয়, এমত নহে।

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ৫ ॥

জীব আর আত্মার ভেদ কথন আছে, অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীব পর নয়। তথাহি সেই আত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা, আত্মাকে জ্ঞেয় রূপে কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতু রূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ বলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন ; এক ফল ভোগী, দ্বিতীয় সাক্ষী। অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে, ব্রহ্মের ভোগ নাই। অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতিপাদ্য না হয় ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন যে দিক হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে :—

ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ; যেহেতু প্রাণ উপদেশ শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

ভূমা শব্দ ব্রহ্ম বাচক। যেহেতু বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধ রূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

প্রণবোপাসনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন সেই অক্ষর বর্ণ স্বরূপ হয় এমত নহে।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষর শব্দ এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন; যেহেতু বেদে কহেন— আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব্ব বস্তুর ধারণা বর্ণ স্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় না ॥ ১০॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

এই রূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে না, যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন, অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয় ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ।

বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টা রূপে বর্ণন করেন, শাসনকর্ত্তাতে দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকিলে, অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহার জড়তা ধর্ম্মের সম্ভাবনা শাসন কর্ত্তাতে কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব দ্রষ্টা এবং শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন ॥ ১২ ॥

শ্রুতিতে কহেন "ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক", আর উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির শ্রবণ আছে, অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে।

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ শ্রুতির বাক্য শেষে কহিতেছেন যে—উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ঈক্ষণ করেন; অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে ঈক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা ব্রহ্মা প্রণব মন্ত্রে উপাস্য না হয়েন, কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥ ১৩ ॥

বেদে কহেন "হৃদয়ে অল্লাকাশ" আছেন অতএব "অল্লাকাশ" শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতের মধ্যে যে আকাশ গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে।

দহরউত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ঐ শ্রুতির উত্তর বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে, অতএব দহরাকাশ অর্থাৎ অল্লাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৪ ॥

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

গতি জীবে হয়, আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণ পদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন, অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদয়াকাশ হয়েন ॥ ১৫ ॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মেতে, এবং ভূতের অধিপতি রূপ মহিমা ব্রহ্মেতে; অতএব হৃদয়দহরাকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা প্রসিদ্ধ হয়, আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে; অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য্য নহে ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে; যেহেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য দুইয়ের এক হইবার সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ১৮ ॥

অথ উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র-বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় যে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন, তাহার মীমাংসা এই যে—ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন, অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয়, যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বেতে সূর্য্যের উপন্যাস অযোগ্য নয় ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, যেমন বিম্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয় ॥ ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তং ॥ ২১ ॥

হৃদয়াকাশে অল্প স্বরূপে বেদে বর্ণন করেন, অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কি রূপে অল্প হইতে পারেন ? তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অল্প বোধে অভ্যাস করা যায় ; বস্তুতঃ অল্প নহেন ॥ ২১ ॥

বেদে কহেন, সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন, অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ।

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন ; অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন, আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন, স্মৃতিতেও একথা কহিতেছে ॥ ২৩ ॥

বেদে কহেন, "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ" হৃদয়মধ্যে আছেন অতএব "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ" জীব হয়েন এমত নহে।

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

ঐ পূর্ব্ব শ্রুতির পরে পরে কহিয়াছেন যে "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ" সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন ; অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র" করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন : হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই, যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয় ॥ ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

বেদে কহেন, দেবতার ও ঋষির এবং মনুষ্যের মধ্যে যে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন, কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে। মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে, বাদরায়ণ কহিয়াছেন। যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতে হয় ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

দেবতার অধিকার ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যলোকের কর্ম্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয় এমত রূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে। যেহেতু দেবতা অনেক রূপ

ধারণ করিতে পারেন, এমত বেদে কহেন, অতএব বহু দেহে বহু দেশীয় কর্ম্ম এক কালে হইতে পারে অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম্ম এক রূপে করিতে পারেন, দ্বিতীয় রূপে মর্ত্ত্য লোকের যে কর্ম্ম উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

শব্দইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮ ॥

নিত্য স্বরূপ বেদ হয়েন, অনিত্য স্বরূপ দেবতা প্রতিপাদক বেদকে স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, এমত নহে। যেহেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন, অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদের জাতি পুরঃসরে সম্বন্ধ হয়, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ না হয়। ইহার কারণ এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন ॥ ২৮ ॥

অতএব চ নিত্যত্বং ॥ ২৯ ॥

যাবৎ বস্তুর সৃষ্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাপ্রলয় বিনা বেদ সর্ব্বদা স্থায়ী হয়েন ॥ ২৯ ॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপি ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, তত্রাপি নূতন বস্তু উৎপন্ন হইবার দোষ বেদে নাই। যেহেতু পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যে রূপে ও যে যে নামে বস্তু সকল থাকেন পর সৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন। অতএব পূর্ব্বে এবং পরে ভেদ নাই, এই মত বেদে দেখা যাইতেছে, তথাহি যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন ॥ ৩০ ॥

এখন পরের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন :—

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

বেদে কহেন বসু উপাসনা করিলে বসুর মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন; আদি শব্দের দ্বারা সূর্য্য উপাসনা করিলে সূর্য্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেক দেবতার না হয়, যেহেতু বসুর বসু হওয়া সূর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব, সেই মত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

যদি কহ যেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যেতে অধিকার আছে, সেই মত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধিকার না থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি? তাহার উত্তর এই :—

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

সূর্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য্য শব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন, নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে না। কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই, অতএব অচৈতন্যের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে না, জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতার অধিকারের সম্ভাবনা আছে, বাদরায়ণ কহিয়াছেন; যেহেতু যদ্যপিও সূর্য্য মণ্ডল অচেতন হয়, কিন্তু সূর্য্য মণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ৩৩ ॥

ছান্দোগ্যউপনিষদে বিদ্যা প্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে, জ্ঞান হয় যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন, অধ্যাপনের, অধিকার আছে, এমত নহে।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

জানশ্রুতিকে অজ্ঞ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস করিয়াছেন। এই অনাদর বাক্য শুনিয়া তাঁহার শোক উপস্থিত হইল। ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শীঘ্র রৈক নামক গুরুর নিকটে গেলেন। গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত, শূদ্র (শোকপ্রাপ্ত) কহিয়া সম্বোধন করিলেন। অতএব শূদ্র করিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক না হয় ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

পরে পর শ্রুতিতে চৈত্ররথ নামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয়, শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

বেদে কহেন উপনীতি যাহার হয় তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেক, অতএব উপনয়ন সংস্কার অধ্যয়নের প্রতি কারণ। কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের কথন নাই ॥ ৩৬ ॥

যদি কহ গৌতম মুনি শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন, তাহার উত্তর এই হয় :—

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

শূদ্র নয়, এমত নির্ধারণ জ্ঞান হইলে পর, শূদ্রের সংস্কার কহিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল। অতএব শূদ্র জানিয়া সংস্কারে প্রবৃত্তি করেন নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য ॥ ৩৮ ॥

শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে, অতএব শূদ্র অধিকারী না হয়, এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাঁচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের হয়, অতএব প্রাণ সকলের কর্ত্তা হয় এমত নহে।

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন, যেহেতু বেদে কহেন যে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন, অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয় ॥ ৩৯ ॥

বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয় অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে।

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

বেদে কহেন নাম রূপের কর্ত্তা আকাশ হয়; অতএব ভূতাকাশ নাম রূপের কর্ত্তা হয় এমত নহে।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে নাম রূপের ভিন্ন হয় সেই ব্রহ্ম। আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে; অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত

হওয়াতে এবং ব্রহ্ম শব্দ কথনেরদ্বারা, আকাশ শব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪১ ॥

জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না , তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে সুষুপ্তি আদি ধর্ম্ম যাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

বেদে কহেন জীব সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন, আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন ; অতএব জীব হইতে সুষুপ্তি সময়ে এবং উত্থান কালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদ কথন আছে ; এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪২ ॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

উত্তর উত্তর শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে। অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন, সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় পাদের মর্ম্ম

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদে ৪৩ সূত্রে ১৪টি অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৭ম সূত্র—মুণ্ডক শ্রুতিতে (২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড-৫ম মন্ত্র) যিনি জগদাধার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম; বায়ু কিম্বা প্রধান কিম্বা জীব নহেন।

৮ম—৯ম সূত্র—ছান্দোগ্যে, নারদ-সনৎকুমার সংবাদে, (৭ম অ, ২৩শ খ) ব্রহ্মই ভূমারূপে উক্ত হইতেছেন।

১০ম—১২শ সূত্র—বৃহদারণ্যকে (৫ম অ, ৮ম ব্রাহ্মণে), গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ব্রহ্মই অক্ষর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

১৩শ সূত্র—প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ গুরু, সত্যকাম শিষ্যকে ওঁকার দ্বারা পরব্রহ্মকেই ধ্যানের উপদেশ দিয়াছেন।

১৪শ—১৮শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৮ম অ, ১ম খ) যে "দহরাকাশ" উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম; জীব কিম্বা ভূতাকাশ নহেন।

১৯শ—২১শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৮ম খ, ৭ম অ) এবং পরবর্ত্তীস্থলে যিনি অক্ষিস্থ পুরুষ ও স্বপ্নস্থ মহীয়মান আত্মারূপে উক্ত হইয়াছেন তিন পরব্রহ্ম, জীব নহেন।

২২শ—২৩শ সূত্র—মুণ্ডক শ্রুতি "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" ইত্যাদি স্থলে স্বপ্রকাশ স্বভাব আত্মাই উক্ত হইয়াছেন, কোন তেজো ধাতু নহে।

২৪শ—২৫শ সূত্র—'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ" শব্দে পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন।

২৬শ—৩৩শ সূত্র—ব্রহ্মবিদ্যায় দেবাদিরও অধিকার আছে।

৩৪শ—৩৮শ সূত্র—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অনধিকার।

৩৯শ সূত্র— —কঠোপনিষৎ (৩য় বল্লী, ২য় অ) "যৎ কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই মন্ত্রে ব্রহ্মই প্রাণরূপে উক্ত হইয়াছেন, প্রাণ বায়ু নহে।

৪০শ সূত্র— —ছান্দোগ্যে (৮ম অ, ১২শ খ) প্রজাপতি বাক্যে "জ্যোতিঃ" শব্দে পরব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন।

৪১শ সূত্র— —ছান্দোগ্যে (৮ম অ, ১৪শ খ) "আকাশো বৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা" ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দ ব্রহ্ম বোধক।

৪২শ—৪৩শ সূত্র—বৃহদারণ্যকে, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে (৬অ, ৩ ব্রাহ্মণ) "বিজ্ঞানময়" রূপে পর ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

ওঁতৎসৎ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন
শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয়, অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে। যেহেতু শরীরকে যেখানে রথ রূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন, সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গ শরীর বোধ্য হইতেছে; অতএব লিঙ্গ শরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছন ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গ শরীর হয়, যেহেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গ শরীর কেবল হয়। তবে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দে যে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয়, তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারি দ্বারা সেই প্রধানের কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

সাংখ্য মতে যাহাকে প্রধান কহেন, সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে। যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয়, এমত বেদে কহেন নাই ॥ ৪ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহতের পর বস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়, তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন, এমত কহিতে পারিবে না। যেহেতু সেই প্রকরণে কহিতেছেন যে পুরুষের পর আর নাই ; অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥

পিতৃতুষ্টি, আর অগ্নি, এবং পরমাত্মা, এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন, এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন। অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় ; যেহেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ৬ ॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

যেমন মহান শব্দ প্রধান বোধক নয়, সেই রূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধান বাচী না হয় ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন যে, অজা লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ বর্ণা হয়, অতএব অজা শব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে এমত নয়।

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

অজা অর্থাৎ জন্ম নাই, আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে, এই দুই অর্থের অন্যত্র সম্ভাবনা আছে, প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই ; যেমত চমস শব্দ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহে না ॥ ৮ ॥

যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞ শিরোভাগকে যেমত কহে, সেইরূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে, এমত কহিতে পার না।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়তএকে ॥ ৯ ॥

জ্যোতি যে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ, আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া, অজা শব্দ হইতে বোধ্য হয়। ছান্দোগ্যেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন করেন এবং কহেন এই রূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতন্ত্র নহে ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদে বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থ দানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া, ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন; সেইরূপ তেজ, অপ, অন্ন স্বরূপিণী যে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্য হইবাতে সমতা আছে; সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র। অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥

বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ত্ব হয়; অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

তত্ত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয়। যেহেতু পরস্পর এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব মিলে, এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্ত্বের কহিয়াছেন। যদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরেক তত্ত্ব হয় ॥ ১১ ॥

যদি কহ যদ্যপি তত্ত্ব পঁচিশ না হয়, তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চজন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কি রূপে কহিতেছেন ; তাহার উত্তর এই :—

প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্য শেষেতে কহিয়াছেন :—কর্ণের কর্ণ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন, মনের মন, অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন। এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন, তাহাকে জান। এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য্য হয় ; পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাৎপর্য্য নহে ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

কাম্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয়; সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয় ॥ ১৩ ।

বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্ব হয়, কোথাও তেজকে, কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব্ব বর্ণন করেন ; অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ একবাক্যতা হইতে পারে নাই, এমত নহে।

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম সকলের কারণ, অতএব অবিরোধ হয়, এবং বেদের অনৈক্য না হয়। যেহেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র বেদে যথাবিহিত কথন আছে। আর আকাশ, তেজ, প্রাণ, এই তিন অপর সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়েন, এ বেদের তাৎপর্য্য হয়। এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব্ব হয় এমত তাৎপর্য্য নহে, যে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে। সূত্রের যে চ শব্দ আছে তাহার এই অর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

বেদে কহেন সৃষ্টির পূর্ব্ব জগৎ অসৎ ছিল। অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে।

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্যত্র বেদে যেমন "অসৎ" শব্দের দ্বারা 'অব্যাকৃত সৎ" তাৎপর্য্য হইতেছে, সেই রূপ পূর্ব্ব শ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হয়। অর্থাৎ নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব্বকারণেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ লীন থাকে। অতএব সেকালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল ॥ ১৫ ॥

কৌষীতকি শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি মুনির বর্ণন করাতে অজাতশত্রু তাহার বাক্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া, গার্গের শ্রবণার্থ কহিলেন যে, ইহার কর্ত্তা যে, তাহাকে জানা কর্ত্তব্য হয়। অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিম্বা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

এই যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ম্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য্য হয়, আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎ কর্ম্ম নহে যেহেতু জগৎ কর্ত্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৬ ॥

বেদে কহেন প্রাজ্ঞ-স্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন, এই শ্রুতি জীব বোধক হয়, আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণ বোধক হয় এমত নহে।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥

যদি কহ এসকল জীব এবং প্রাণের প্রতিপাদক হয়েন ব্রহ্ম প্রতিপাদক না হয়েন, তবে ইহার উত্তর পূর্ব্ব সূত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি অর্থাৎ কোন

শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয় এ মহাদোষ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥

এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন, অন্য শ্রুতি উত্তর দেন যে প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি কালে জীব থাকেন এই প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীরা এই প্রশ্নের দ্বারা যে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেন তার এই উত্তরের দ্বারা যে হৃদাকাশে থাকেন ঐ রূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিতে কহেন আত্মাকে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি রূপ সাধন করিবেক। এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে।

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

যেহেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয়, অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির সম্বন্ধ হইলে, জীবের সহিত অন্বয় হয় না ॥ ১৯ ॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

"এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয়" এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত যেখানে জীবকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয়, আশ্মরথ্য এই রূপে কহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

সংসার হইতে জীবের যখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক সেই হইবেক। যে ঐক্য তাঁহা কে

হইয়াছে এমত জানিয়া জীবকে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয়, এ ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন ॥ ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিবিম্বর ন্যায় অবস্থিতি করেন, অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয় এমত কাশকৃৎস্ন কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ হয়েন, যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয়; এমত নহে।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণো জগতের ব্রহ্ম হয়েন, যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হয়। যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয়। আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুর জ্ঞান হয়। এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয়। আর ঈক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, এমত বেদে কহেন। অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্ত কারণ এবং সমবায়কারণ জগতের হয়েন; যেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপন ইচ্ছা দ্বারা জাল করে, সেই জালের সমবায় কারণ এবং নিমিত্ত কারণ আপনি মাকড়সা হয়। সমবায় কারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্য্যকে জন্মায়; যেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয়। আর নিমিত্ত কারণ অহাকে কহি, যে কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্য জন্মায়, যেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া, ঘটকে উৎপন্ন করে ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন "তথাহি অহং বহুস্যাং" অতএব এই উপদেশ দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্তৃত্ব, সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদান কারণ জগতের হয়েন, যেহেতু কার্য্য উপাদান কারণে লয় হয়, নিমিত্ত কারণে লয় হয় না; যেমন ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয়, কুম্ভকারে লীন না হয় ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম সৃষ্টি সময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন, এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে, আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে। অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে ভূত যোনি করিয়া কহেন। যোনি অর্থাৎ উপাদান; অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন। বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎ কারণ হয় এমত নহে ॥ ২৭ ॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণু বাদ খণ্ডন হইয়াছে, যেহেতু বেদে পরমাম্বাদিকে জগৎ কারণ কহেন নাই এবং পরমাম্বাদি সচেতন নহে; অতএব পরমাম্বাদিকে ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে। তবে পরমাম্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি, সে ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয়; যেহেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতা শব্দ দুইবার কথনের তাৎপর্য্য অধ্যায় সমাপ্তি হয় ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ০।

ইতি শ্রীবেদান্তগ্রন্থেপ্রথমাধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থপাদের মর্ম্ম।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদে ২৮টি সূত্রে, ৮টি অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৭ম সূত্র—কঠোপনিষদ্ তৃতীয়বল্লীতে "মহতঃ পরমব্যক্তম্" স্থলে সাংখ্যোক্ত "প্রধান" ও "প্রকৃতি" উক্ত হয়েন নাই। মহৎ=হিরণ্যগর্ভ; অব্যক্ত=অব্যাকৃত নামরূপ সত্ত্ব। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান ও প্রকৃতি অশাস্ত্র।

৮ম—১০ম সূত্র—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪র্থঅ, ৫ম মন্ত্রে, "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং" ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যবাদের শ্রুতি মূলকতা নিশ্চিত হয় না।

১১শ—১৩শ সূত্র—বৃহদারণ্যক ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, চতুর্থ ব্রাহ্মণে "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ইঙ্গিত হয় নাই; দেবতা, গন্ধর্ব ইত্যাদি পঞ্চজন উক্ত হইয়াছে।

১৪শ—১৫শ সূত্র—যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে সৃজ্যমান আকাশাদির উৎপত্তির ক্রমের ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধ বাদ নাই।

১৬শ—১৮শ সূত্র—কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষানাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম, সবৈ বেদিতব্যঃ" ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মাই জ্ঞেয়। জীব কিম্বা মুখ্যপ্রাণ নহে।

১৯শ—২২শ সূত্র—বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে "আত্মা বা অরে শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য মৈত্রেয়ি"। ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন।

২৩শ—২৭শ—ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

২৮শ সূত্র—পরমাণুবাদ, শূন্যবাদ সবই খণ্ডিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎ কারণ কহেন নাই কিন্তু অপর প্রমাণের দ্বারা প্রধান জগৎ কারণ হয়, এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন :—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥১॥

প্রধানকে যদি জগৎকারণ না কহ, তবে কপিল স্মৃতির অপ্রমাণ্য দোষ হয়; অতএব প্রধান জগৎ কারণ, তাহার উত্তর এই :—যদি প্রধানকে জগৎ কারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয়। অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য; আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎ কারণত্ব নাই ॥ ১ ॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্বাদিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে; যেহেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ২ ॥

বেদে যে যোগ করিয়াছেন তাহা সাংখ্য মতে প্রকৃতি ঘটিত করিয়া কহেন; অতএব সেই যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রে যে প্রধান ঘটিত যোগ কহিয়াছেন, তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥ ৩ ॥

এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেন :—

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

জগতের উপাদান কারণ চেতন না হয়, যেহেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখিতেছি ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয়, এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ৪ ॥

যদি কহ শ্রুতিতে আছে যে ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন, অতএব ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া যায় এমত কহিতে পারিবে না।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন, যেহেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে "তথাহি তাহৈব দেবতা" অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর "অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা, আর অগ্নির গতির দ্বারা, এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ॥ ৫ ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

এখানে তু শব্দ পূর্ব্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। চেতন পুরুষের, অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি, সেইরূপ অচেতন জগতের চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল, সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টি সময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে, যেহেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ

তাহার সম্ভাবনা কোন মতেই হয় নাই, অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয়; বস্তুত নাই যেমন খপুষ্পের আভাসে শব্দমাত্রে হয়, বস্তুত নয় ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মকে কহিলে যুক্ত হয় নাই, যেহেতু অপীত অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মতে লীন হইলে, যেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেইরূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মতে জগতের জড়তা গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্ত নিমিত্ত হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে, যে জড় জগৎ প্রলয় কালে, ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড় দোষ জন্মাইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পূর্ব্বে কহিয়াছ সেই সকল দোষ স্বপক্ষে যুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য; এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই, অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে না; যদি তর্ককে স্থির কহ, তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক; যদি এইরূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের

বিরোধ স্বীকার করহ, তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাব প্রসঙ্গ, কপিলাদি বিরুদ্ধ-তর্কের দ্বারা হইবেক ; অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ॥ ১১ ॥

যদি কহ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন নাই, কিন্তু পরমাণু জগতের উপাদান কারণ হয়। এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয়, যেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে, এমত কহিতে পারিবে না।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহাঅপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

সদ্রূপ ব্রহ্মকে যে শিষ্ট লোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদান কারণ হয় এমত কহেন নাই ; অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্ট সকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর ভোগ্যের মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে না ; অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহার উত্তর এই যে :—লোকেতে রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয় ; সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ॥ ১৩ ॥

দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হইতে পৃথক কহায়, এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ, বস্তুত হইতে পারে এমত নহে।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয়, যেহেতু "বাচারম্ভণাদি" শ্রুতি কহিতেছেন যে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ, সে কেবল কথন মাত্র, বস্তুত ব্রহ্মই সকল ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয়, যেহেতু ব্রহ্ম সত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

অবর অর্থাৎ কার্য্য রূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল। অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয়; যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ছিল, পশ্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয় না ॥ ১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, অতএব কার্য্যের অর্থাৎ জগতের অভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান হয়; এমত নহে যেহেতু ধর্ম্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নাম রূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, কিন্তু নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সেকালে জগৎ লীন ছিল, ইহার কারণ এই যে ঐ বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন, যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

ঘট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ঘট যদি না থাকিত, তবে ঘট করিবার সময় মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইত না । এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে । এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল এমন প্রমাণ হইতেছে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যেমন বস্ত্র সকল আকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড্যান হইতে ভিন্ন না হয়, সেই মত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা, ঘট হইতে ভিন্ন নহে । এই রূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয় ॥ ১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

ভিন্ন লক্ষণ হইয়া যেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয়, সেই রূপ রূপান্তরকে পাইয়াও কার্য্য আপন উপাদান কারণ হইতে পৃথক হয় নাই ॥ ২০ ॥

এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে ইহার নিরাকরণ করিতেছেন ।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন, তবে জীবো জগতের কারণ হইবেক ; যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে ; কিন্তু জীব রূপ ব্রহ্ম আপন কার্য্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে না ; এদোষ জীবরূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

অন্নত্র জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন; যেহেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ কথন আছে। অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দূর করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

এক যে ব্রহ্ম উপাদান কারণ তাহা হইতে নানা প্রকার পৃথক, পৃথক কার্য্য কি রূপে হইতে পারে? এদোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে না। যেহেতু এক পর্ব্বত হইতে নানা প্রকার মণি, এবং এক বীজ হইতে যেমন নানা প্রকার পুষ্প ফলাদি হয়, সেই রূপ এব ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় ॥ ২৩ ॥

পুনরায় সন্দেহ করিয়া সমাধান করিতেছেন :—

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

উপসংহার-দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয়, কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই, অতএব ব্রহ্ম জগৎ কারণ না হয়েন এমত নহে; যেহেতু ক্ষীর যেমন সহকারী বিনা স্বয়ং দধি হয় এবং জল যেমন আপনি আপনাকে জন্মায়, সেই রূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

লোকেতে যেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না করিয়া ভোগ করেন, সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৫ ॥

প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন :—

কৃৎস্নপ্রসক্তি র্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মকে যদি অবয়ব রহিত কহ, তবে তিহোঁ একাকী যখন জগৎ রূপ কার্য্য হইবেন, তখন তিহোঁ সমস্ত এক বারে কার্য্য স্বরূপ হইয়া যাইবেন ; তিহোঁ আর থাকিবেন না। তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব থাকে না ; যদি অবয়ব বিশিষ্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় ; যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়ব রহিত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ জগতের হয়েন, যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন। অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই ; যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

পরমাত্মাতে সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র শক্তি আছে, এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হইয়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে। কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এবিষয় হইতে পারে না ; যেহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন ॥ ২৯ ॥

শরীর রহিত ব্রহ্ম কি রূপে সর্ব্ব শক্তি বিশিষ্ট হইতে পারেন ? ইহার উত্তর এই :—

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তি যুক্ত হয়েন ; যেহেতু এমত বেদে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩০

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রিয় রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন, এমত যদি কহ, তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেতে বিনা সাধন যেম ভোগ করেন, সেই রূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ৩১ ॥

প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন :—

নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন যেহেতু যে কর্ত্তা হয়, সে বিনা প্রয়োজন কার্য্য করে না। ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থে। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ করিয়া লীলা করে, সেই রূপ জগৎ রূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা মাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥

জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হইতেছে, অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে, এমত যদি কহ, তাহার উত্তর এই :—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুখের দূর কর্ত্তা যে পরমাত্মা তাঁহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই ; যেহেতু জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে, কল্পতরুর ন্যায়, ব্রহ্ম ফলকে দেন ; পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, এবং পাপে পাপ জন্মে, এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ॥৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিলেন। এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের সত্তা ছিল না ; অতএব সৃষ্টি কোন মতে কর্ম্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না। যেহেতু সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্য কারণত্ব রূপে আদি নাই ; যেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্য্য কারণ রূপে অনাদি হয় ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

জগৎ সহেতুক হয় ; অতএব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে যে কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সকল অনাদি আছেন ॥৩৬॥

নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না এমত নহে।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

বিবর্ত্ত রূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ হয়েন, যেহেতু সকল ধর্ম্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে। (বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্য রূপে উৎপন্ন হয়েন।) ॥ ৩৭ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদের মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথমপাদে ৩৭টী সূত্রে ১৩টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—২য় সূত্র—শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধস্থলে সাংখ্য স্মৃতি প্রামাণ্য হইতে পারে না।

৩য় সূত্র—যোগ স্মৃতি ও প্রামাণ্য নহে।

৪র্থ—১১শ সূত্র—অচেতন জগৎ, চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ; অতএব "স্বাধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হেতু ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন" এই সাংখ্যবাদ খণ্ডন।

১২শ সূত্র—কণাদ, বৌদ্ধাদির ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ কারণ বাদ খণ্ডন।

১৩শ সূত্র—ব্রহ্ম কারণবাদে ভোক্তা ভোগ্যের অভাব হয় না—"সমুদ্রতরঙ্গাদি ন্যায়েন"।

১৪শ—২০ সূত্র—প্রপঞ্চময় বিচিত্র জগৎরূপ কার্য্য ও কারণ স্বরূপ ব্রহ্মের অনন্যত্ব।

২১শ—২৩শ সূত্র—চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হওয়াতে "হিতাকরণ দোষ" আশ্রয় করে না।

২৪শ—২৫শ সূত্র—এক অদ্বয় ব্রহ্ম কারণান্তরের সাহায্য ব্যতীত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

২৬শ—২৯শ সূত্র—নিরবয়বত্ব হেতু "ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে জগৎ হওয়ার দোষ" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

৩০শ—৩১শ সূত্র—অশরীরী নিরিন্দ্রিয় ব্রহ্মেরই বিচিত্র প্রপঞ্চ বিকার জগতের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব।

৩২শ - ৩৩শ সূত্র—আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা।

৩৪শ—৩৬শ সূত্র—ব্রহ্মের বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাভাব।

৩৭শ সূত্র—সমস্ত কারণ ধর্ম্মই ব্রহ্মে উপপন্ন হয়—অতএব ব্রহ্ম কারণবাদই নির্দ্দোষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

সত্বরজস্তম স্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ কেন না হয়েন ?

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং ॥ ১ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে না, যেহেতু জড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানের প্রবৃত্তি হয়; অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান কারণ নহে ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ৩ ॥

যদি কহ যেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয়; আর জল যেমন স্বয়ং চলে; সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়; এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্ত্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করান ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তোমার মতে প্রধান যদি চেতনের সাপেক্ষ না হয়, তবে কার্য্যের অর্থাৎ জগতের, প্রধান হইতে পৃথক অবস্থিতি (যাহা তুমি স্বীকার করহ;) থাকিবেক না। যেহেতু প্রধান তোমার মতে উপাদান কারণ; সে যখন জগৎ স্বরূপ হইবেক তখন জগতের সহিত ঐক্য

হইয়া যাইবেক ; পৃথক থাকিবেক না, অতএব তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয় ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছাবিনা প্রধান জগৎ স্বরূপ হইতে পারে না ; যেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা, ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয় ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্যের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্যের মুক্তি রূপ অর্থ হইতে পারে না ; অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন ; প্রধানের জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লিখেন না ॥ ৬॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তত্রাপি ॥ ৭ ॥

যদি বল যেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেষ্টা হয়, আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহের স্পন্দন হয়, সেই রূপ প্রক্রিয়া রহিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়। এমত হইলেও তথাপি যেমন পঙ্গু আপনার বাক্য দ্বারায় অন্ধকে প্রবর্ত্ত করায় এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বারা লৌহকে প্রবর্ত্ত করায় ; সেই রূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত্ত করান্ ; অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয়। যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়া বিশিষ্ট হইলেন, তাহার উত্তর এই :-- তাঁহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র ; বস্তুতঃ, ব্রহ্ম ক্রিয়া বিশিষ্ট নহেন ॥ ৭ ॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

বেদে সত্ত্ব, রজ, তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন ; এই তিন গুণের সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয় ; অতএব প্রধানের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, সেই প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

কার্য্যের উৎপত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ, তাহা করিতে পারিবে না; যেহেতু জ্ঞান শক্তি প্রধানে নাই; আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

কেহ কহে তত্ত্ব পঁচিশ, কেহ ছাব্বিশ, কেহ আটাইশ। এই প্রকার পরস্পর বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ত্ব সংখ্যাতে হইয়াছে; অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানকে যে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

বৈশেষিক আর নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যেতে উপস্থিত হয়; এমতে চৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্য হীন জগতের কারণ হইতে পারেন, ইহার উত্তর এই :—

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ত্ব নাই, পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই, কিন্তু যখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয় তখন মহত্ত্ব গুণকে জন্মায়, পরমাণু যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দীর্ঘত্ব জন্মায়; অতএব এখানে যেমন কারণের গুণ কার্য্যেতে দেখা যায় না সেই রূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে? ১১ ॥

যদি কহ দুই পরমাণু নিশ্চল, কিন্তু কর্ম্মাধীন দুইয়ের যোগের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি হয়; ঐ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সৃষ্টি জন্মে ইহার উত্তর এই :—

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

ঐ সংযোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না? তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না, যেহেতু জীবের যত্ন সৃষ্টির

পূর্ব্বে নাই, অতএব যত্ন না থাকিলে কর্ম্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না; অতএব ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না; আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না; অতএব উভয় প্রকারে দুই পরমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম্ম না হয়; এই হেতু ঐ মত অসিদ্ধ ॥ ১২ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

পরমাণু দ্ব্যণুকাদি হইতে সৃষ্টি হয়, তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবেক; পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণুবাদীর সম্মত নহে, অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল না। যদি পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করহ, তবে অনবস্থা দোষ হয়; যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে। এই রূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে, অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে, এই প্রকারে সমবায়:সম্বন্ধের অবধি থাকে না। যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত, দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত, ত্রসরেণুর সম্বন্ধ চতুরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপ হয়; এমতে পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে, এমত যাঁহারা কহেন সেমতের স্থাপন হয় না ॥ ১৩ ॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তি নিত্য মানিতে হইবেক; তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে না, এই এক দোষ জন্মে ॥ ১৪ ॥

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক, এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে না ; যেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এনিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই ॥ ১৫ ।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

পরমাণু বহু গুণ-বিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণ বিশিষ্ট না হইবেক ? বহু গুণ বিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না ; গুণ বিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে না ; অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে ॥ ১৬ ॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন না ; অতএব এমতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

বৈভাসিক সৌত্রান্তিকের মতে এই যে পরমাণু পুঞ্জ আর পরমাণু পুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে। প্রথমত রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ যাহা নিরূপিত আছে ; দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানস্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান ; তৃতীয়ত বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব ; চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম ; পঞ্চম সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা ; এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন :—

সমুদায়উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর, তত্রাপি সমুদায় দেহের সৃষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না; যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ কর্ত্তার ঐ উভয়ের মধ্য উপলব্ধি হয় নাই ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

পরমাণু পুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটী যন্ত্রের ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু ঐ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে না; যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

উত্তরোৎপাদেচ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয়। এমত স্বীকার করিলে পরক্ষণে যে কার্য্য হইবেক তাহার পূর্ব্বক্ষণে ধ্বংস হয়, এমত স্বীকার করিতে হইবেক; অতএব হেতু-বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এই দোষওমতে জন্মে ॥ ২০ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥

যদি কহ হেতু নাই, অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এমত কহিলে তোমার এপ্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না, আর যদি কহ কার্য্য কারণ দুই একক্ষণে হয়, তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ

কার্য্যের কারণ পূর্ব্বক্ষণে কারণ, পরক্ষণে কার্য্য, ইহা রক্ষা পাইতে পারে না ॥ ২১ ॥

বৈনাশিকের মত যে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য। বিশ্ব সংসার কেবল আকাশময়, সে আকাশ অস্পষ্ট রূপ, একারণ বিচার যোগ্য হয় না। ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না ; যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয়, তথাপি বুদ্ধি বৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে, তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥

বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ ব্যতিরেকে যে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি, যেহেতু ব্যক্তি সকল ক্ষণিক, আর মূল মৃত্তিকা আদিতে, মৃত্তিকাদি ঘটিত সকল বস্তু লীন হয়, তাহার উত্তর এই :—

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয় :—এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয়, দ্বিতীয়ত স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ হয় ; যেহেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই, যদি বল স্বয়ং নাশ হয়, তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয়, যেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ ; তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না ; অতএব উভয় প্রকার মতে বৈনাশিকের মতে দোষ হয় ॥ ২৩ ॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে, সেই রূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে; এমত কোন বিশেষণ নাই যে আকাশকে পৃথক স্বীকার করা যায় ॥ ২৪ ॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

আত্মা প্রথমত বস্তুর অনুভব করেন, পশ্চাৎ স্মরণ করেন। যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত না ॥ ২৫ ॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

ক্ষণিক মতে যদি কহ যে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে, এমত সম্ভব হয় না; যেহেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭॥

অসৎ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত বল, তবে যাহারা কথন কৃষি কর্ম্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষি কর্ম্মের কর্ত্তা কহিতে পারি; বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥

কোন ক্ষণিকে বলেন যে "সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই" এমতকে নিরাস করিতেছেন।

নাভাবউপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর যে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ। যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে। আর এই

সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদিকেও নিরাস করিতেছেন ; তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক যে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের অভাব নাই ; যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেই মত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞান কল্পিত হয় ; তাহার উত্তর এই :—স্বপ্নেতে যে বস্তু দেখা যায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় ; জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় না ; অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে ; যেহেতু জাগ্রত অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম অর্থাৎ ভেদ দেখিতেছি। শূন্যবাদীর মতনিরাকরণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে :—স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্য মাত্র থাকে, ঐ প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিচারের দ্বারা শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা যায় না। যেহেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে; অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥ ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, তাহার উত্তর এই :—বাসনার সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয়। তোমার মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক, অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক। শূন্যবাদীর মত, নিরাকরণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ হয় যে :—শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল, তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয়; যদি কহ শূন্য স্বপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশ কর্ত্তার অঙ্গীকার

করিতে হইবেক ; কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশ কর্ত্তা নাই ; যেহেতু তোমার মতে পদার্থ মাত্রের উপলব্ধি নাই ॥ ৩০ ॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

যদি কহ আমি আছি, আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন থাকে। ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের ধর্ম্ম হয় ; তাহার উত্তর এই :—আমি এই ইত্যাদি অনুভবও তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্ম্মেরো ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয় ; শূন্যবাদী মতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদ বিরোধ হয় ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে অসিদ্ধ হয় ॥ ৩২ ॥

অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষেরা অঙ্গীকার করে। এমতে বেদের তাৎপর্য্য, এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয়, এ সন্দেহের উত্তর এই :—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না ; অতএব নানা বস্তু বাদির মত বিরুদ্ধ জগতের যে নানারূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা ; তাহার রূপ মায়িক মাত্র ॥৩৩॥

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার পরিমাণ হয়, তাহার উত্তর :—এই দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত স্বীকার করিতেছ,

সেইরূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি করহ, তবে ঘট পটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি, সেইমত আত্মারো অনিত্য হওয়া দোষ মানিতে হইবেক ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা এক এবং অপরিমিত কহেন, তবে সেই আত্মা হস্তিতে এবং পিপীলিকাতে কি রূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেন? অতএব পর্য্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হওয়া, ছোট স্থানে ছোট হওয়া, এইরূপ আত্মার পৃথক পৃথক গমন স্বীকার করিলে বিরোধ হইতে পারে না; এমত দোষ বেদান্ত মতে যে দেয় তাহার মত অগ্রাহ্য; যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এমতে অঙ্গীকার করিতে হয়; আর যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

জৈনেরা কহে যে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক? ইহার উত্তর এই :—দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অভাব হয়; এই হেতু অন্ত্য পরিমাণের, আদি, মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল না; অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এক আত্মার পরিমাণান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে শরীরের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ৩৬ ॥

যাহারা কহে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ হয়েন, উপাদন কারণ নহেন, তাহারদিগের মত নিরাকরণ করিতেছেন :—

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

যদি ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ বল, তবে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, এরূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না ; বেদান্ত মতে এই দোষ হয় না ; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে প্রতীত হইতেছেন, তাঁহার রাগ দ্বেষ আত্ম স্বরূপ জগতে স্বীকার করিতে হয় না ; যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বর নিরবয়ব ; তাহাতে অপরকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না ; অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তু অপরকে প্রেরণ করিতে পারে না ; অতএব জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নহেন ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হইলে, তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

যদি কহ যেমন জীব ইন্দ্রিয়াদি জড়কে প্রেরণ করেন, সেইরূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ করেন ; তাহাতে উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক হইয়া জড়কে প্রেরণ করেন এমত স্বীকার করিলে, জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪০ ॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বরকে যদি কহ যে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন, তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, যেমন

আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট, অতএব তাহার নাশ দেখিতেছি। যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না, তবে এমতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে না ; অতএব উভয় প্রকারে এইমত অসিদ্ধ হয় ॥ ৪১ ॥

ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ (জীব), সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন), প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হয় এমত নহে।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। তবে পুনঃ পুনঃ জন্ম বিশিষ্ট যে জীব তাহাতে নির্ব্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥ ৪২ ॥

ন চ কর্ত্তুঃকরণম্ ॥ ৪৩ ॥

ভাগবতেরা কহেন সঙ্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ করণ জন্মে ; সেই মন রূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে ; এমত কহিলে সেমতে দোষ জন্মে ; যেহেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় না ; যেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না ॥ ৪৩ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ ; অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞান বিশিষ্ট, সেইরূপ সঙ্কর্ষণাদিও বিজ্ঞান বিশিষ্ট হইবেন ; তবে বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদেরো উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না ; অতএব এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৪ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণাদের অভেদ কহেন ; কোন স্থলে ভেদ কহেন ; এইরূপ পরস্পর বিরোধ হেতুক এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদের মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ৪৫টী সূত্রে, ৮টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—১০ম সূত্র—অচেতন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি (সাংখ্যবাদ) খণ্ডন।

১১শ সূত্রে—হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে যেমন, বৈশেষিকমতে, বিসদৃশ মহৎত্র্যণুক ও দীর্ঘ চতুরণু জন্মে, তদ্রূপ বেদান্তমতে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়। বেদান্তের ব্রহ্ম কারণ বাদে—"অসদৃশোৎপত্তি দোষ" খণ্ডন।

১২শ—১৭শ সূত্র—পরমাণু কারণবাদ নিরাকরণ।

১৮শ—২৭শ সূত্র—অস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণের "আন্তর বাহ্য সমুদায়" বাদ খণ্ডন।

২৮শ—৩২শ সূত্র—বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মত খণ্ডন।

৩৩শ—৩৬শ সূত্র—বিবসন—জৈনগণের "সপ্তভঙ্গী নয়" মত খণ্ডন।

৩৭শ—৪১শ সূত্র—ঈশ্বর জগতের কেবলমাত্র নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নহেন, ("তটস্থ ঈশ্বরবাদ") এই মতের নিরাকরণ।

৪২শ—৪৫শ সূত্র—জীবের উৎপত্তিবাদ খণ্ডন (ভাগবতবাদ নিরাকরণ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ ।

ওঁ তৎসৎ ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই। অন্য শ্রুতিতে কহেন যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি ; এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে :—

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ, তাহার উৎপত্তি নাই ; যেহেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া যায় না ॥ ১ ॥

বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী কহিতেছে :—

অস্তি তু ॥ ২ ॥

বেদে আকাশের উৎপত্তি কথন আছে ; তথাহি "আত্মন আকাশ" ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ॥ ২ ॥

ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে :—

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

আকাশের উৎপত্তি কথন যেখানে বেদে আছে, সে মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় ; যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥

বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন, অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা যায় নাই ॥ ৪ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥

প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই শ্রুতিতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন, তখন গৌণার্থ লইবে ; যখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে ; এমত কি রূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে ; যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য, অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। (গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে) ॥ ৫ ॥

এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়া মধ্যস্থ কহিতেছেন :

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগতের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয়, এবিষয়েতে যে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন, আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয় ; যেহেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক নিত্য হইবেন ; তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন :—

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগোলোকবৎ ॥ ৭ ॥

আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ আছে ; যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই ; যেমন লোকেতে ঘটাদের সৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টির অঙ্গীকার করা যায় না। তবে যদি বল তেজাদের সৃষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন, আকাশের কহেন নাই, ইহার সমাধা এই :—আকাশাদের সৃষ্টির পরে তেজাদের সৃষ্টি হইয়াছে, এই

অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয়। আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে এবং আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন, তাহার সমাধা এই :—পৃথিবী প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ৭ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

এই রূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেল। যেহেতু তৈত্তিরীয়তে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন, আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিয়াছেন ; অতএব উভয় শ্রুতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা, আর উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইবেক ॥ ৮ ॥

শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে "হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিয়াছ" ; অতএব ব্রহ্মের জন্ম পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে।

অসম্ভবস্তু স্বতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম, সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয় না ; যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কি রূপে হইতে পারে ? তবে বেদে ব্রহ্মের যে জন্মের কথন আছে, সে ঔপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ৯ ॥

এক বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় ; অন্য শ্রুতি কহিতেছেন যে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় ; এই দুই বেদের বিরোধ হয় এমত নহে।

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ১০ ॥

বায়ু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্রুতিতে কহিতেছেন ; তবে যেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন, সে বায়ুকে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন মাত্র ॥১০॥

এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি, অন্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি ; অতএব উভয় শ্রুতিতে বিরোধ হয় এমত নহে।

আপঃ ॥ ১১ ॥

অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি হয় ; তবে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি যে কহিয়াছেন, সে অগ্নিকে ব্রহ্মরূপাভিপ্রায়ে কহেন ॥ ১১ ॥

বেদে কহেন জল হইতে অন্নের জন্ম ; সে অন্নশব্দ হইতে পৃথিবী ভিন্ন অন্ন রূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্ন শব্দ হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় ; যেহেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতেরা আপনার আপনার সৃষ্টি করিতেছে, ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না, এমত নহে।

তদভিধ্যানাদেবতু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

আকাশাদি হইতে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মই স্রষ্টা হয়েন ; যেহেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥ ১৩ ॥

পঞ্চভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে হয় এমত কহিতে পারিবে না।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতউপপদ্যতে চ ॥ ১৪ ॥

উৎপত্তি ক্রমের বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয় ; যেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় ; কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হয় ; যেহেতু

কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্য্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয় ; কার্য্যে কারণের নাশ সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে ; দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূত হইতেছে ; অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয় ; এই বিরোধকে পর সূত্রে সমাধান করিতেছেন :—

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥১৫॥

বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য হয় ; সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্ব্বে হয় । এইরূপ ক্রম, শ্রুতির দ্বারা দেখিতেছি এমত কহিবে না ; যেহেতু পঞ্চভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন হয়, অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমের কোন বিশেষ নাই । যদি কহ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, তাহার সমাধা কি রূপে হয় ? ইহাতে উত্তর এই যে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্য্য নহে ; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হওয়াই তাৎপর্য্য ॥ ১৫ ॥

যদি কহ জীব নিত্য, তবে তাহার জাতকর্ম্মাদি কিরূপে শাস্ত্র সম্মত হয় ?

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোভাক্ত স্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥১৬॥

জীবের জন্মাদি কথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন । জীব বিষয়ে যে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত

মাত্র ; যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা যায়, অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্ম্মাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় ; অতএব জীব নিত্য নহে।

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই ; যেহেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই। আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব নিত্য ; যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীব সকল জন্মিয়াছে, এই শ্রুতির সমাধান কি ? ইহার উত্তর এই :— সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন ; এপ্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে।

জ্ঞোঽতএব ॥ ১৮ ॥

জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয়। যেহেতু জীবের উৎপত্তি নাই, তবে আধুনিক দৃষ্টিকর্ত্তা শ্রবণকর্ত্তা জীব কি রূপে হয় ? তাহার উত্তর এই :—জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে ; তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ "লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ; ইহাকে অবলম্বন করিয়া, দশ পর সূত্রে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয় :—

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥ ১৯ ॥

এক বেদে কহেন, দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের ঊর্দ্ধগতি হয় ; আর দ্বিতীয় বেদে কহেন, জীব চন্দ্রলোকে যান ; তৃতীয় বেদে কহেন, পরলোক হইতে পুনর্ব্বার জীব আইসেন ; এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয় ॥ ১৯ ॥

যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদ জ্ঞান জীবের হয়, তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি, সেই উৎক্রণ জীবে সম্ভব হয় ; কিন্তু পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় না ; যেহেতু গমনাগমন দেহ সাধ্য ব্যাপার হয়। তাহার উত্তর এই :—

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২০ ॥

স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয় ॥২০॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২১ ॥

যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে, যেহেতু বেদে জীবকে মহান কহিয়াছেন ; এমত কহিতে পারিবে না ; কারণ এই যে শ্রুতিতে জীবকে মহান কহিয়াছেন, সে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্ম হয়েন ॥২১॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২২ ॥

জীবের প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন, আর জীবের পরিমাণ করেন যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন ; এই স্বশব্দ আর উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে ॥ ২২

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২৩ ॥

শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদায় দেহে সুখ হয়; সেইরূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন; অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥ ২৪ ॥

চন্দন স্থানভেদে শীতল করে, কিন্তু জীব সকল দেহব্যাপী যে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয়; অতএব জীবের মহত্ত্ব স্বীকার যুক্ত হয়; এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২৪ ॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৫ ॥

জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্ঞান গুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয়। যেমন লোকে, অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা, সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয় ॥ ২৫ ॥

ব্যতিরেকোগন্ধবৎ ॥ ২৬ ॥

জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয়; যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয়: যেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূর গমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২৬ ॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৭ ॥

জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয়, এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন ॥ ২৭ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৮ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেন, অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন, জ্ঞান করণ হইলেন ; এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা জ্যাপক হয়, বস্তুত ক্ষুদ্র ॥ ২৮ ॥

এই পর্য্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল। এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৯ ॥

বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রগুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতা কথন হইতেছে, যেহেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্য রূপে থাকে ; যেমন প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন ; বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কা নিরাসার্থে হয় ॥ ২৯ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রত্বধর্ম্ম জীবেতে আরোপণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন, তবে যখন সুষুপ্তি সময়ে বুদ্ধি না থাকে, তখন জীবের মুক্তি কেন না হয় ? তাহার উত্তর এই :—এদোষ সম্ভব হয় না ; যেহেতু যাবৎ কাল জীব সংসারে থাকেন, তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে, বেদেতে এই মত দেখিতেছি ; স্থুল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে, কিন্তু ভ্রমমূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে হয় ॥ ৩০ ॥

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ৩১ ॥

সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না ; যেহেতু যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান থাকে, যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত

হয় ; সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে, জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয় ॥ ৩১ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মোবাঽন্যথা ॥ ৩২ ॥

যদি মনকে স্বীকার না কর,আর কহ মনের কার্য্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে, তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এক কালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধি দোষ জন্মে। যেহেতু মন ব্যতিরেকে, জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান, সকল বস্তুতে আছে ; যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় না, তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে ; আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকালে, অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহ,তবে সর্ব্ব প্রকারে দোষ হয় ; যেহেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না ; সেইরূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না ; অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না ॥৩২॥

বেদে কহিতেছেন যে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না ; অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না, বুদ্ধির কেবল কর্ত্তৃত্ব হয় ; তাহার উত্তর এই :—

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

বস্তুত আত্মা কর্ত্তা না হয়েন ; কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্ত্তা হয়েন ; সেইহেতু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয় ॥ ৩৩ ॥

বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩৪ ॥

বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেন ; অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি ; এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা হয়েন ॥ ৩৪ ॥

উপাদানাৎ ॥ ৩৫ ॥

বেদে কহেন ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ শক্তিকে, স্বপ্নেতে, জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন ; অতএব জীবের গ্রহণ কর্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে, এই জীব কর্ত্তা ॥ ৩৫ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

বেদে কহেন জীব যজ্ঞ করেন ; অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্ত্তৃত্বের কথন আছে ; অতএব আত্মা কর্ত্তা ; যদি আত্মাকে কর্ত্তা না করিয়া জ্ঞানকে কর্ত্তা কহ, তবে যেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন এমত কথন আছে, সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্ত্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ৩৬ ॥

* আত্মা যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়েন তবে অনিষ্ট কর্ম্ম কেন করেন ? ইহার উত্তর পর সূত্রে করিতেছেন :—

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৭ ॥

যেমন অনিষ্ট কর্ম্মের কথন কথন ইষ্টরূপে উপলব্ধি হয়, সেইরূপ অনিষ্ট কর্ম্মকে ইষ্ট কর্ম্ম ভ্রমে জীব করেন ; ইষ্ট কর্ম্মের ইষ্ট রূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ৩৭ ॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না, যেহেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তু সকলের জ্ঞান জন্মে ; বুদ্ধিকে জ্ঞানের কর্ত্তা কহিলে, কাহার করণ অপেক্ষা করে ? এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয়, জীব নহে ॥৩৮॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

সমাধি কালে বুদ্ধি থাকে না। আর যদি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া স্বীকার না করহ, তবে সমাধির লোপাপত্তি হয়; এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবেক। চিত্তের বৃত্তি নিরোধকে সমাধি কহি ॥ ৩৯ ॥

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৪০ ॥

যেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদি বিশিষ্ট হইলেই কর্ম্ম কর্ত্তা হয়, আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব হয়; উপাধি ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব থাকে না; সে অকর্ত্তৃত্ব সুষুপ্তি কালে জীবের হয় ॥ ৪০ ॥

সেই জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন না হয়, এমত নহে:—

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

জীবের কর্ত্তৃত ঈশ্বরাধীন হয়; যেহেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে ঊর্দ্ধ লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন; ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অধম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম্ম করান, কাহাকেও অধম কর্ম্ম করান, তবে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয়, এমত নহে।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪২ ॥

ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করান, এই হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন, তাহর সাফল্য হয় যদি বল,

তবে ঈশ্বর কর্ম্মের সাপেক্ষ হইলেন ; এমত কহিতে পারিবে না, যেহেতু যেমন ভোজবিদ্যার দ্বারা লোক দৃষ্টিতে মারণ, বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা যায়, বস্তুত যে ভোজবিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ, বন্ধন কিছুই নাই ; সেইরূপ জীবের সুখ দুঃখ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয়, বস্তুত নহে ॥ ৪২ ॥

লৌকিকাভিপ্রায়েতেও জীব ঈশ্বরের অংশ নয়, এমত নহে ।

অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়তএকে ॥৪৩॥

জীব ব্রহ্মের অংশের ন্যায় হয়েন, যেহেতু বেদে নানাস্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ করিয়া কহিতেছেন। "তত্ত্বমসী"ত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন ; আর আথর্ব্বণিকেরা ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানিয়া দাস ও শঠকেও ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৪ ॥

বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয় ॥ ৪৪ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৫ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

যদি কহ "জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয়" ; এমত নহে :—

প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ৪৬ ॥

জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় না ; যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির দীর্ঘতা অনুভব হয়, কিন্তু বস্তুত অগ্নি দীর্ঘ নহে ॥ ৪৬ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৭ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও এইরূপ কহিতেছেন যে জীবের সুখ দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ সুখ হয় না ॥ ৪৭ ॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

জীবেতে যে বিধি নিষেধ সম্বন্ধ হয়, সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে; যেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিত হইলে গ্রাহ্য হয়, শ্মশানের ঘটিত হইলে ত্যাজ্য হয় ॥ ৪৮ ॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৯ ॥

জীব যখন উপাধি বিশিষ্ট হইয়া এক দেহেতে পরিচ্ছিন্ন হয়, অন্য দেহের সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবের থাকে না ॥ ৪৯ ॥

আভাসএব চ ॥ ৫০ ॥

জীব সকল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। যেমন সূর্য্যের এক প্রতিবিম্বের কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না, সেইরূপ এক জীবের সুখ দুঃখ, অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না ॥ ৫০ ॥

সাংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি প্রধানের সম্বন্ধে হয়; নৈয়ায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয়; অতএব এই দুই মতে দোষ স্পর্শে; যেহেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইত; এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এইরূপে করেন:—"পৃথক, পৃথক অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক, পৃথক ফল হয়।" এমত সমাধান কহিতে পারিবে না:—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫২ ॥

সাংখ্যেরা কহেন অদৃষ্ট প্রধানেতে থাকে; নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে; এইরূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা, অদৃষ্টের অনিয়ম হয়; অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল ॥ ৫২ ॥

যদি কহ, "আমি করিতেছি" এইরূপ পৃথক, পৃথক জীবের সঙ্কল্প পৃথক, পৃথক অদৃষ্টের নিয়ামক হয়, তাহার উত্তর এই :—

অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম্ ॥ ৫৩ ॥

অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প মনোজন্য হয়, সে সঙ্কল্প জীবেতে আছে, অতএব সেই জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ প্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সঙ্কল্পের অনিয়ম হয় ॥ ৫৩ ॥

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

প্রতি শরীরে সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারি না ; যেহেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন ॥ ৫৪ ॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদের মর্ম্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদে ৫৩টী সূত্রে, ১৭টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে ঃ—

১ম—৭ম সূত্রে—আকাশ নিত্য পদার্থ নহে; ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

৮ম সূত্র—বায়ু ও জন্ম পদার্থ।

৯ম সূত্র—ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, সুতরাং অন্য কিছু হইতে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব।

১০ম সূত্র—তেজের ও উৎপত্তি নিশ্চিত হয়।

১১শ সূত্র—জলের ও উৎপত্তি নিশ্চিত হয়।

১২শ সূত্র—"তা অন্নমসৃজন্ত" (ছা ৬।২।৪) ইত্যত্র অন্ন শব্দে পৃথিবীরই উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে।

১৩শ সূত্র—আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত তদধিষ্ঠিত ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।

১৪শ সূত্র—ভূত সকল যে ক্রমে উৎপন্ন, তাহার বিপরীত ক্রমেই লয় প্রাপ্ত হয়।

১৫শ সূত্র—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মন সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ু র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" উক্তশ্রুতিতে মনোবুদ্ধির অনুক্রম থাকিলে ও তাহা ভূতোৎপত্তিক্রম বিরুদ্ধ নহে।

১৬শ সূত্র—চরাচর দেহের ভাবাভাব লক্ষ্য করিয়াই জীবের জন্ম ও মৃত্যু কথিত হয়; বাস্তবিক জীবের জন্ম, মৃত্যু নাই।

১৭শ সূত্র—জন্ম-মৃত্যু-রহিত জীবাত্মা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন পদার্থ নহেন।

১৮শ সূত্র—জীবাত্মা নিত্য চৈতন্যরূপী, আগন্তুক চৈতন্য নহেন।

১৯শ—৩২শ সূত্র—জীব বিভু, অণু নহেন।

৩৩—৩৯শ সূত্র—বুদ্ধি সংশ্লিষ্ট জীবই কর্ত্তা।

৪০শ সূত্র—একই জীব ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযোগে জাগ্রত, স্বপ্নাবস্থায় সুখ, দুঃখ অনুভব করেন, আবার সুষুপ্তিও মোক্ষাবস্থায় নির্ব্যাপার হইয়া নিবৃত, শান্ত হন।

৪১শ—৪২শ সূত্র—জীবের কর্ত্তৃত্ব কি ভোক্তৃত্ব সমস্তই পরমাত্মার অধীন।

৪৩শ—৫৩শ সূত্র—জীব পরব্রহ্মের অংশ; "ভেদাভেদ সম্বন্ধ", "অংশাংশিভাব"।

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিল ; অতএব এই শ্রুতির দ্বারা বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই, এমত নহে :—

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেইরূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ॥ ১ ॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

যদি কহ, যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয়, মুখ্যার্থ নহে ; এমত কহিতে পারিবে না, যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষ রূপে অনিত্য কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

তৎপ্রাক্শ্রুতেঃ ॥ ৩ ॥

দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি, মুখ্যার্থ হয়, ইন্দ্রিয়াদের গৌণার্থ, এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥ ৩ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয় ; যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ, মনের কারণ পৃথিবী, ইন্দ্রিয়ের কারণ জল ; অতএব কারণ আপন কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবেক ; তবে বেদে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়েরা ছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ৪ ॥

কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন, "গ্রহরূপ পুরুষকে আট ইন্দ্রিয়েরা বদ্ধ করে ;" আর কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত, অপ্রধান দুই, এই নয় ইন্দ্রিয় হয় ;" এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এইরূপে সমাধান করেন :—

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয় সাত হয়েন, বেদে এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে ; যেহেতু ইন্দ্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে কহিতেছেন ; তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে, তাহা ঐ সাতের অন্তর্গত জানিবে ; এই মতে মন এক, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, এই সাত হয় ॥ ৫ ॥

এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিয়া স্বমত কহিতেছেন :—

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

বেদেতে হস্ত পাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন, অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না, কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশ হয় ; পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন। তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় যে বেদে কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য মস্তকের সপ্ত ছিদ্র হয়, আর অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অধোদেশের দুই ছিদ্র হয় ॥ ৬ ॥

অপরিমিত অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয় সকল হয়, অতএব ইন্দ্রিয় সকল অপরিমিত হয় এমত নহে :—

অণবশ্চ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরিমিত হয়েন, যেহেতু ইন্দ্রিয় বৃত্তি দূর পর্য্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয় সকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন "মহা প্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন" আর ঐ শ্রুতিতে "আনীত" এই শব্দ আছে, তাহাতে বুঝা যায় প্রাণ ছিল, এমত নহে :—

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন, যেহেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তবে "আনীত" শব্দের অর্থ এই :—মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৮ ॥

প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয়, কিম্বা বায়ু অন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হয়, এই সন্দেহেতে কহিতেছেন :—

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ু অন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নহে ; যেহেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক করিয়া কহিয়াছেন। তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে কহিয়াছেন, "যে বায়ু, সেই প্রাণ হয়", সে কার্য্য কারণের অভেদ রূপে কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে, অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাকুল হইবেক, এমত নহে :—

চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের অধীন হয়, যেহেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে আছে, পৃথক অধিকার নাই ; তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা উচিত নহে, যেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে, প্রাণের বিষয় নাই ; তাহার উত্তর এই :—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১১ ॥

"প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয়" কহিলে দোষ হয় না ; যেহেতু প্রাণ, জীবের করণ না হইয়াও, দেহ ধারণরূপ বিষয় করিতেছে, বেদেতেও এইরূপ দেখিতেছি ॥ ১১ ॥

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

প্রাণের পাঁচ বৃত্তি :—নিঃশ্বাস এক, প্রশ্বাস দুই, দেহ ক্রিয়া তিন, উৎক্রমণ চারি, সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন পাঁচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি, সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন ; অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয় যুক্ত হইল ॥ ১২ ॥

বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন, জীবের সমান প্রাণ হয় ; ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান হয়, এমত নহে :—

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন, যেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে ; তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে প্রাণকে মহান করিয়া কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয় ॥ ১৩ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন ; অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়, এমত নহে :—

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়েরা আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়েন ; যেহেতু সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে ; যদি বল যিনি তাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন, তিনি তাহার ফল ভোগ করেন, তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয় জন্য ফল ভোগের আপত্তি হয়, ইহার উত্তর এই :—রথের অধিষ্ঠাতা সারথি, সে তাহার ফল ভোগ করে না ॥ ১৪ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

প্রাণ বিশিষ্ট যে জীব, তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন ; যেহেতু শব্দব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হইয়া জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে, তাহাকে দেখাইবার জন্য, সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ॥ ১৫ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

ভোগাদি বিষয়ে জীবের নিত্যতা আছে, অতএব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ফল ভোক্তা নহে ॥ ১৬ ॥

বেদেতে আছে যে ইন্দ্রিয়েরা কহিতেছেন "আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি" ; অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের ঐক্যতা মুখ্যপ্রাণের সহিত আছে, এমত নহে :—

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন হয়, যেহেতু বেদেতে ভেদ কথন

আছে। তবে যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হয়॥ ১৭॥

ভেদশ্রুতেঃ॥ ১৮॥

বেদেতে কহিয়াছেন যে সকল ইন্দ্রিয়েরা মুখ্য প্রাণকে আপনার, আপনার অভিপ্রায় কহিয়াছেন; অতএব ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ দেখিতেছি॥ ১৮॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ॥ ১৯॥

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে না, প্রাণের সত্তা থাকে, এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ আছে॥ ১৯॥

বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, "জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নামরূপের দ্বারা বিকার বিশিষ্ট করি; পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিয়া পৃথক করি"; অতএব এখানে জীবশব্দ, ব্রহ্মশব্দের সহিত আছে, এই নিমিত্ত নাম রূপের কর্ত্তা জীব হয়, এমত নহে:—

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ॥ ২০॥

পৃথিব্যাদি তিনকে একত্র করেন, পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক করেন, এমন যে ঈশ্বর তিনি নাম রূপের কর্ত্তা, যেহেতু বেদে নাম রূপের কর্ত্তা ঈশ্বরকে কহিয়াছেন॥ ২০॥

যদি কহ পৃথিবী, জল, তেজ এই তিন একত্র হইলে তিনের কার্য্যের ঐক্য হয়, এমত কহিতে পারিবে না:—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ॥ ২১॥

মাংস, পুরীষ, মন এই তিন ভূমের কার্য্য; আর এই দুইয়ের অর্থাৎ জল

আর তেজের তিন তিন করিয়া ছয় কার্য্য হয় ; জলের কার্য্য মূত্র, রুধির, প্রাণ ; তেজের কার্য্য অস্থি, মজ্জা, বাক্য ; এই রূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে। ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্র করণ হয়। পঞ্চীকরণ একের অর্দ্ধেক আর ভিন্ন দুইয়ের এক, এক পাদ মিশ্রিত করণকে কহি ॥ ২১ ॥

যদি কহ পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে, তিনের পৃথক পৃথক ব্যবহার কি প্রকারে হয়, তাহার উত্তর এই :—

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২২ ॥

ভাগাধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে। সূত্রেতে তু শব্দ সিদ্ধান্ত বোধক হয়, আর তদ্বাদস্তদ্বাদঃ পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক হয় ॥ ২২ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ।

ইতি শ্রী বেদান্ত গ্রন্থে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদের মর্ম্ম।

এই পাদে ব্রহ্মের সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপাদনার্থ ইন্দ্রিয়াদির ও তৎ-কর্তৃক সৃষ্টি প্রমাণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পাদে ২২টী সূত্রে, ৯টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৪র্থ সূত্র—আকাশাদির ন্যায় প্রাণাদি ও (ইন্দ্রিয়াদি) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

৫ম—৬ষ্ঠ সূত্র—প্রাণের (ইন্দ্রিয় গণের) সংখ্যা একাদশ, ন্যূনাধিক নহে।

৭ম সূত্র—ইন্দ্রিয়গণ অণু স্বভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন।

৮ম সূত্র—মুখ্যপ্রাণ ও, অন্যান্য প্রাণের ন্যায়, ব্রহ্মপ্রভব।

৯ম—১২শ সূত্র—মুখ্যপ্রাণ বায়ু, অথবা ইন্দ্রিয়, অথবা ইন্দ্রিয়গণের সামান্য বৃত্তি (একীভূত ব্যাপার) নহে, তাহা উক্ত এর হইতে ভিন্ন।

১৩শ সূত্র—মুখ্যপ্রাণ ও অণু স্বরূপ।

১৪শ—১৬ সূত্র—ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় মহিমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না ; অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের প্রেরণায় স্বকার্য্যে সক্ষম হয়।

১৭শ—১৯শ সূত্র—মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণ পৃথক পদার্থ।

২০শ—২২শ সূত্র—নাম ও রূপভেদে সৃষ্টি, সেই ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেই, জীবের নহে।

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

"এতৎ শরীরারম্ভক পঞ্চভূতের সহিত জীব মিলিত না হইয়া অন্য দেহেতে গমন করেন" এমত কহিতে পারিবে না :—

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

অন্য দেহ প্রাপ্তিসময়ে এই শরীরের আরম্ভক যে পঞ্চভূত, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, জীব অন্য দেহেতে গমন করেন ; প্রবহনরাজের প্রশ্নে শ্বেতকেতুর উত্তরেতে ইহা প্রতিপাদ্য হইতেছে যে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥

যদি কহ এই শ্রুতিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না ; এমত নহে :-

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব শ্রুতিতে পৃথিবী, অপ, তেজ এই তিনের একত্রীকরণ শ্রবণের দ্বারা, জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে, পৃথিবী আর তেজের সহিত মিলন হওয়া সিদ্ধ হয় ; অপ এই বহুবচন বেদে দেখিতেছি, ইহাতেও বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত মিলন নহে, কিন্তু জল, পৃথিবী, তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় ; আর শরীর বাতপিত্তময় এবং গন্ধস্বেদপাক প্রাণ আকাশময় হয় ; ইহাতে বুঝায় যে কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নহে, কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঁচের সহিত মিলন হয় ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

বেদেতে কহিতেছেন যে জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করে, প্রাণ যাইলে সকল ইন্দ্রিয় যায় ; এই প্রাণাদের সহিত গমনের দ্বারা বোধ হয়

যে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন নহে, কিন্তু সেই পাঁচের সঙ্গে মিলন হয় ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

যদি কহ "অগ্নিতে বাক্য, বায়ুতে প্রাণ, আর সূর্য্যেতে চক্ষু যান," এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল অগ্ন্যাদিতে যায়, জীবের সহিত যায় না; এমত নহে:—ওই শ্রুতির উত্তরশ্রুতিতে লিখিয়াছেন যে "লোম সকল ওষধিতে লীন হয়, কেশ সকল বনস্পতিতে লীন হয়;" অতএব এই দুই স্থলে যেমন ভাক্ত লয় তাৎপর্য্য হইয়াছে, সেই রূপ অগ্ন্যাদিতেও লয়, ভাক্ত স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়সকল প্রথম স্বর্গস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধা হোম করিয়াছেন; অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষ রূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত নহে:—যেহেতু এখানে শ্রদ্ধাশব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদি স্বরূপ জল তাৎপর্য্য হয়, যেহেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না হয় ॥ ৫ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাংপ্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

যদি বল, জল যদ্যপিও পুরুষ বাচক, তথাপি জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না; যেহেতু আহুতিশ্রুতিতে জলের সহিত গমন শ্রুত হইতেছে না, এমত কহিতে পারিবে না; যেহেতু বেদে কহিতেছেন:— "আহুতির রাজা সোম, আর যে জীব যজ্ঞ করে সে ধূম হইয়া গমন করে" অতএব জীবের পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখিতেছি ॥ ৬ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব সকল চন্দ্রকে পাইয়া অন্ন হয়েন, সেই অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেন, অতএব জীব সকল দেবতার ভক্ষ্য হয়েন, ভোগ করিতে স্বর্গ যান এমত প্রসিদ্ধ হয় না, এমত নহে :—

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার ভক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত ; যেহেতু আত্মজ্ঞান রহিত যে জীব, তাহারা অন্নের ন্যায় তুষ্টি জনকের দ্বারা,দেবতার ভোগ সামগ্রী হয়েন ; যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন, "যাহারা দেবতার উপাসনা করেন তাঁহারা দেবতার পশু হয়েন।" স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়া জীবের ধ্বংস হয়, এমত স্বীকার করিলে, যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ করিবেক, সেই শ্রুতি বিফল হয় ॥ ৭ ॥

বেদে কহিতেছেন যে জীব, যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ স্বর্গে থাকেন, কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাহার পতন হয় ; অতএব কর্ম্ম শূন্য হইয়া জীব পৃথিবীতে পতিত হয়েন, এমত নহে :—

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥

কর্ম্মবান ক্ষয় হইলে, কর্ম্মের যে সূক্ষ্ম ভাগ থাকে, জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া, যে পথে যায় তদ্বিপরীত পথে আসিয়া, ইহলোকে উপস্থিত হয় ; অর্থাৎ ধূম আর আকাশাদির দ্বারা যায়, রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে ; যেহেতু বেদে কহিতেছেন যিনি উত্তম কর্ম্ম বিশিষ্ট তিনি ইহলোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন, যিনি নিন্দিত কর্ম্ম করেন তিনি নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়েন ; এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে যাবৎ মোক্ষ না হয়, তাবৎ কর্ম্ম ক্ষয় হয় না ॥ ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

যদি কহ চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা উত্তম অধম যোনি প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশবিশিষ্ট হইয়া হয় না, এমত কহিতে পারিবে না ; যেহেতু কার্ষ্ণাজিনি মুনি চরণ শব্দকে কর্ম্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

যদিও কর্ম্ম উত্তম অধম যোনিকে প্রাপ্তি করায়, তথাপি আচার ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না ॥ ১০ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১১ ॥

সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মকে আচার করিয়া বাদরিও কহিয়াছেন ॥ ১১ ॥

পর সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন :—

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১২ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে লোক এখান হইতে যায়, সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় ; অতএব পাপ-কর্ম্মকারীও পুণ্যকারীর ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করে ॥ ১২ ॥

পর সূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপীজন দুঃখকে অনুভব করিয়া বার বার গমনাগমন করে, বেদেতে নচিকেতসের প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি ॥ ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও পাপীর নরক গমন কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥

পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তবে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি পুণ্যবানদিগ্যের হয়, এই বেদের তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রেতে যমকে শাস্তা কহেন,কোন স্থানে যমদূতকে শাস্তা দেখিতেছি ; কিন্তু সে যমের আজ্ঞার দ্বারা শাসন করে, অতএব বিরোধ নাই ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয় স্থান করিয়া কহিয়াছেন ; সেই তৃতীয় স্থান পাপীর হয়। যেহেতু দেবস্থান বিদ্যাবিশিষ্ট লোকের, পিতৃস্থান কর্ম্ম বিশিষ্ট লোকের, বেদে পূর্ব্বেই কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৮ ॥

তৃতীয়ে অর্থাৎ নরক মার্গে যাহারা যায় তাহাদিগের পঞ্চাহুতি হয় নাই ; যেহেতু আহুতি বিনা তাহাদিগ্যের পুনঃ পুনঃ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥

পুণ্য বিশিষ্ট হইবার প্রতি পঞ্চাহুতির নিয়ম নাই। যেহেতু লোকে অর্থাৎ ভারতে স্ত্রীপুরুষের পঞ্চাহুতি ব্যতিরেকে দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম ঋষিরা কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

মসকাদির স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম দেখিতেছি ; এই হেতু পুণ্যবান পঞ্চাহুতি করিবেক, পঞ্চাহুতি না করিলে পুণ্যবান হয় না, এমত নহে ॥ ২০ ॥

বেদে কহিয়াছেন অণ্ড হইতে, এবং বীজ হইতে, আর ভেদ করিয়া, এই তিন প্রকারে জীবের জন্ম হয় । অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদির, বীজ হইতে মনুষ্যাদির, তৃতীয়, ভেদ করিয়া বৃক্ষাদের জন্ম হয় । অতএব স্বেদ হইতে যে মসকাদির জন্ম হয়, এই প্রকার জীব অর্থাৎ মসকাদি, এতিনের মধ্যে পাওয়া যায় না ; তাহার সমাধা এই :—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥

সংশোকজক অর্থাৎ স্বেদজ যে মসকাদি তাহার সংগ্রহ তৃতীয় শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারা, অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ হয়, যেহেতু মসকাদিও ঘর্ম্ম জলাদি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব সকল স্বর্গ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়া, বায়ু হইয়া, মেঘ হইয়া আইসেন ; অতএব এই সন্দেহ হয় যে জীব সাক্ষাৎ আকাশাদি হয়েন ; এমত নহে :—

স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥

আকাশাদের সাম্যতা জীব পান, সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না ; যেহেতু সাক্ষাৎ আকাশ হইলে, বায়ু হওয়া অসম্ভব হয় ; এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার সাদৃশ্য বুঝায় । ২২ ॥

আকাশাদির সাম্যত্যাগ বহুকাল পরে জীব করেন, এমত নহে।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥

জীবের আকাশাদি সাম্যের ত্যাগ অল্পকালে হয়; যেহেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বিশেষ না কহিয়া, জীবের ব্রীহি সাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বহুকালে হয়, এমত ত্যাগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন; অতএব জীবের স্থিতি ব্রীহিতে অধিক কাল হয়, আকাশাদিতে অল্পকাল হয় ॥ ২৩ ॥

———

বেদেতে কহিয়াছেন, জীব সকল পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি, যবাদি হয়েন; ইহাতে বোধ হয় যে জীব সকল সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন; সে এমত নহে:—

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥

জীবের ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয়; জীব সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন না; অতএব ব্রীহিযবাদের হস্ত বিশেষে মর্দ্দনের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় জীবের আকাশাদির কথনের দ্বারা যেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে, সেইরূপ এখানে ব্রীহি কথনের দ্বারা ব্রীহি সম্বন্ধ মাত্র তাৎপর্য্য হয়; যেহেতু পূর্ব্বেতে কহিয়াছেন যে উত্তম কর্ম্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেইরূপে জীব ব্রীহি ধর্ম্মকে পায় না ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

পশু হিংসনাদির দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হয়; অতএব যজ্ঞাদি কর্ত্তা যে জীব, তাহার ব্রীহিযবাদি অবস্থাতে দুঃখ পাওয়া উচিত হয়, এমত নহে; যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥

ব্রীহিযবাদি ভাবের পর রেতের সংসর্গ হয় ॥ ২৬ ॥

যদি কহ রেতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ মাত্র, অতএব ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না, এমত নহে :—

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ২৭ ॥

যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় যে শরীর, সেই শরীর, ভোগের নিমিত্তে জীব পায় ॥ ২৭ ॥

জীবের যে জন্মাদির কথন, এই অধ্যায়েতে, সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

———

তৃতীয় অধ্যায়—প্রথম পাদের মর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদে, ২৭টী সূত্রে, ৬টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৭ম সূত্র—জীব যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে যায়, তখন সে দেহ-বীজ, ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়।

৮ম—১১ সূত্র—পরলোকে কর্ম্মানুরূপ সুখ সম্ভোগের পর, ইহলোকে ভোগোৎপাদক যে অবশিষ্ট কর্ম্ম থাকে, তদ্বিশিষ্ট জীব মৃত্যুর পরে যে পথে চন্দ্রলোকাদিতে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২শ—২১ সূত্র—ইষ্ট কর্ম্মকারীগণই চন্দ্রমণ্ডলে যান; পাপীরা যমপুরে গমন করে, সেখানে যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া পুনর্দ্দেহ গ্রহণ করে।

২২শ সূত্র—আরোহণ কালে জীবের আকাশাদির সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্তি হয়; আকাশাদি প্রাপ্তি হয় না।

২৩শ সূত্র—অবরোহণ কালে জীবের আকাশাদি অবস্থা শীঘ্র অতিবাহিত হয়, কিন্তু ব্রীহি প্রভৃতি অবস্থা হইতে বিলম্বে নিষ্কৃতি হয়।

২৪শ—২৭শ সূত্র—অবরোহণকারী জীব ব্রীহি শস্যাদিতে কেবল সংশ্লিষ্ট মাত্র থাকে; তদ্রূপ অন্ন ভক্ষণকারী পুরুষেও সংশ্লিষ্ট মাত্র থাকে; কেবল যোনিকে আশ্রয় করিয়াই জীব স্বীয় ভোগায়তন দেহ লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

দুই সূত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন :—

সন্ধ্যে সৃষ্টি রাহ হি ॥ ১ ॥

জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি যে স্বপ্নাবস্থা হয়, তাহাতে যে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম্ম, অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক ; যেহেতু বেদে কহিতেছেন "রথ, রথের সম্বন্ধ এবং পথ এসকলের স্বপ্নেতে সৃষ্টি হয়।" ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

কোনো শাখিরা পাঠ করেন যে স্বপ্নেতে পুত্রাদি সকলের আর অভীষ্ট সামগ্রীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমাত্মা হয়েন ॥ ২ ॥

পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্নে্র্যনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র ; যেহেতু স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয়, তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই, যেমন পার্থিব শরীর মনুষ্যের উড়িতে দেখেন ; তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যেমতের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাল্পনিক ; যেহেতু পর শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বপ্নেতে রথ, রথের যোগ, পথ, সকলি মিথ্যা ॥ ৩ ॥

যদি কহ "স্বপ্ন মিথ্যা হয়, তবে শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন কি রূপে হইতে পারে ?" তাহার উত্তর এই :—

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতেব তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্যা, তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভ সূচক হয়, যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন এবং স্বপ্নজ্ঞাতারা এই প্রকার কহেন ॥ ৪ ॥

যদি কহ "ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসার যেমন সত্য হয়, সেইরূপ জীবের সৃষ্টি স্বপ্ন সত্য হয়, যেহেতু জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্যআছে" ; এমত কহিতে পারিবে না :—

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

জীব যদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ, তত্রাপি জীবের বহির্দৃষ্টির দ্বারা ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হইয়াছে ; এই হেতু জীবের বন্ধ আর দুঃখ অনুভব হয়, অতএব ঈশ্বরের সকল ধর্ম্ম জীবেতে নাই ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

দেহকে আত্মসাৎ লইবার নিমিত্তে জীবের বহির্দৃষ্টি হইয়া, ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হয় ; কিন্তু পুনরায় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে বহির্দৃষ্টি থাকে না ॥ ৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে জীব সকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্নাড়ীতে যাইয়া কেবল সেই নাড়ীতে সুষুপ্তি করেন, এমত নহে :—

তদভাবোনাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি, সেকালে পুরীতৎনাড়ীতে এবং পরমাত্মাতে শয়ন করেন ; সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়ন মুখ্যস্থান ব্রহ্ম হয়েন, এমত বেদেতে কহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অতঃপ্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্মা হয়েন, এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয়, এমত বেদে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥

যদি সুষুপ্তি কালে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন, পুনরায় জাগ্রৎ সময়ে ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন, তবে এই বোধ হয় যে এক জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন অপর জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন ; যেমন পুষ্করিণীতে এক কলসী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান হয় না ; ইহার উত্তর এই :—

সএব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

সুষুপ্তি সময়ে যে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন, জাগ্রৎ কালে সেই জীব উত্থান করেন :—ইহাতে এই পাঁচ প্রমাণ ; এক,—কর্ম্মশেষ অর্থাৎ শয়নের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া শয়ন করে, উত্থান করিয়াও সেই কর্ম্মের শেষ পূর্ণ করে, এমত দেখিতেছি ; দ্বিতীয়,—অনু অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে যে আমি ছিলাব সেই আমি নিদ্রার পরে আছি, এমত অনুভব ; তৃতীয়,—পূর্ব্ব ধনাদের স্মরণ ; চতুর্থ,—বেদে কহিয়াছেন সেই জীব নিদ্রার পরে সেই শরীরে আইসেন ; পঞ্চম,—যদি জীব সেই না হয় তবে "প্রতিদিন স্নান করিবেক" ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না ॥ ৯ ॥

মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান থাকে না, অতএব মূর্চ্ছা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন ; আর শরীরেতে মূর্চ্ছা কালে উষ্ণতা থাকে, এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয় ; এমত এ তিন হইতে ভিন্ন যে মূর্চ্ছা, সে সুষুপ্তির অন্তর্গত হয়, এমত নহে :—

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা হয় ; যেহেতু সুষুপ্তির বিশেষ জ্ঞান থাকে না, মূর্চ্ছাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাণের গতি থাকে, মূর্চ্ছাতে প্রাণের গতি থাকে না ; এই ভেদপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন হয় ॥ ১০ ॥

বেদে কহিয়াছেন "ব্রহ্ম স্থূল হয়েন সূক্ষ্ম হয়েন," "গন্ধ হয়েন রস হয়েন," অতএব ব্রহ্ম দুই প্রকার হয়েন ; তাহার উত্তর এই :—

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব, এই দুইয়ের পর যে "পরং ব্রহ্ম" তিনি দুই নহেন, যেহেতু সর্ব্বত্র বেদেতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ এক করিয়া কহিয়াছেন। তবে যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সর্ব্বগন্ধ" "সর্ব্বরস" করিয়া কহিয়াছেন, সে ব্রহ্ম সর্ব্ব-স্বরূপ হয়েন ; এই তাহার তাৎপর্য্য হয় ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

বেদে কোন স্থানে "ব্রহ্ম চতুষ্পাদ" কোন স্থানে "ব্রহ্ম ষোড়শ কলা", কোন স্থানে "ব্রহ্ম বিশ্বরূপ" হয়েন, এমত কহিয়াছেন। এই ভেদ কথনের দ্বারা ব্রহ্ম নির্বিশেষ না হইয়া, নানা প্রকার হয়েন, এমত নহে ; যেহেতু বেদেতে পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে অভেদ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত উপাধিকে নিরাশ করিয়া ব্রহ্মের অভেদকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই ; যেহেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নিগু'ণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন ; তবে সগুণ শ্রুতি যে, সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বর্ণন মাত্র ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অগ্নি যেমন বস্তুত বক্র না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্ররূপে প্রকাশ

পারেন, সেইরূপ মনের তাৎপর্য্য লইয়া ঈশ্বর নানা প্রকার প্রকাশের ন্যায় হয়েন ; যেহেতু এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয় ॥ ১৫ ॥

আহ হি তন্মাত্রম্ ॥ ১৬ ॥

বেদে "চৈতন্য মাত্র" করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ; যেমন লবণের রাশি অন্তরে এবং বাহ্যে লবণের স্বাদু থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বথা "বিজ্ঞান স্বরূপ" হয়েন, এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথোহ্যপি চ স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া, পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়া কহিয়াছেন, "যে যাহা পূর্ব্বে কহিলাম সে বাস্তবিক না হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন না" এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে "ব্রহ্ম সৎ কিম্বা অসৎ করিয়া বিশেষ্য হয়েন না" ॥ ১৭ ॥

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ; যেমন জলেতে সূর্য্য থাকেন, সেই জলরূপ উপাধি এক সূর্য্যকে নানা করে ; সেইরূপ ব্রহ্মকে, মায়া নানা করিয়া দেখায় ; বেদেতেও এইরূপ উপমা দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

সূর্য্য এবং জল সমূর্ত্তি হয়েন, আর ব্রহ্ম অমূর্ত্তি হয়েন ; অতএব জলাদির ন্যায় ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যাইবেক না. এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই ॥ ১৯ ॥

এই পূর্ব্ব পক্ষ ; ইহার সমাধান পর সূত্রে কহিতেছেন :—

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥

সূর্য্যের যেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে, জলের ধর্ম্ম কম্পনাদি সূর্য্যেতে

আরোপিত বোধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভাব দেহেতে হইলে, দেহের ধর্ম্ম হ্রাসবৃদ্ধি ব্রহ্মেতে ভাক্ত উপলব্ধি হয়; এইরূপে উভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত উচিত হয়; এখানে মূর্ত্তি অংশে দৃষ্টান্ত নহে ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

বেদে সর্ব্বদেহেতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবের দর্শন আছে; যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে "ব্রহ্ম দ্বিপাদ চতুষ্পাদ শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া, আপনি পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইয়া, ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে ঐ শরীরে প্রবেশ করিলেন;" এই হেতু জলসূর্য্যের উপমা উচিত হয় ॥ ২১ ॥

যদি কহ বেদেতে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষরূপে কহিয়া, পশ্চাৎ "নেতি, নেতি" বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝায় যে সবিশেষ আর নির্ব্বিশেষ উভয়ের নিষেধ বেদে করিতেছেন; তবে সুতরাং ব্রহ্মের অভাব হয়; তাহার উত্তর এই :—

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততোব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতি আর তাহার কার্য্য সমুদায়কে প্রকৃত কহেন; সেই প্রকৃতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে নেতিনেতি শব্দের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন; অর্থাৎ "ব্রহ্ম পরিমিত নহেন" এই কহিবার তাৎপর্য্য বেদের হয়; যেহেতু ঐ শ্রুতির পর শ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন এমত বারবার কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

সেই ব্রহ্ম খেদ বিনা অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞেয় হয়েন, এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন ॥ ২৪ ॥

যদি কহ এমতে ধ্যেয় যে ব্রহ্ম তাঁহার ভেদ ধ্যাতা হইতে অর্থাৎ সমাধি কর্ত্তা হইতে অনুভব হয়, তাহার উত্তর এই :—

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্ ॥ ২৫ ॥

যেমন সূর্য্যেতে ও সূর্য্যের প্রকাশেতে বৈশেষ্য অর্থাৎ ভেদ নাই সেইরূপ ব্রহ্মেতে আর ব্রহ্মের ধ্যাতাতে ভেদ না হয় ॥ ২৫ ॥

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

যেমন অন্য বস্তু থাকিলে সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র করিয়া কহা যায়, বস্তুত এক; সেইরূপ কর্ম্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশকে জীব করিয়া ব্যবহার হয়, অন্যথা বেদবাক্যের অভ্যাসের দ্বারা জীবে আর ব্রহ্মে বস্তুত ভেদ নাই ॥ ২৬ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৭ ॥

এই জীব আর ব্রহ্মের অভেদের দ্বারা, মুক্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হয়েন, বেদে কহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

এখানে তু শব্দ ভিন্ন প্রকরণ জ্ঞাপক হয়। যেমন সর্পের কুণ্ডল কহিলে সর্পের সহিত কুণ্ডলের ভেদ অনুভব হয়, আর সর্প স্বরূপ কুণ্ডল কহিলে উভয়ের অভেদ প্রতীতি হয়, সেইরূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আর অভেদ, বেদে ভাক্ত মতে কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

নিরুপাধি রৌদ্রে আর তাহার আশ্রয় সূর্য্যে যেমন অভেদ, সেইরূপ জীবে আর ব্রহ্মে অভেদ; যেহেতু উভয়ে অর্থাৎ রৌদ্রে আর সূর্য্যে এবং জীবে আর ব্রহ্মে তেজস্বরূপ হওয়াতে ভেদ নাই ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

যেমন পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় নিরাকরণ করিয়াছেন, সেইরূপ এখানে ভেদ আর অভেদের উভয়ের নিরাকরণ করিতেছেন; যেহেতু দ্বিতীয় হইলে ভেদাভেদ বিবেচনা হয়; বস্তুত ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ॥ ৩০ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

বেদে কহিতেছেন "ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই," অতএব এই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন ॥ ৩১ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

এই সূত্রে আপত্তি করিয়া পরে সমাধা করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে; যেহেতু বেদে ব্রহ্মকে সেতু করিয়া কহিয়াছেন, আর ব্রহ্মের চতুষ্পাদ কহিয়াছেন, ইহাতে পরিমাণ বোধ হয়; আর কহিয়াছেন যে জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মেতে শয়ন করেন; ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ হয়; আর কহিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ উপাস্য আছেন; অতএব দ্বৈতবাদ হইতেছে; এ সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আছে, এমত বোধ হয় ॥ ৩২ ॥

সামান্যাত্তু॥ ৩৩॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। লোকের মর্য্যাদা স্থাপক ব্রহ্ম হয়েন, এই অংশে জলসেতুর সহিত ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত বেদে দিয়াছেন; জল হইতে সেতু পৃথক এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাই॥ ৩৩॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥ ৩৪॥

পদযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে বিরাটরূপে বর্ণন করেন, ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মের স্থূলরূপে উপাসনার নিমিত্ত হয়; বস্তুত ব্রহ্মের পাদ আছে, এমত নহে॥ ৩৪॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ॥ ৩৫॥

ব্রহ্মের জীবের সহিত সম্বন্ধ আর হিরণ্ময়ের সহিত ভেদ, স্থান বিশেষে হয় অর্থাৎ উপাধির উৎপত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোধ হয়, বস্তুত ভেদ নাই; যেমন দর্পণাদি স্বরূপ যে উপাধি তাহার দ্বারা সূর্য্যের ভেদ জ্ঞান হয়। ৩৫॥

উপপত্তেশ্চ॥ ৩৬॥

বেদে কহেন "আপনাতে লীন হয়েন" ইহাতে নিষ্পন্ন হইল যে বাস্তবিক জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ নাই॥ ৩৬॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ॥ ৩৭॥

বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম অধো মণ্ডলে আছেন, অতএব অধোদেশেও ব্রহ্ম বিনা অপর বস্তু স্থিতির নিষেধ করিতেছেন; এই হেতু ব্রহ্মেতে এবং জীবেতে ভেদ নাই॥ ৩৭॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ॥ ৩৮॥

বেদে কহেন "ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন" এই সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে, ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব

প্রতিপাদ্য হইতেছে, সেই সর্ব্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয়, যদি বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে ॥ ৩৮ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা কর্ম্ম হয়, এমত নহে :—

ফলমতউপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয় ; যেহেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥

বেদেতে শুনা যাইতেছে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥ ৪১ ॥

শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন, এমত কহিলে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ জন্মে, অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফলের দাতা ধর্ম্ম হয়েন ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফলদাতা হয়েন, ব্যাস কহিয়াছেন ; যেহেতু বেদেতে কহিয়াছেন যে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্য লোকে পাঠান ; অতএব পুণ্যকে হেতু স্বরূপ করিয়া আর ব্রহ্মকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং ॥ ৪৩ ॥

জীবেতে যে সুখ দুঃখ দেখিতেছি, সে কেবল মায়ার কার্য্য ; অতএব ঈশ্বরের দোষ নাই ; যেমন রজ্জুতে কেহ সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়েতে দুঃখ পায়, কেহো মালা জ্ঞান করিয়া সুখ পায় ; রজ্জুর ইহাতে বৈষম্য নাই ॥ ৪৩ ॥ ০ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদের মর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে, ৪৩টি সূত্রে, ৮টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে:—

১ম—৬ষ্ঠ সূত্র—স্বপ্ন সৃষ্টি মায়াময় মিথ্যা ; সত্য নহে।

৭ম—৮ম সূত্র—সুষুপ্তি কালে জীব আপনার স্বরূপে অর্থাৎ পরমাত্মাতেই লুপ্ত হয়।

৯ম সূত্র—যে জীব লুপ্ত হয়, সেই জীবই পরমাত্মা হইতে প্রবুদ্ধ হয়।

১০ম সূত্র—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই চারি অবস্থা হইতে মূর্চ্ছা অবস্থাটী পৃথক।

১১শ—২১শ সূত্র—নিরাকার ব্রহ্মই বেদান্ত-সম্মত তত্ত্ব।

২২শ—৩১শ সূত্র—"নেতি, নেতি" বাক্যে, শ্রুতি এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সমুদায় প্রতিষেধ করিয়া নিস্প্রপঞ্চ, নিখিলসত্যের সত্য, পরব্রহ্মেরই অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; "অভাব" প্রতিপাদন করেন নাই।

৩২শ—৩৮শ সূত্র—ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুর নিরাকরণ।

৩৯শ—৪৩শ সূত্র—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা ; জীব ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে।

তৃতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ

উপাসনা পৃথক পৃথক হয়, এমত নহে॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ॥ ১॥

সকল বেদের নির্ণয় রূপ যে উপাসনা, সে এক হয়; যেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে, আর "ব্রহ্ম" "পরমাত্মা" ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয়॥ ১॥

ভেদান্নেতি চে নৈকস্যামপি॥ ২॥

যদি কহ, এক শাখাতে, আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শাখাতে, কৃষ্ণকে, তৃতীয় শাখাতে, রুদ্রকে উপাসনা করিতে, বেদে কহেন, অতএব এই ভেদ কথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়, এমত নহে; যেহেতু একই শাখাতে ব্রহ্মকে "ক" করিয়া এবং "খ" করিয়া কহিয়াছেন; অতএব নামের ভেদে, উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই॥ ২॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ॥৩॥

যদি কহ, মুণ্ডক অধ্যয়নে শিরোব্রতের ব্রত অঙ্গ হয়, অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় না, অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে, তাহার উত্তর এই:—সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রত গ্রন্থে যেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন, সেইরূপ মুণ্ডক অধ্যায়িদিগের অঙ্গ শিরোব্রতের ব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন; অতএব শিরোব্রতের ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয়, বিদ্যার অঙ্গ না হয়; বিদ্যার অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত;

আর বেদে কহিয়াছেন "এ ব্রত না করিবা মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেক না আর যে ব্রত না করে; সে অধ্যয়নের অধিকারী না হয়" এই হেতুর দ্বারা শিরোব্রতার ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয়।

শর অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্বণিকদের নিয়ম, সেইরূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোব্রতার ব্রতের নিয়ম হয় ॥ ৩ ॥

সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

সমুদ্রেতে, যেমন, সকল জল প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য্য, ঈশ্বরে হয় ॥ ৪ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

বেদে উপাস্য এক এবং উপাসনা এক, এমত দেখাইতেছেন ; যেহেতু কহেন সকল বেদ এক বস্তুকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ৫ ॥

যদি কহ কোথাও বেদে উপাসনা কহেন, কিন্তু তাহার ফল কহেন নাই ; অতএব সেই উপাসনা নিস্ফল হয় তাহার উত্তর এই :—

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্ বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥

দুই সমান উপাসনার একের ফল কহিয়াছেন, দ্বিতীয়ের ফল কহেন নাই ; তাহার ফল শাখান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবেক ; যেহেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই ; যেমন অগ্নিহোত্র বিধির ফল এক স্থানে কহেন, অন্য স্থানে কহেন নাই ; যে অগ্নিহোত্রে ফল কহেন নাই, তাহার ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেন ॥ ৬ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

বৃহদারণ্যে প্রাণকে কর্ত্তা কহিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা, প্রাণকে কর্ম্ম কহেন, অতএব প্রাণের উপাসনার অন্যথাত্ব অর্থাৎ দ্বিধা হইল ; এই

সন্দেহের সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন, যে উভয় শ্রুতিতে প্রাণকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন; অতএব বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই; তবে যেখানে প্রাণকে উদ্‌গীথ অর্থাৎ উদ্‌গানের কর্ম্ম করিয়া বেদে বর্ণন করেন, সেখানে লক্ষণা করিয়া উদ্‌গীথ শব্দের দ্বারা উদ্‌গীথ কর্ত্তা প্রতিপাদ্য হইবেক; যেহেতু প্রাণ বায়ু স্বরূপ, তিহোঁ অক্ষর স্বরূপ হইতে পারেন না॥ ৭॥

এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞের সমাধানকে হেলন করিয়া আপনি সমাধান করিতেছেন:—

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ॥ ৮॥

ছান্দোগ্যে কহেন উদ্‌গীথে উদ্‌গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণ উপাস্য হয়েন; আর বৃহদারণ্যে প্রাণকে উদ্‌গীথের কর্ত্তা কহিয়াছেন; অতএব প্রকরণ ভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়; যেমন উদ্‌গীথের সূর্য্যকে অধিষ্ঠাতা রূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্য শ্মশ্রুকে উদ্‌গীথের অধিষ্ঠাতা জানিয়া উপাস্য কহিয়াছেন। এখানে অধিষ্ঠানের সাম্য হইয়াও প্রকরণ ভেদের নিমিত্তে উপাসনা, পৃথক, পৃথক হয়॥ ৮॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি॥ ৯॥

যদি কহ দুই স্থানে প্রাণের সংজ্ঞা আছে অতএব উপাসনার ঐক্য কহিতে হইবেক; ইহার পূর্ব্বেই উত্তর দিয়াছি যে যদিও সংজ্ঞার ঐক্য ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যে আছে, তথাপি প্রকরণ ভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক॥ ৯॥

উদ্‌গীথে আর ওঁকারে পরস্পর অধ্যাস হইতে পারিবেক না; যেহেতু ওঁকারেতে উদ্‌গীথের স্বীকার করিলে আর উদ্‌গীথে ওঁকারের

অধ্যাস করিলে, প্রাণ উপাসনার দুই স্থান হইয়া এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ উপস্থিত হয়; আর এক প্রকরণে উপাসনায় ভেদ কোথাও দৃষ্ট নহে। যেমন শুক্তিতে কোন কারণের দ্বারা রূপার অধ্যাস হইয়া সেই কারণ গেলে পর রূপার অধ্যাস দূর হয়, সেই মত এখানে কহিতে পারিবে না; যেহেতু উদ্গীথ আর ওঁকারের অধ্যাসেতে কোন কারণান্তর নাই, যাহাতে এ অধ্যাস দূর হয়। উদ্গীথ আর ওঁকার এক অর্থকে কহেন এমত কহিতেও পারিবে না; যেহেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই; অতএব যে সিদ্ধান্ত করিলে তাহার অসিদ্ধ হইল; এ পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর পর সূত্রে দিতেছেন :—

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

অবয়বকে অবয়বী করিয়া স্বীকার করিতে হয় যেমন পটের এক দেশ দগ্ধ হইলে পট দাহ হইল এমত কহা যায়; এই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা উদ্গীথের অবয়ব যে ওঁকার তাহাতে উদ্গীথ কথন যুক্ত হয়; এমত কথন অসমঞ্জস নহে ॥ ১০ ॥

ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে প্রাণ তিহোঁ বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন; কিন্তু কৌষীতকিতে যেখানে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন, সেখানে প্রাণের ঐ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের কথন নাই; অতএব ছান্দোগ্য হইতে ঐ সকল প্রাণের গুণ কৌষীতকিতে সংগ্রহ হইতে পারে না, এমত কহিতে পারিবে না :—

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥

সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অভেদ নিমিত্ত, এই সকল শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ শাখান্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক ॥ ১১ ॥

নির্বিশেষ ব্রহ্মের, এক শাখাতে যে সকল গুণ কহিয়াছেন, তাহার শাখান্তরে সংগ্রহ হইবেক না, এমত নহে :—

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

প্রধান যে ব্রহ্ম তাহার আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক ; যেহেতু বেদ্য বস্তুর ঐক্যের দ্বারা বিদ্যার ঐক্যের স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥

বেদে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনে কহিয়াছেন "যে ব্রহ্মের প্রিয় সেই তাহার মস্তক" এই প্রিয়শির আদি করিয়া সকল ব্রহ্মের সগুণ বিশেষণ, শাখান্তরেতে সংগ্রহ হইবেক না ; যেহেতু মস্তকাদি সকল হ্রাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয়, সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদ বিশিষ্ট বস্তুতে দেখা যায়, কিন্তু অভেদ ব্রহ্মেতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়শির ভিন্ন সমুদায় নির্গুণ বিশেষণ, যেমন "জ্ঞান ঘন" ইত্যাদি সর্ব্ব শাখাতে সংগ্রহ হইবেক ; যেহেতু জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য সকল শাখাতে আছে বেদে কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব তাৎপর্য্য হয়, এমত নহে :—

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

সম্যক প্রকার ধ্যান নিমিত্ত এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য হয় ; কিন্তু বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য না হয় ; যেহেতু "আত্মা" ব্যতিরেকে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব কথনে বেদের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে "কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক", অতএব আত্মা শব্দ পুরুষকে কহেন, বিষয়াদিকে কহেন না ; অতএব আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন "আত্মা সকলের পূর্ব্বে ছিলেন" ; অতএব এ বেদের তাৎপর্য্য এই যে "আত্মা" শব্দের দ্বারা "হিরণ্যগর্ভ" প্রতিপাদ্য হয়েন, এমত নহে :—

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

এই স্থানে "আত্মা" শব্দ হইতে "পরমাত্মা" প্রতিপাদ্য হয়েন ; যেমন আর আর স্থানে, আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি হয় ; যেহেতু ঐ শ্রুতির উত্তরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে "আত্মা জগতের স্রষ্টা হয়েন" ; অতএব জগতের স্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি কহ, ঐ শ্রুতি যাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্ব্বে ছিলেন, এমত বর্ণন দেখিতেছি, তাহার আদ্য এবং অন্তে সৃষ্টির প্রকরণের অন্বয় আছে, আর সৃষ্টির প্রকরণ হিরণ্যগর্ভের ধর্ম্ম হয়, অতএব "আত্মা" শব্দ হইতে "হিরণ্যগর্ভ" প্রতিপাদ্য হইবেন, তাহার উত্তর এই :—এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন, যেহেতু পর শ্রুতি কহিতেছেন যে "ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু ছিল না" তবে "হিরণ্যগর্ভ" সৃষ্টির দ্বারমাত্র। ব্রহ্মই, বস্তুত, সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন ॥ ১৮ ॥

প্রাণ বিদ্যার অঙ্গ আচমন হয়, এমত নহে :—

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

ঐ প্রাণ বিদ্যাতে, প্রাণ ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করিলেন যে "আমার বাস কি হয় ?" তাহাতে ইন্দ্রিয়েরা উত্তর দিলেন যে "জল প্রাণের বাস হয়।" এই নিমিত্তে প্রাণের আচ্ছাদক জল হয় ; এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণ বিদ্যাতে অপূর্ব্ববিধি হয়, আচমন অপূর্ব্ব বিধি না হয় ; যেহেতু আচমন বিধির কথন সকল কার্য্যে আছে; এ হেতু এখানেও প্রাণ বিদ্যার পূর্ব্বে আচমন বিধি হয় ॥ ১৯ ॥

বাজসনেয়িদের শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে কহিয়াছেন যে "মনোময় আত্মার উপাসনা করিবেক" পুনরায় সেই বিদ্যাতে কহিয়াছেন "যে এই মনোময় পুরুষ উপাস্য হয়েন ;" অতএব পুনর্ব্বার কথনের দ্বারা, দুই উপাসনা প্রতীতি হয় এমত নহে :—

সমানএবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥

সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে বিদ্যা ঐক্য, পূর্ব্ববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক ; যেহেতু "মনোময়" ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অভেদ জ্ঞান হয়। পুনর্ব্বার কথন কেবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হয় ॥ ২০ ॥

প্রথম সূত্রে আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন :—

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১ ॥

অন্যত্র অর্থাৎ "সূর্য্য বিদ্যা" আর চাক্ষুষ পুরুষ বিদ্যা" পূর্ব্ববৎ ঐক্য হউক, আর পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হউক, যেহেতু অহর অর্থাৎ সূর্য্য

আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষ, এই দুয়ের উপনিষৎ স্বরূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে, এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ২১ ॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

"সূর্য্য" আর "চাক্ষুষ পুরুষের" বিদ্যার ঐক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না, যেহেতু উভয়ের স্থানের ভেদ আছে; তাহার কারণ এই অহর নাম পুরুষের স্থান সূর্য্য মণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয় ॥ ২২ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ২৩ ॥

ছান্দোগ্যে কহিতেছেন "যে সূর্য্যের রূপ হয় সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয়"; অতএব এই সাদৃশ্য কথন উভয়ের ভেদকে দেখায়, যেহেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে না ॥ ২৩ ॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥

বেদে কহিয়াছেন "ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি হইয়া, এই সকল ব্রহ্মবীর্য্য ব্রহ্ম হইতে পুষ্ট হইতেছেন, আর ব্রহ্ম আকাশের ব্যাপ্ত হয়েন" "এই সংভৃতি," আর "দ্যুব্যাপ্তি" শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইতে পারিবেক না, যেহেতু শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান কহিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে স্থান কহিলেন; অতএব স্থান ভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয় ॥ ২৪ ॥

পৈঙ্গিরা কহেন যে পুরুষ রূপ যজ্ঞ তাহার আয়ু তিন কাল হয়; তৈত্তিরীয়েতে কহেন যে বিদ্বান পুরুষ যজ্ঞ স্বরূপ হয়; আত্মা যজমান,

এবং তাহার শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, আর তাহার শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ হয়। এই দুই শ্রুতিতে মরণ গুণের সাম্যের দ্বারা অভেদ হউক এমত নহে :—

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

পৈঙ্গি পুরুষবিদ্যাতে যেমন গুণান্তরের কথন আছে, সেই রূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণান্তরের কথন নাই ; অতএব দুই শ্রুতিতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবেক ; একগুণের সাম্যের দ্বারা দুই বস্তুতে অভেদ হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্ম বিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহিয়াছেন যে "শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিবেক" ; অতএব এ "মারণ শ্রুতি" ব্রহ্ম বিদ্যার একাংশ হয় এমত নহে :—

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

"শত্রুর অঙ্গ ছেদন করিবেক" এই হিংসাত্মক শ্রুতি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে ; অতএব এই রূপ "মারণ শ্রুতি" আত্মবিদ্যার একাংশ রূপ নয় ॥ ২৬ ॥

যদি কহ বেদে কহিতেছেন "যে জ্ঞানবান সে পুণ্য আর পাপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জন হয়" আর সেই স্থলেতে কহেন যে সাধু সকল সাধু কর্ম্ম করেন আর দুষ্টেরা পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন ; অতএব পরশ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ পূর্ব্বের শ্রুতির সহিত হইবেক না ; যেহেতু পুণ্য পাপ উভয় রহিত যে জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার সাধু কর্ম্মের অপেক্ষা আর থাকে না ; তাহার উত্তর এই :—

হানৌ তূপায়ন শব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তত্যুপ-
গানবত্তদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্ম্মের বিধির সংগ্রহ হইবেক ; যেহেতু পরশ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ হয় ; যেমন কুশকে এক শ্রুতিতে বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন, অন্য শ্রুতিতে উড়ুম্বর সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন, অতএব পর শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ হইয়া, তাৎপর্য্য এই হইবেক যে উড়ুম্বর বৃক্ষের কুশের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক, সামান্য বৃক্ষ তাৎপর্য্য না হয় ; আর যেমন "ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক" এক স্থানে বেদে কহেন ; অন্যত্র কহেন "দেব ছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক" অতএব, । দেব ছন্দের সংগ্রহ পূর্ব্ব শ্রুতিতে হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক যে অসুর ছন্দ আর দেব ছন্দ, ইহার মধ্যে, দেব ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক, অসুর ছন্দে করিবেক না ; আর যেমন বেদে এক স্থানে কহেন যে "পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র পড়িবেক" ইহাতে কালের নিয়ম নাই, পর শ্রুতিতে কহিয়াছেন "সূর্য্যোদয়ে পাত্র বিশেষের স্তোত্র পড়িবেক" এই পর শ্রুতির কালনিয়ম পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ করিতে হইবেক ; আর যেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন যে "যাজক বেদ গান করিবেক" পরে কহিয়াছেন "যজুর্ব্বেদিরা গান করিবেক না" অতএব, পর শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ হইবেক যে যজুর্ব্বেদি ভিন্ন যাজকেরা গান করিবেক। জৈমিনিও এই রূপ বাক্য শেষ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন :—

জৈমিনি সূত্র :—অপিতু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ।

বেদে কহিয়াছেন "আশ্রাবয়। অস্তু শ্রৌষট। যজয়ে। যজামহে। বষট।" এই পাঁচ সকল যজ্ঞে আবশ্যক হয়" আর অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন;

যে অনুযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পাঠ করিবেক না, অতএব পর শ্রুতি পূর্ব্ব শ্রুতির এক দেশ হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতির অর্থ পর শ্রুতির অপেক্ষা করে; এই মতে দুই শ্রুতির অর্থ এই হইবেক যে অনুযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হইবেক; যদি পূর্ব্বে শ্রুতি পর শ্রুতির অপেক্ষা না করে তবে বিকল্প দোষের প্রসঙ্গ অনুযাজ যজ্ঞে হইবেক; অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতির বিধির দ্বারা আশ্রাবয় আদি পঞ্চ বিধি যেমন সকল যাগে আবশ্যক হয় সেই রূপ অনুযাজেতেও আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবেক এবং পর শ্রুতির নিষেধ শ্রবণের দ্বারা আশ্রবয়াদি পঞ্চ বিধি অনুযাজেতে কর্ত্তব্য নহে, এমত বিকল্প স্বীকার করা ন্যায়যুক্ত হয় না; অতএব তাৎপর্য্য এই হইল যে এক শ্রুতির এক দেশ অপর শ্রুতি হয় ॥ ২৭ ॥

পর্য্যঙ্ক বিদ্যাতে কহিতেছেন যে বিরজা নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয়; অতএব বিরজা পার হইলে পর কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এমত নহে :—

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৮ ॥ *

বিদ্যা কালে তরণের হেতু, যে কর্ম্ম ক্ষয়, তাহা জ্ঞানীর হয়, কিন্তু সেই কর্ম্ম ক্ষয়কে, এই শ্রুতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ তরণের উত্তরে,

---

* প্রচলিত ভাষ্য সমূহে এই সূত্রের ব্যাখ্যা অনুরূপ :—

শঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্ম :—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাত কালে, পাপ, পুণ্যের বিনাশ হয়, সুহৃদ্গণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুগণ তাহারা পাপ গ্রহণ করে, এইরূপ এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাতে বিচার্য্য এই যে শ্রুত্যুক্ত পুণ্যপাপ বিনাশ ও উপায়ন (অন্য কর্ত্তৃক গ্রহণ) সার্ব্বত্রিক কিনা? সিদ্ধান্ত—সার্ব্বত্রিক।

কহিয়াছেন ; যেহেতু কর্ম্ম থাকিলে পর দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে না, এই হেতু, তাহার (তরণের), কর্ম্ম থাকিতে অসম্ভব হয় ; এই রূপ তাণ্ডি আদি কহিয়াছেন যে অশ্বের ন্যায় লোম অর্থাৎ পাপ পুণ্যকে কাঁপাইয়া পশ্চাৎ তরণ করেন ॥ ২৮ ॥

যদি কহ জ্ঞান হইলে পরেও লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হইবেক তবে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিল না ; ইহার উত্তর এই :—

ছন্দতউভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞান হইলে ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যে কর্ম্ম করিবেক তাহা জ্ঞানের নিমিত্ত হইবেক না ; যেহেতু জ্ঞানের পর বন্ধন প্রতিবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২৯ ॥ *

সকল জ্ঞানীর তরণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমত নহে :—

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথাহি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

দেবযান গতির বিকল্পে যথার্থতা হয় অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায় ; যেহেতু দেবযান গতির বিকল্প অঙ্গীকার না করিলে, অন্য শ্রুতিতে বিরোধ হয় ; সে এই শ্রুতি :—"এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈত নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মকে পায়" ॥ ৩০ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩১ ॥

ঐ দেবযান গতি আর তাহার অভাব রূপার্থ শ্রুতিতে উপলব্ধি আছে। এই হেতু সগুণ:নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে দেবযান এবং তাহার অভাব

---

* এই সূত্রেরও ব্যখ্যা অন্যরূপ :—

যথা—যুক্তস্য যথা কামং বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তেরুভয়ো বিদ্যাকর্ম্মকরয়ো হেতুফলভাবো বিরুধ্যতে।

নিষ্পন্ন হয় ; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ যে ব্রহ্ম উপাসনা করে, তাহার দেবযান গতি নাই, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় ; তটস্থ লক্ষণে বিরাট ভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে যে উপাসনা করে, তাহার দেবযান গতি হয়। যেমন লোকেতে এক জন গঙ্গা হইতে দূরস্থ অথচ গঙ্গা স্নানের ইচ্ছা করিলেক, তাহার গতি বিনা গঙ্গা স্নান সিদ্ধ হইবেক না ; আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গঙ্গা স্নান ইচ্ছা করিলেক, গতি বিনা তাহার স্নান সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

অর্চ্চিরাদিমার্গ যে যে বিদ্যাতে কহিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক না, এমত নহে :—

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩২ ॥

সমুদায় সগুণবিদ্যার দেবযানের নিয়ম নাই ; (অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই ;) অতএব নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে না, যেহেতু বেদে কহিয়াছেন "যে ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানে আর উপাসনা করে, সে অর্চ্চিযানকে প্রাপ্ত হয়" এবং এই রূপ স্মৃতিতেও কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর ন্যায়, সকল জ্ঞানীর জন্মের সম্ভাবনা আছে, এমত নহে :—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩৩ ॥

দীর্ঘপ্রারব্ধকে অধিকার কহেন ; সেই দীর্ঘপ্রারব্ধে যাহাদের স্থিতি হয়, তাহাদিগে আধিকারিক কহি ; ঐ আধিকারিকদের যাবৎ দীর্ঘপ্রারব্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্মাদি হয় ; প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম, মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ॥ ৩৩ ॥

কঠবল্লীতে ব্রহ্মকে "অস্পর্শ" "অশব্দ" কহিয়াছেন; অন্য শাখাতে ব্রহ্মকে "অস্থূল" কহিয়াছেন; এই "অস্থূল" বিশেষণ কঠবল্লীতে সংগ্রহ হইবেক না এমত নহে :—

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শ্রুতি সকলের শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক; যেহেতু সে সকল শ্রুতির সমান অর্থ এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ বামদগ্ন্যের হবি বিশেষকে কহে, সেই হবির প্রদানের মন্ত্রকে ঔপসদ কহি, সেই সকল মন্ত্রকে শাখান্তর হইতে যেমন যজুর্ব্বেদে সংগ্রহ করা যায়। জৈমিনিও এই রূপ সংগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি সূত্র:—"গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ"। যেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রুতির বিরোধ হইবেক, সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হয়; যেহেতু মুখ্য সর্ব্বথা প্রধান হয়; যেমন বেদে কহেন যজুর্ব্বেদের বারবন্তীয় গান করিবেক; কিন্তু যজুর্ব্বেদে দীর্ঘ স্বরের অভাব নিমিত্ত এই শ্রুতি গৌণ হয়; বেদে অগ্নির স্থাপন করিবেক; আর অগ্নির স্থাপনে গান আবশ্যক; আর ঐ গানে দীর্ঘ স্বরের আবশ্যকতা, অতএব পর শ্রুতি মুখ্য হয়, এই নিমিত্ত সাম বেদীয় বারবন্তীয় অগ্নি স্থাপনে গান করিবেক ॥ ৩৪ ॥

দ্বাসুপর্ণা এই প্রকরণের শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে দুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন, পুনরায় কহিয়াছেন যে দুই পক্ষী এক বিষয় ফল ভোগ করেন, অতএব দুই পক্ষীর ভোগ এবং ভেদ বুঝা যায় এমত নহে :—

ইয়দামননাৎ ॥ ৩৫ ॥

উভয় শ্রুতিতে ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ কথন হয় ; পরমাত্মকে ভোক্তা করিয়া কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয়; অন্যথা, বস্তুত, এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব, হয়েন ; দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা, সাক্ষী মাত্র ॥ ৩৫ ॥

দ্বিতীয় সূত্রের 'ইতিচেৎ" পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া "উপদেশান্তরবৎ" এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন :—

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

যদি কহ জীব আর পরমাত্মার মধ্যে অন্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে ; যেহেতু নানা স্থানে ভেদ করিয়া বেদে কহিয়াছেন ; যেমন পঞ্চ ভূত জন্য দেহ সকল পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয় ॥ ৩৬ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ কথনের বৈফল্য হয়, তাহার উত্তর এই :—জীব আর পরমাত্মাতে ভেদ আছে এমন নহে, যেহেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় ভেদ কথন কেবল আদর নিমিত্ত হয় ; তাহার কারণ এই ভেদ করিয়া, অভেদ কহিলে অধিক আদর জন্মে ॥ ৩৭ ॥

যেখানে কহেন "যে পরমাত্মা সেই আমি" "যে আমি সেই পরমাত্মা" এইরূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় করিয়া কহিবার প্রয়োজন নাই ; যেহেতু জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে, পরমাত্মাকেও সুতরাং

জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয়; অতএব ঐ ব্যতিহার বাক্যের তাৎপর্য্য, কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয়, এমত নহে :—

ব্যতিহারোবিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৮ ॥

এই স্থানে, ঈশ্বরের অপর বিশেষণের ন্যায়, ব্যতিহারকে অঙ্গীকার করিতে হইবেক; যেহেতু জাবালেরা এই রূপ ব্যতিহারকে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন, যে "হে ঈশ্বর ! তুমি, আমি। আমি, তুমি", "যে আমি, সেই ঈশ্বর"। এবাক্যের ফল এই যে আমি সংসার হইতে নিবর্ত্ত আর "যে ঈশ্বর সেই আমি" ইহার প্রয়োজন এই যে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন। অতএব, ব্যতিহার অপ্রয়োজন নহে ॥ ৩৮ ॥

বৃহদারণ্যে পূর্ব্বেউক্ত "সত্যবিদ্যা" হইতে পরোক্ত, "সত্য বিদ্যা" ভিন্ন হয়, এমত নহে :—

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে পূর্ব্বোক্ত সত্যবিদ্যা সেই পরোক্ত সত্যবিদ্যাদি হয়; যেহেতু দুই বিদ্যাতে সত্য স্বরূপ পরমাত্মার অভেদ দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩৯ ॥

———

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়া, আর বৃহদারণ্যে তাঁহাকে জ্ঞেয় করিয়া কহিয়াছেন; অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশেষণ সকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক না, এমত নহে :—

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে "সত্যকামা"দি রূপে যাহা কহিয়াছেন, তাহার বৃহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক; আর বৃহদারণ্যে যে ব্রহ্মকে "সকল বশ

কর্ত্তা" আর "সকলের ঈশ্বর" কহিয়াছেন, তাহা ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করিতে হয়; যেহেতু ঐ দুই উপনিষদে "ব্রহ্মের স্থান হৃদয়ে" আর "ব্রহ্ম উপাস্ত হয়েন, "একই ব্রহ্ম সেতু হয়েন" এমন কথন আছে; যদি কহ "ছান্দোগ্যে কহিয়াছেন যে "হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্ত হয়েন" আর বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন "ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয় হয়েন;"অতএব সগুণ করিয়া এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিগুর্ণরূপে বর্ণন করেন; এই ভেদের নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না"। তাহার উত্তর :—এই ভেদ কথন, কেবল ব্রহ্মের স্তুতি নিমিত্ত; বস্তুত, ভেদ নাই ॥ ৪০ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই, অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক, এমত নহে :—

আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার প্রয়োজন নাই, তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা, আদর পূর্ব্বক উপাসনা করেন; এই হেতু উপাসনার লোপ হয় না ॥ ৪১ ॥

উপাসনা পূজাকে কহে.; সে পূজা দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে, এমত নহে :—

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যের উপস্থিতে দ্রব্য দিয়া উপাসনা করিবেক; যেহেতু কহিয়াছেন যে ভোজনের নিমিত্ত যাহা উপস্থিত হয়, তাহাতেই হোম করিবেক। দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রয়াস করিবেক না ॥ ৪২ ॥

বেদে কহিয়াছেন "বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করিবেক" অতএব কর্ম্মের অঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা হয়, এমত নহে :—

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্‌ ॥ ৪৩ ॥

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গ হইবার নিশ্চয়ের নিয়ম নাই ; যেহেতু বেদেতে কর্ম্ম হইতে বিদ্যার পৃথক্‌, উৎকৃষ্ট ফল কহিয়াছেন ; আর বেদেতে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয়, উভয়ে কর্ম্ম করিবেক ; এখানে ব্রহ্মবিদ্যা বিনা কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা নাই ; যদি ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইত, তবে বিদ্যা বিনা কর্ম্মের সম্ভাবনা হইত না ॥ ৪৩ ॥

সংবর্গ বিদ্যাতে বায়ুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন, আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; অতএব বায়ু আর প্রাণের অভেদ হউক, এমত নহে :—

প্রদানবদেব তদুক্তম্‌ ॥ ৪৪ ॥

এক স্থানে বেদে কহেন "ইন্দ্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দিবেক" ; অন্যত্র কহেন "ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোড়াশ দিবেক" ; এই দুই স্থলে যদ্যপিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হয়েন, তত্রাপি প্রয়োগের ভেদ দৃষ্টিতে ভেদ আর দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ স্বীকার করা যায় ; সেই রূপ বায়ু আর প্রাণের গুণের ভেদ দ্বারা প্রয়োগ ভেদ মানিতে হইবেক ; জৈমিনিও এইমত কহেন :—

জৈমিনি সূত্র :—নানাদেবতা পৃথগ্‌জ্ঞানাৎ।

যদ্যপি বস্তুত দেবতা এক, তথাপি প্রয়োগ ভেদের দ্বারা, পৃথক পৃথক জ্ঞান করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥

বেদেতে মনকে অধিকার করিয়া কহিতেছেন, যে ছত্রীশ হাজার দিন মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ; এই ছত্রীশহাজার দিনেতে মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন; এশ্রুতি কর্ম্ম প্রকরণেতে দেখিতেছি, অতএব এই সঙ্কল্প রূপ অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয়, এমন নহে :—

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

বেদে ঐ প্রকরণে কহিয়াছেন যে "যাবৎ লোকে মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে, সেই সঙ্কল্প রূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে"; আর কহিয়াছেন "সর্ব্বদা সকল লোকে সেই মনের সঙ্কল্প রূপ অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে"; এই সকল শ্রুতিতে কর্ম্মাঙ্গ ভিন্ন যে সঙ্কল্প রূপ অগ্নি, তাহার বিষয়ে লিঙ্গ বাহুল্য আছে; অর্থাৎ সর্ব্বলোকের সর্ব্বকালে যাহা তাহা করা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। যেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে, অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ বলের বাধক হয়; এই রূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও কহিয়াছেন :—জৈমিনি সূত্র—শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ। শ্রুত্যাদির মধ্যে অনেকের যেখানে সংযোগ হয় সেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলবান, পর পর দুর্ব্বল; যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অপেক্ষা করিয়া, উত্তর উত্তর বিলম্বে অর্থকে বোধ করায় ॥ ৪৫ ॥

পরের দুই সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন :—

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৪৬ ॥

বেদে কহেন ইষ্টকা অর্থাৎ মন্ত্র বিশেষের দ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক. এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোবৃত্তি রূপ ক্রিয়াগ্নি পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিক অগ্নির বিকল্পেতে অঙ্গ হয়; যেমন, "দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসে সকল কার্য্য মানসে করিবেক" বিধি আছে; এই বিধি প্রযুক্ত মানস কার্য্য দ্বাদশাহ

যজ্ঞের অঙ্গ হয় ; সেই রূপ এখানেও মনোবৃত্তি অগ্নি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে ; পূর্ব্বোক্ত যে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ, সে, এই স্থলে, অর্থবাদ মাত্র ; বস্তুত, লিঙ্গ নহে ॥ ৪৬ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

বেদে কহেন, যেমন যজ্ঞাগ্নি, সেই রূপ মনোবৃত্তি, অগ্নি হয় ; এই অতি-দেশ অর্থাৎ সাদৃশ্য কথনের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি, কর্ম্মের অঙ্গ হয় ॥ ৪৭ ॥

পর সূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন :—

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

মনের বৃত্তি রূপ অগ্নি সকল, কর্ম্মাঙ্গ না হইয়া, পৃথক বিদ্যা হয় ; যেহেতু বেদে পৃথক বিদ্যা করিয়া নির্দ্ধারণ কহিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয়, এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন, যে "মনোবৃত্তি রূপ কেবল স্বতন্ত্র বিদ্যা হয়" আর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ বাহুল্য আছে এবং বাক্য অর্থাৎ বেদে কহিয়াছেন যে "মনোবৃত্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন" ; এই তিনের বলবত্তা দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি পৃথক বিদ্যা করিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই পৃথক বিদ্যা হওয়ার বাধক, কেবল প্রকরণ বল, হইতে পারিবেক না ॥ ৫০ ॥

প্রজ্ঞান্তরপৃথকত্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং ॥ ৫১ ॥

মনোবৃত্তি অগ্নিকে, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নি হইতে, পৃথক রূপে বেদেতে অনুবন্ধ অর্থাৎ কথন আছে ; আর যজ্ঞাগ্নি এবং মনোবৃত্তি অগ্নি, উভয়ের সাদৃশ্য বেদে দিয়াছেন ; অতএব মনের বৃত্তি স্বরূপ অগ্নি, যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র হয় ; ইহার

স্বতন্ত্র হওয়া স্বীকার না করিলে, বেদের অনুবন্ধ এবং সাদৃশ্ব কথন বৃথা হইয়া যায়। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" যেমন অন্ত বিদ্যা হইতে পৃথক হয়, সেই রূপ এখানে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আর এক প্রকরণে দুই বস্তু কথিত হইয়াও কোন স্থানে এক বস্তুর বিশেষ কারণের দ্বারা উৎকর্ষতা হয়, যেমন রাজসূয় যজ্ঞ আর আগ্নেয়েবেষ্ট যজ্ঞ যদ্যপিও এক প্রকরণে কথিত হইয়াছেন, তত্রাপি, আগ্নেয়েবেষ্ট ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিমিত্ত, রাজসূয় হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসীয় মানস ক্রিয়া যেমন যজ্ঞের অঙ্গ হয়, সেই সাম্যের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মাঙ্গ হয়. এমত আশঙ্কা যাহা করিয়াছ, তাহার উত্তর "শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাদি" সূত্রে গিয়াছে অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য, এ তিনের প্রমাণের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয়, কর্ম্মাঙ্গ না হয় ॥ ৫১ ॥

অদৃঢ় উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় কি না, এই সন্দেহেতে পর সূত্র কহিয়াছেন :—

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না ; যেহেতু সেই উপাসনা হইতে জ্ঞান কিম্বা ব্রহ্ম লোক দুয়ের এক প্রাপ্তি হয় না, এই রূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে ; যেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্ম ভেদ হয় না, অতএব মৃত্যুও হয় না ; কিন্তু, দৃঢ় আঘাত হইতে মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয় ; সেই রূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে, জ্ঞান জন্মিয়া, মুক্তি হয় ॥ ৫২ ॥

সকল উপাসনা তুল্য, এমত নহে :—

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৩ ॥

পরমেশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞানের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি, আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যানুকূল ব্যাপার, এই দুই, পরম মুখ্য উপাসনা হয় ;

যেহেতু শ্রুতি ব স্মৃতিও এই রূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

বেদে কহিতেছেন আত্মার উপকার নিমিত্ত অপর বস্তু প্রিয় হয়; অতএব আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কেহ নয়; তবে ঈশ্বরেতে আত্মা হইতে অধিক প্রীতি কি রূপে হইতে পারে? তাহার উত্তর এই :—

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতে, ঈশ্বর মুখ্য প্রিয়; অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তিহোঁ উপাস্য হয়েন; যেহেতু সর্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্ত করিয়া, পরম উপকারী রূপে, সর্ব্ব শরীরে অবস্থিতি করেন ॥ ৫৪ ॥

জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হয়েন; যেহেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, এমত কহিতে পারিবে না :—

ব্যতিরেকস্তু তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৫ ॥

পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে; যেহেতু জীবের সত্তার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয়; বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয়; আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হয়েন, কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন ॥ ৫৫ ॥

কোন শাখাতে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন, আর কোন শাখাতে উক্থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন, এই রূপ উপাসনা সেই সেই শাখাতে হইবেক, অন্য শাখাতে হইবেক না এমত নহে :—

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৬ ॥

অঙ্গাববদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা, প্রতি বেদের শাখা বিশেষে কেবল হইবেক না ; বরঞ্চ, এক শাখার উপাসনা অপর শাখাতে সংগ্রহ হইবেক ; উদ্গীথাদি শ্রুতির, শাখা বিশেষের দ্বারা, বিশেষ না হয় ॥ ৫৬ ॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥

যেমন পাষাণ খণ্ডনের মন্ত্র আর প্রয়াযাদের মন্ত্রের শাখান্তরে গ্রহণ হয়, সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত উক্‌থাদি শ্রুতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না হয় ॥ ৫৭ ॥

সত্তার এবং চৈতন্যের ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই ; অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক এমত নহে :—

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥ ৫৮ ॥

সকল গুণের প্রকাশের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তাঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয় ; যেমন সকল কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ মানা যায় ; এই রূপ বেদে দেখাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥

তবে নানা প্রকার উপাসনা কেন ? তাহার উত্তর এই :—

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৯ ॥

পৃথক্ পৃথক অধিকারীরা পৃথক উপাসনা করে ; যেহেতু শাস্ত্র নানা প্রকার আর আচার্য্য নানা প্রকার হয় ॥ ৫৯ ॥

নানা উপাসনা এক কালে এক জন করুক, এমত নহে :—

বিকল্পোবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

উপাসনার বিকল্প হয় অর্থাৎ এক উপাসনা করিবেক ; যেহেতু পৃথক পৃথক উপাসনার, পৃথক পৃথক বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ॥ ৬০ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬১ ॥

ক্যাম্যোপাসনা, এক কালে, অনেক করে কিম্বা না করে, তাহার বিশেষ কথন নাই ; যেহেতু কাম্য উপাসনার বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ, পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অকাম উপাসনার ন্যায় দেখা যায় না ॥ ৬১ ॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

সূর্য্যাদি যাবৎ বিরাট পুরুষের অঙ্গ হয়েন, তাহাতে অঙ্গের উদ্দেশ বিনা, স্বতন্ত্র রূপে সূর্য্যাদের, উপাসনা করিবেক না ॥ ৬২ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৩ ॥

শ্রুতি শাসনের দ্বারা, সূর্য্যাদি যাবৎ দেবতাকে, বিরাট পুরুষের চক্ষুরাদি রূপে জানিয়া, উপাসনা করিবেক ; পৃথক রূপে করিবেক না ॥৬৩॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৪ ॥

সমুদায় সূর্য্যাদি অঙ্গ উপাসনা করিলে, অঙ্গী যে বিরাট পুরুষ তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৬৪ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৫ ॥

গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার সর্ব্বত্র বেদে সাধারণ্যে শ্রবণ হইতেছে ; অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীর উপাসনা সিদ্ধ হয় ॥ ৬৫ ॥

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মের সহিত সূর্য্যাদের সত্তা থাকে না ; অতএব সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা না করিবেক, উভয়ের বিকল্প প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৬ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৬৭ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে এক ব্রহ্ম বিনা অপরের উপাসনা করিবেক না ; অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসনা করিবেক না ॥ ৬৭ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০॥

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদের মর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদে, ৬৭টী সূত্রে ৪১টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে:—

১ম—৫ম সূত্র—সকল বেদান্তে একই ব্রহ্মের উপাসনা নির্ণীত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ সূত্র—বিভিন্ন স্থানে উক্ত কোন এক উপসনার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, সেই উপাসনায়, পৃথক পৃথক স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

৭ম—৯ম সূত্র—আরণ্য ব্রাহ্মণে, যে প্রণালীতে প্রাণোপাসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই, অতএব উভয় বেদান্তের উপাসনা বিভিন্ন।

১০ম সূত্র—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" (ছান্দোগ্যের প্রথম মন্ত্রে) এই শ্রুতিতে "উদগীথ"—ওঙ্কারের বিশেষণরূপে উক্ত হইয়াছে।

১১শ সূত্র—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং কৌষীতকিতে উক্ত প্রাণোপসনায়, এক শাখায় অনুক্ত "বশিষ্ঠত্বাদি" গুণ, অন্য শাখা হইতে সংগৃহীত হইবে।

১২শ—১৪শ সূত্র—যে কিছু ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ, (আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞান ঘনত্ব, সর্ব্ব গতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব) সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে। কোন একস্থানে, কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও তাহা কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে।

১৫শ ১৬শসূত্র—কঠোপনিষৎ, তৃতীয়বল্লী—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা" ইত্যাদি মন্ত্রে, ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব কথন শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু, পরম পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব কথনই শ্রুতির একমাত্র উদ্দেশ্য—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"।

১৭শ সূত্র—১৮শ সূত্র—ঐতেরেয় শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রকরণে "আত্মা বা ইদমেক মেবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি স্থলে আত্মা শব্দে পরম আত্মাই উক্ত হইয়াছেন—হিরণ্যগর্ভ নহেন।

১৯শ সূত্র—ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যকে প্রাণ বিদ্যায়, জলের আচ্ছাদকত্ব ধ্যানই মুখ্যরূপে বিহিত হইয়াছে।

২০শ সূত্র—অগ্নিরহস্তে এবং বৃহদারণ্যকে, একই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

২১শ—২৩ সূত্র—সূর্য্যবিদ্যা আর চাক্ষুষপুরুষ বিদ্যা—ভিন্ন; অতএব উভয়বিধ ধর্ম্ম প্রত্যেক স্থলে ধ্যাতব্য নহে।

২৪শ সূত্র—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে "সম্ভৃতি" "দ্যুব্যাপ্তি" ব্রহ্ম গুণের উল্লেখ আছে, তাহা পৃথক বিদ্যা বলিয়া সর্ব্বত্র ধ্যাতব্য নহে।

২৫শ সূত্র—তাণ্ডি ও পৈঙ্গীদের "পুরুষ বিদ্যার" ধর্ম্ম তৈত্তরীয়দিগের "পুরুষ বিদ্যায়" সংগৃহীত হইবেক না।

২৬শ সূত্র—"সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম, রহস্য ভাগে পঠিত হইলেও উপাসনার অঙ্গ নহে।

২৭শ সূত্র—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাত কালে, পাপ ও পূণ্যের বিনাশ হয়; সুহৃদগণ তাঁহার পূণ্য গ্রহণ করে; শত্রুগণ তাহার পাপ গ্রহণ করে।

২৮শ—২৯শ সূত্র—দেহপাত সময়েই জ্ঞানীর পূণ্যপাপ বিধুনিত হয়।

৩০শ—৩১শ সূত্র—ব্রহ্মজ্ঞানীর দেবযান গতি বিকল্পে হয়—অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া ব্রহ্মগ্রস্ত হয়, কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায়।

৩২শ সূত্র—শ্রুত্যুক্ত দেবযান গতি সগুণ ব্রহ্মোপাসক সাধারণে অনুক্রান্ত হইয়া থাকে।

৩৩শ সূত্র—প্রারব্ধফলকর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত রাখে; শরীর পাত হইলে তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বাধিকার বর্জ্জিত অদ্বয় মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।

৩৪শ সূত্র—"অক্ষর—পরব্রহ্ম"—তৎসম্বন্ধীয় নিষেধ বুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বত্র উপসংহার্য্য।

৩৫শ সূত্র—"দ্বা সুপর্ণা" এবং "ঋতং পিবন্তৌ" কঠোপনিষদের এই দুই মন্ত্রে একই বস্তু দ্বিত্বপরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং তাহাতে বিদ্যার একত্ব নিশ্চিত হয়।

৩৬শ—৩৭শ সূত্র—বৃহদারণ্যকে, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণে উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য ও কহোল—যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে উভয়স্থলেই একমাত্র পরমাত্মার সর্ব্বান্তরত্ব কথিত হইয়াছে।

৩৮শ সূত্র—"যে আমি সে-ই ইনি" (ঐতরেয় শ্রুতি) "তুমিই আমি, অথবা আমিই তুমি," (জাবালশ্রুতি) ইত্যাদি ব্যতিহার ধ্যানার্থ উপদিষ্ট।

৩৯শ সূত্র—"সত্যবিদ্যার" একত্ব প্রতিপাদন।

৪০শ সূত্র—ছান্দোগ্যে (৮ অধ্যায় প্রথম খণ্ডে) "দহর আকাশ" শ্রুতিতে উক্ত "সত্যকামত্ব" "সত্যসংকল্পত্ব" আদি গুণ বৃহদারণ্যকে (৬।৪।২২) "হৃদয় আকাশ" শ্রুতিতে উক্ত সর্ব্ব বশিত্বাদি গুণের সহিত সংযোজিত হইবে।

৪১শ—৪২শ সূত্র—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও উপাসনা করেন।

৪৩শ—সূত্র—ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে।

৪৪শ সূত্র—বায়ু ও প্রাণোপাসনার প্রয়োগ ভেদ।

৪৫শ সূত্র—৫১শ সূত্র মনোবৃত্তি অগ্নি, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক।

৫২শ সূত্র—অদৃঢ় উপাসনা দ্বারা মুক্তি হয় না।

৫৪শ সূত্র—পরমেশ্বর ও তাঁহার জনের সহিত প্রীতিই পরম মুখ্য উপাসনা।

৫৪শ ৫৫শ সূত্র—পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন এবং সর্ব্বদেহেই পরমাত্মার সত্বাতে জীবের সত্বা হয়; অতএব পরম প্রীতির সহিত পরমাত্মার উপাসনা কর্ত্তব্য।

৫৬শ-৫৭শ সূত্র—অঙ্গাশ্রিত উপাসনা এক শাখা হইতে অন্য শাখায় সংগৃহীত হইবেক।

৫৮শ সূত্র—পৃথক ২ প্রতীকে ব্যস্ত উপাসনা অপেক্ষা ভূমা পরমাত্মার সমস্ত উপাসনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

৫৯শ সূত্র—উপাস্য এক হইলেও উপাসনা নানাপ্রকার।

৬০শ সূত্র—অহং গ্রহ উপাসনায়, এক কালে একজন, ভিন্ন ২ উপাসনা না করিয়া, এক উপাসনা করিবে।

৬১শ সূত্র—কাম্যোপাসনা গুলি সমুচ্চয়ে বা বিকল্পে বিহিত হয়।

৬২শ-৬৩শ সূত্র—প্রতীক উপাসনা বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপেই বিহিত; স্বতন্ত্ররূপে উপদিষ্ট হয় নাই।

৬৪শ-৬৫শ সূত্র—সমস্ত অঙ্গের উপাসনার সমাহারেই অঙ্গী বিরাট পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

৬৬শ সূত্র—সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা বিকল্পে সিদ্ধ।

৬৭শ সূত্র—এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপরের উপাসনা করিবেক না।

———

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

আত্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়েন, অতএব আত্ম বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ফল প্রাপ্তি না হয়, এমত নহে :—

পুরুষার্থোঽতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥১॥

আত্ম বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, বেদে কহিয়াছেন, ব্যাসের এই মত ॥১॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥২॥

প্রযাজাদি যজ্ঞের স্তুতিতে লিখিয়াছেন যে "যাজক অপাপ হয়", এই অর্থবাদ মাত্র ; সেইরূপ, "আত্ম জ্ঞানীর পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়", এই শ্রুতিতে অর্থবাদ জানিবে ; অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ না হয়, যেহেতু জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্মের শেষ হয়, স্বতন্ত্র ফল দেন না, জৈমিনীর এই মত ॥২॥

আচারদর্শনাৎ ॥৩॥

বেদে কহিয়াছেন যে জনক বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন ; অতএব, জ্ঞানীদের কর্ম্মাচার দেখিয়া, উপলব্ধি হইতেছে যে আত্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হয় ॥৩॥

তৎশ্রুতেঃ ॥৪॥

বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম্মকে আত্মবিদ্যার দ্বারা করিবেক, সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হইবেক ; অতএব আত্ম বিদ্যা কর্ম্মের শেষ, এমত শ্রবণ হইতেছে ॥৪॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৫॥

বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম্ম আর আত্মবিদ্যা, পর লোকে পুরুষের সমন্বারম্ভণ করে অর্থাৎ সঙ্গে যায়; অতএব আত্ম বিদ্যা পৃথক ফল না হয় ॥৫॥

তদ্বতোবিধানাৎ ॥৬॥

বেদাধ্যয়ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম বিধান হয়, এমত বেদে কহিয়াছেন; অতএব আত্ম বিদ্যা স্বতন্ত্র নয় ॥৬॥

নিয়মাচ্চ ॥৭॥

বেদে শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যের নিয়ম করিয়াছেন, অতএব আত্ম-বিদ্যা কর্ম্মের অন্তর্গত হইবেক ॥৭॥

এই সকল সূত্রে জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ; তাহার সিদ্ধান্ত, পর, পর সূত্রে করিতেছেন :—

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৮॥

বেদেতে কর্ম্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন, এমত দেখিতেছি; অতএব জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়; এই হেতু বাদরায়ণের মত যে আত্ম বিদ্যা হইতে পুরুষার্থকে পায়, সেমত সপ্রমাণ হয় ॥৮॥

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥৯॥

জনকের যেমত জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইয়ের দর্শন আছে, সেই মত অনেক জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগেরো দর্শন আছে; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করেন না ॥৯॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥১০॥

জ্ঞানসহিত যে কর্ম্ম, সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হয়, এই শ্রুতির অধিকার সর্ব্বত্র নহে ; কেবল উদ্‌গীথে যে কর্ম্ম সকল বিহিত, তৎপর এ শ্রুতি হয় ॥১০॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥১১॥

যেমন একশত মুদ্রা দুই ব্যক্তিকে দিতে কহিলে, প্রত্যেককে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ দিতে হয়, সেই রূপ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে "পুরুষের সঙ্গে পরলোকে কর্ম্ম এবং আত্ম বিদ্যা যায়" ; তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন পুরুষের সহিত পরলোকে কর্ম্ম যায়, কাহার সহিত আত্ম বিদ্যা যায়, এই রূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ॥১১॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥১২॥

যেখানে বেদে কহিয়াছেন যে বেদাধ্যয়ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্ম করিবেক, সেখানে তাৎপর্য্য জ্ঞানী না হয় ; বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই যে অর্থ না জানিয়া, বেদাধ্যয়ন যাহারা করে, এমত পুরুষের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় ॥১২॥

নাবিশেষাৎ ॥১৩॥

যেখানে বেদে কহেন শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক, সেখানে জ্ঞানী কিম্বা অন্য এরূপ বিশেষ নাই, অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানী পর হয় ॥১৩॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥১৪॥

অথবা জ্ঞানীর স্তুতির নিমিত্তে এরূপ বেদে কহিয়াছেন, যে জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াও শতবর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক ; তত্রাপি, কদাচিৎ কর্ম্ম, সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ॥১৪॥

কামকারেণ চৈকে ॥১৫॥

বেদে কহেন যে কোন, কোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া, গার্হস্থ্য কর্ম্ম আপন, আপন ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন; অতএব, আত্ম বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ না হয় ॥১৫॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥১৬॥

বেদে কহিতেছেন যে যখন জ্ঞানীর সর্ব্বত্র আত্ম জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন কোন নিমিত্তে কর্ম্মাদিকে দেখেন না; অতএব জ্ঞান হইলে পর কর্ম্মের উপমর্দ্দ অর্থাৎ অভাব হয় ॥১৬॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥১৭॥

বেদে কহেন যে "এ জ্ঞান ঊর্দ্ধরেতাকে কহিবেক"; অতএব ঊর্দ্ধরেতা, যাঁহার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই, তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ॥১৭॥

বেদে কহেন ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ অর্থাৎ তিন আশ্রয় হয়:—গার্হস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ; এই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত কর্ম্মসন্ন্যাসের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চ্চাপবদতি হি ॥১৮॥

বেদেতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসের কথন কেবল অনুবাদ মাত্র; জৈমিনি কহিয়াছেন যেমন সমুদ্র তটস্থ ব্যক্তি কহে যে জল হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, সেই রূপ অলসের কর্ম্ম ত্যাগ দেখিয়া, সন্ন্যাসের অনুকথন আছে, অতএব সন্ন্যাসের বিধি নাই; আর বেদেতে কহিয়াছেন যে "যে কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে দেবতা হত্যা করে"; অতএব বেদে

সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে। যদি কহ, বেদে কহিতেছেন যে "ব্রহ্মচর্য্য পরেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করিবেক"; অতএব সন্ন্যাস করণের বিধি ইহার দ্বারা প্রাওয়া যাইতেছে, তাহার উত্তর এই :—এ বিধি অপূর্ব্ব বিধি নহে, কেবল অলস ব্যক্তির জন্যে এমত কথন আছে; অথবা স্তুতিপর এ শ্রুতি হয় ॥১৮॥

পূর্ব্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে,* ব্যাস কহিয়াছেন; যেহেতু দেবতাধিকারের ন্যায়, সন্ন্যাস বিধির যে শ্রুতি, সে স্তুতিপর বাক্য হইয়াও, ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যে চারি আশ্রম, তাহার সমতার নিয়ম করেন; অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কর্ত্তব্যতা হয় শ্রুতিতে কহেন।

* দেবতাধিকারের তাৎপর্য্য এই যে বেদে কহিয়াছেন দেবতার মধ্যে যাহারা ব্রহ্ম সাধন করেন তিহোঁ ব্রহ্মকে পায়েন; এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতিপর হয়, তত্রাপি, এই স্তুতির দ্বারা, দেবতার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পাওয়া যায়। যদি কহ অগ্নিহোত্রত্যাগী দেবতাহত্যাজন্য পাপ ভাগী হয়, তাহার উত্তর এই যে সে শ্রুতি অজ্ঞানপর হয় ॥১৯॥

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥২০॥

গৃহস্থাদি ধর্ম্ম ধারণে, যেমন বেদে স্তুতি পূর্ব্বক বিধি আছে, সেই রূপ সন্ন্যাসেরো স্তুতি পূর্ব্বক বিধি আছে, অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই।

আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রহ্ম নিষ্ঠা দুর্ল্লভ হয়, এই "বা" শব্দের অর্থ জানিবে ॥২০॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥২১॥

বেদে কহেন "এ উদ্‌গীথ সকল রসের উত্তম হয়" ; অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্‌গীথের স্তুতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে ; যেমন স্রুবকে বেদে আদিত্য রূপে স্তুতি পূর্ব্বক কহিয়াছেন ; সেইরূপ উদ্‌গীথের গ্রহণ এখানে তাৎপর্য্য হয়, এমত নহে ; যেহেতু প্রমাণান্তর হইতে উদ্‌গীথের উপাসনার বিধি নাই, অতএব, এ অপূর্ব্ব বিধিকে স্তুতিপর কথন যুক্ত হয় না। (অপূর্ব্ব বিধি তাহাকে বলি, যে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করে, যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবেক, অশ্বমেধ করা পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না, এই বিধিতে অশ্বমেধের কর্ত্তব্যতা পাওয়া গেল) ॥২১॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

"উদ্‌গীথ উপাসনা করিবেক" এই ভাব অর্থাৎ উপাসনা, তাহার বিধায়ক যে বেদ, সেই বেদের দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত যে উদ্‌গীথ তাহার উপাসনা এবং রসতমত্বের বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়া যাইতেছে ; অতএব কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের অনাশ্রিত যে ব্রহ্ম বিদ্যা, তাহার অনুষ্ঠান, জ্ঞানীর কর্ত্তব্য ; এ সুতরাং যুক্ত হয় ॥২২॥

পারিপ্লবার্থাইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

পারিপ্লব সেই বাক্য হয়, যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বলা যায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীর সম্বাদ, যাহা বেদে লিখিয়াছেন, সে সম্বাদ পারিপ্লব মাত্র, (অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যার এক দেশ না হয়), এমত নহে ; যেহেতু "মনুর্বৈবস্বতো রাজা" এই আরম্ভ করিয়া "পারিপ্লব মাচক্ষীত" এই পর্য্যন্ত পারিপ্লব প্রসিদ্ধ হয়, এমত বিশেষ কথন আছে ॥২৩॥

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

যদি ঐ আখ্যায়িকা পারিপ্লবের তুল্য না হইল, তবে, সুতরাং, নিকটবর্ত্তী আত্মবিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবেক ; অতএব আখ্যায়িকা আত্মবিদ্যার এক দেশ হয় ॥ ২৪ ॥

অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্ম বিদ্যার ফলশ্রুতি আছে ; অতএব ব্রহ্ম বিদ্যা কর্ম্মের সাপেক্ষ হয়, এমত নহে ॥

আত্ম বিদ্যা হইতে পৃথক পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ; এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধনের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না ; কর্ম্মের ফল জ্ঞানের ইচ্ছা হয়, মুক্তি কর্ম্মের ফল নহে ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানের পূর্ব্বেও কর্ম্মাপেক্ষা নাই, এমত নহে :—

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ।।২৬।।

জ্ঞানের পূর্ব্বে, চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত, সর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে ; যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন ; যেমন গৃহ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে, সেই রূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত, কর্ম্মের অপেক্ষা জানিবে ॥ ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥২৭॥

জ্ঞানের অন্তরঙ্গ শম, দমাদের বিধান বেদেতে আছে ; অতএব শম, দমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য ; এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শম ।

দমাদি বিশিষ্ট থাকিবেক। শম—মনের নিগ্রহ। দম—বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা—অপকারির প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা। উপরতি—বিষয় হইতে নিবৃত্তি। শ্রদ্ধা-শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি—চিত্তের একাগ্র হওয়া। বিবেক—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য—বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুমুক্ষা—মুক্তি সাধনের ইচ্ছা॥ ২৭ ॥

বেদে কহিয়াছেন "ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু থাইবেক"; ইহার অভিপ্রায় সর্ব্বদা সকল খাদ্যাখাদ্য থাইবেক, এমত নহে:—

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যযে তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥

সর্ব্ব প্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ আপৎ কালে আছে; যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষে হস্তিপালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন; অতএব প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখিতেছি॥ ২৮॥

অবাধাচ্চ॥ ২৯॥

জ্ঞান হইলে, সদাচার করিলে জ্ঞানের বাধা জন্মে না; অতএব সদাচার জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য নয়॥ ২৯॥

অপি চ স্মর্য্যতে॥ ৩০॥

স্মৃতিতেও আপৎ কালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে পাপ নাই, আর সদাচার কর্ত্তব্য হয়, এমত কহিতেছেন॥ ৩০॥

শব্দশ্চাস্যাকামকারে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা করিবেক না, এমত শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩২ ॥

বেদে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মের, জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে ; অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিবেক ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

সৎ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারি হয়, এই হেতু সৎকর্ম্ম কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

কাশীতে মহাদেব তারক মন্ত্র প্রাণীকে উপদেশ করেন, এমত বেদে কহেন ; অতএব কাশীবাস বিনা অপর শুভ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, এমত নহে :—

সর্ব্বথাঽপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে, তথাপি শুভ নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল মুক্ত হয়েন, অশুভনিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন, ইহার উভয়ের নিদর্শন বেদে আছে। যেমন বিরোচন আর ইন্দ্রকে, ব্রহ্মা আত্ম জ্ঞান কহিলেন ; বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না, ইন্দ্র শুভ কর্ম্মাধীন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

স্বভাবের অনভিভব অর্থাৎ আদর বেদে দেখাইতেছেন ; অতএব শুভ স্বভাব বিশিষ্ট হইবেক ॥ ৩৫ ॥

বর্ণাশ্রম বিহিত ক্রিয়ারহিত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই, এমত নহে :—

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে ; রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, এমত নিদর্শন বেদে আছে ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে, এমত নিদর্শন আছে ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বরের উদ্দেশে যে আশ্রম ত্যাগ করে, তাহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয়, সে ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকার সুতরাং জন্মে ॥ ৩৮ ॥

তবে আশ্রম বিফল হয় এমত নহে :—

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অনাশ্রমী হইতে ইতর অর্থাৎ আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয়, যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র ব্রহ্ম বিদ্যা প্রাপ্তি হয়, বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

উত্তম আশ্রম ভ্রষ্ট কর্ম্ম করিলে পর, নীচাশ্রমে তাহার পতন হয়, যেমন সন্ন্যাসী নিন্দিত কর্ম্ম করিলে বানপ্রস্থ হইবেক, এমত নহে :—

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবোজৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৪০॥

উত্তমাশ্রমী হইয়া পুনরায় নীচাশ্রম করিতে পারে না ; জৈমিনিরো এই মত হয় ; যেহেতু নিয়ম ভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব আশ্রমের অভাব দ্বারা সকল ধর্ম্মের অভাব হয় ॥ ৪০ ॥

পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

আপন আপন অধিকার প্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তকে আধিকারিক কহি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি যদি পতিতঃহয়, তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই; যেহেতু স্মৃতিতে কহিয়াছেন যে নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম হইতে যে ব্যক্তি পতিত হয়, তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ৪১ ॥

এখন পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥

গুরুদারা গমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্ঠিকাদের উপপাপে গণিত হয়; তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে এমত কেহো কহিয়াছেন; যেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার করেন, সেই রূপ অতি পাতক বিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিতে কহেন; তবে পূর্ব্ব স্মৃতি যাহাতে লিখিয়াছেন যে নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই, তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে সঙ্কুচিত থাকে ॥ ৪২ ॥

প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার সঙ্কুচিত না হয়, এমত নহে :—

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

ঊর্দ্ধরেতা জ্ঞানী হইয়া যে ভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক, উভয় প্রকারেই লোকে সঙ্কুচিত হইবেক যেহেতু স্মৃতিতে তাহার নিন্দা লিখিয়াছেন; এবং শিষ্টাচারেও সে নিন্দিত হয় ॥ ৪৩ ॥

পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

স্বামিনঃফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গোপাসনা কেবল যজমান করিবেক, ঋত্বিকের অর্থাৎ পুরোহিতের

অধিকার তাহাতে নাই ; যেহেতু বেদে লিখিয়াছেন "যে উপাসনা করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক।" এ আত্রেয়ের মত হয় ॥ ৪৪ ॥

পর সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকে করিবেক, ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন ; যেহেতু ক্রিয়াজন্য ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে নিযুক্ত করে ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

বেদেও কহিতেছেন যে আপনি ফল পাইবার নিমিত্ত যজমান ঋত্বিককে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ॥ ৪৬ ॥

——

আর আত্মাকে দেখিবেক, শ্রবণ এবং মনন করিবেক, এবং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক ; অতএব এই চারি পৃথক পৃথক বিধি হয়, এমত নহে :—

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতোবিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন, ধ্যানের ইচ্ছা, এতিন ব্রহ্ম দর্শনের সহকারি অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্ম দর্শন বিধির অন্তঃপাতী হয় ; অতএব জ্ঞানীর শ্রবণ মননাদি কর্ত্তব্য হয়। তৃতীয় অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ভেদ জ্ঞান থাকে, তাবৎ কর্ত্তব্য ; যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতী বিধি অগ্ন্যাধান বিধি হয়, সেই রূপ ব্রহ্ম দর্শনের অন্তঃপাতী শ্রবণাদি হয় ; যেহেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়েন না ॥ ৪৭ ॥

——

বেদে কহেন কুটুম্ব বিশিষ্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধ্যয়ন করিবেক, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই ; অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতি এবিধি হয়, এমত নহে :—

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

কৃৎস্নে অর্থাৎ সকল কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক ; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা এবং উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ হয়েন ; অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন এবং স্মৃতিতেও এই বিধি আছে ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবল দুই আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আর গার্হস্থ্য প্রাপ্তি হয়, এমত সন্দেহ দূর করিতেছেন :—

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের বেদে উপদেশ আছে ; অতএব আশ্রম চারি হয় ॥ ৪৯ ॥

বেদে কহিয়াছেন :—"জ্ঞানী বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন" এখানে বাল্য শব্দে চপলতা তাৎপর্য্য হয়, এমত নহে :—

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া, অহঙ্কার রহিত হইয়া, জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, ঐ শ্রুতির এই অর্থ হয় ; যেহেতু পর শ্রুতিতে বাল্য আর পাণ্ডিত্যের একত্র কথন আছে, আর যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কার রহিত হয়েন ॥ ৫০ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম বিদ্যা শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্মকে জানে না, অতএব ব্রহ্ম বিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস করিলে, এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না এমত নহে :—

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

অভ্যাসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি ফল এ জন্মেই হয়; যেহেতু বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা ইহলোকেতে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, এমত বেদে দৃষ্ট আছে ॥ ৫১ ॥

সালোক্যাদি মুক্তি শ্রবণের দ্বারা বুঝাইতেছে যে মুক্তির উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতা আছে, এমত নহে :—

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি রূপ ফলের অধিক হওয়া কিম্বা ন্যূন হওয়ার কোন মতে নিয়ম নাই; অর্থাৎ জ্ঞানবান সকলের এক প্রকার মুক্তি হয়; যেহেতু বিশেষরহিত ব্রহ্মাবস্থাকে জ্ঞানী পায়েন; এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচক হয় ॥ ৫২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ। ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পাদে ৫২টী সূত্রে, ১৮টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে।

১ম—১৭শ সূত্র—কর্ম্মের বিনাসহায়তায়, কেবল মাত্র, বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে, পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়।

১৮শ—২০শ সূত্র—প্রব্রজ্যা আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞান ও তদাশ্রমবিহিত বলিয়া, কর্ম্মনিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র।

২১শ—২২শ সূত্র—"স এব রসানাং রসতম পরম পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ" (ছা ১ অধ্যায়) ইত্যাদি শ্রুতিতে উদগীথের উপাসনার বিধান হইয়াছে; ইহা কেবল উদগীথের স্তুতি বাক্য নহে।

২৩শ—২৪শ সূত্র বেদান্ত মধ্যে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, সে সকল যজ্ঞাঙ্গ পরিপ্লব প্রয়োজনে অভিহিত হয় নাই; প্রত্যুক্ত জ্ঞানের বোধ সৌকর্য্যার্থে, উক্ত হইয়াছে।

২৫শ সূত্র—আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর, ফলপ্রদানে (মোক্ষদানে) কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না।

২৬শ—২৭শ সূত্র—আত্ম জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য আশ্রমবিহিত কর্ম্ম এবং শমদমাদি সাধন সম্পত্তির প্রয়োজন।

২৮শ—৩১শ সূত্র—প্রাণোপসনার শ্রুতি (ছা ২খ ৫ম্ অ) যে বলিয়াছেন প্রাণোপাসকের সকলই অন্ন," ইহা কেবল প্রাণসঙ্কট-কালের জন্য। প্রাণোপাসকের ভক্ষাভক্ষ্য বিচার নাই, এই বাক্যের এই অভিপ্রায় নহে।

৩২শ—৩৫ সূত্র—অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল করিবেক; জ্ঞানের সহকারী বলিয়াই হউক, আর

আশ্রমবিহিত কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক।

৩৬শ—৩৯শ সূত্র—অনাশ্রমীর (বিধুর ও যৎপরোনাস্তি দরিদ্র) ও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে; তবে অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমে অবস্থান শ্রেষ্ঠ।

৪০শ সূত্র—চতুর্থাশ্রমপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় তাহা হইতে অবরোহণ হয়না।

৪১শ সূত্র—মহাপাতকভিন্ন, উপাপাতকে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

৪২শ—৪৩ সূত্র—ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব ভঙ্গ হইলে, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাদৃশ নৈষ্ঠিকগণ পরিত্যাজ্য।

৪৪শ—৪৬শ সূত্র—কর্ম্মাঙ্গ উপাসনার ফল যদিও যজমান লাভ করেন, তথাপি সে সকল উপাসনা ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হইবে।

৪৭শ সূত্র—বিদ্যাবান ব্যক্তির পক্ষে ভেদ দর্শনের বাহুল্য উপস্থিত হইলে জ্ঞানের সহায়কারীরূপে জ্ঞান ও বাল্যের (বাল স্বভাব সুলভ সরলতার) ন্যায় মৌনাবলম্বন বৃহদারণ্যক শ্রুতি বিধান করিয়াছেন (কহোল প্রশ্ন বৃ ৫ম অ, ৫ম ব্রা)

৪৮শ—৪৯শ সূত্র—গৃহস্থাশ্রমে, সকল আশ্রমের কর্ত্তব্যাদির বিধান আছে বলিয়াই (কর্ম্ম ও উপাসনা দির) গৃহস্থের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তির উল্লেখ করিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রস্তাব উপসংহার করিয়াছেন :—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষ ব্রহ্ম লোকমভি সম্পদ্যতে, ন চপুনরাবর্ত্ততে" (ছা ৮।১৫) পরন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি সন্ন্যাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আশ্রমীরই প্রাপ্তব্য।

৫০শ সূত্র—"বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" এখানে "বাল্য" শব্দে বালক স্বভাব সুলভ সরলতা (অকাপট্য) বুঝিতে হইবে।

৫১শ সূত্র—প্রতিবন্ধ না থাকিলে, এতদ্দেহে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে, জন্মান্তরে জ্ঞান লাভ হয়।

৫২ সূত্র—বিদ্যাফল—মোক্ষ, সর্ব্বত্র একরূপ। তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয়, উৎকর্ষ, অপকর্ষ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথম পাদঃ।

ওঁ তৎসৎ।

আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধনের অপেক্ষা নাই, এমত নহে ঃ—

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য হয় ; যেহেতু আত্মার পুঃন পুনঃ শ্রবণাদির উপদেশ এবং "তত্ত্বমসি" বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ, বেদে দেখিতেছি ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

আদিত্য এবং বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্ত্তব্য, এমত অর্থ বোধক শ্রুতি আছে ; অতএব ব্রহ্ম বিদ্যাতেও সেইরূপ আবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২ ॥

আপনা হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিবেক ; এমত নহে ঃ—

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরকে আত্মা জানিয়া, জাবালেরা অভেদ রূপে উপাসনা করিতেছেন ; এবং অভেদ রূপে লোককে জানাইতেছেন ॥ ৩ ॥

বেদে কহিতেছেন ঃ—"মন রূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক"। অতএব মন আদি পদার্থ ব্রহ্ম হয়, এমত নহে ঃ—

न प्रतीके न हि सः ॥ ৪ ॥

মন আদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয়; যেহেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয় ॥ ৪ ॥

যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল, তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে :—

ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥৫॥

মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন; যেমন রাজার অমাত্যকে রাজ বোধ করা যায়, কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্য বোধ করা কল্যাণের কারণ হয় না ॥ ৫ ॥

বেদে কহেন, "উদ্গীথ রূপ আদিত্যের উপাসনা করিবেক"; অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয়, এমত নহে :—

आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ৬ ॥

কর্ম্মাঙ্গ উদ্গীথে আদিত্য বুদ্ধি করা যুক্ত হয়, কিন্তু সূর্য্যেতে উদ্গীথ বোধ করা অযুক্ত; যেহেতু মন্ত্রে সূর্য্যাদি বোধ করিলে, অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ॥ ৬ ॥

দাণ্ডাইয়া কিম্বা শয়ন করিয়া, আত্ম বিদ্যার উপাসনা করিবেক, এমত নহে।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক ; যেহেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় ; আর দাণ্ডাইলে চিত্তে বিক্ষেপ জন্মে ; কিন্তু বসিয়া উপাসনা করিলে, দুইয়ের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না ; অতএব উপাসনার সম্ভব বসিয়াই হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

ধ্যানের দ্বারা উপাসনা হয় ; সে ধ্যান বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥৯॥

বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক ; অতএব উপাসনার কালে চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাৎপর্য্য ; সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের অপেক্ষা রাখে ॥ ৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

স্মৃতিতেও, উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক, এমত কথন আছে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোপাসনাতে তীর্থাদির অপেক্ষা রাখে, এমত নহে :—

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

যে স্থানে চিত্তের ধৈর্য্য হয়, সেই স্থানে উপাসনা করিবেক ; তীর্থাদির নিয়ম নাই ; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন "যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাসনা করিবেক ;" বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়া নিয়ম নাই ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মোপাসনার সীমা আছে, এমত নহে :—

আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১২ ॥

মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক ; জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না ; যেহেতু বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক, এমত দেখিতেছি ॥১২॥

বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্য ক্ষয়, আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয় ; তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নষ্ট না হয়, এমত নহে :—

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, উত্তর পাপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হইতে পারে না, আর পূর্ব্ব পাপের বিনাশ হয় ; যেহেতু বেদে কহিতেছেন যেমন পদ্ম-পত্রে জলের সম্বন্ধ না হয়, সেই রূপ জ্ঞানীতে উত্তর পাপের স্পর্শ হইতে পারে না।

আর যেমন শরের তুলাতে অগ্নি মিলিত হইলে অতি শীঘ্র দগ্ধ হয়, সেই মত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব্ব পাপের ধ্বংস হয় ; তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে শুভেতে পাপ ধ্বংস হয়, সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন ; অথবা শুভ শব্দে এখানে জ্ঞান তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় ; কিন্তু পুণ্য হইতে মুক্ত না হইয়া ভোগাদি করেন, এমত নহে ॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ, পাপের ন্যায়, জ্ঞানীর সহিত থাকে না ; অতএব দেহপাত হইলে, পুণ্যের ফল যে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেন না ॥ ১৪ ॥

যদ্যপি জ্ঞান, পাপ পুণ্য উভয়ের নাশ করে, তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ কর্ত্তা জ্ঞান হয়, এমত নহে ॥

অনারব্ধকার্য্যেএব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

প্রারব্ধ ব্যতিরেকে, পাপ পুণ্য জ্ঞানে নষ্ট হয়; আর প্রারব্ধ পাপ পুণ্যেরনাশ, জ্ঞানের দ্বারা নাই; এই তাৎপর্য্য পূর্ব্বে দুই সূত্রে হয়; যেহেতু প্রারব্ধ পাপপুণ্যের সীমা যাবৎ শরীর থাকে, তাবৎ পর্য্যন্ত কহিয়াছেন। (প্রারব্ধ পাপ পুণ্য তাহাকে কহি, যে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্যে শরীর ধারণ হয় ॥ ১৫ ॥)

সাধকের নিত্যকর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই, এমত নহে :—

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ফলের হেতু হয়; যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সদ্গতি হয়, এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃষ্টি আছে ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিতেছেন :—"জ্ঞানী সাধু কর্ম্ম করিবেক;" এখানে "সাধু কর্ম্ম" হইতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাৎপর্য্য হয়, এমত নহে : —

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

কোন শাখিরা পূর্ব্বোক্ত সাধু কর্ম্মকে নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম্ম কহিয়াছেন, এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয়; জ্ঞানীর কাম্য কর্ম্ম সাধু সেবাদি হয়, যেহেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ॥ ১৭ ॥

সমুদায় নিত্যাদি কর্ম্ম জ্ঞানের কারণ হইবেক, এমত নহে :—

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

যে কর্ম্ম আত্ম বিদ্যাতে যুক্ত হয়, সেই জ্ঞানের কারণ হয়; যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাপি নাশ না হয়, এমত নহে :—

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত ভিন্ন, পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়া, জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ; যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ, ভোগ বিনা, হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ।

চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম পাদের মর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়, প্রথম পাদে, ১৯ সূত্রে, ১৪টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—২য় সূত্র—শ্রবণ, মনন ও নিধিধ্যাসনাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবেক।

৩য় সূত্র—আমিই ব্রহ্ম এই ভাবে (অহংগ্রহ) পরমাত্মার ধ্যান করিবেক।

৪র্থ সূত্র—প্রতীকে অহং জ্ঞান ন্যস্ত করিবেক না।

৫ম সূত্র—প্রতীকউপাসনায়, মন, আদিত্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রতীকই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাস্য ; ব্রহ্ম—মন, আদিত্য প্রভৃতি প্রতীক বুদ্ধিতে উপাস্য নহেন।

৬ষ্ঠ সূত্র—যজ্ঞাঙ্গ প্রণবাদিই আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য।

৭ম—১০ সূত্র—শাস্ত্রে উক্ত নিয়মে আসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়াই, উপাসনা করিবেক।

১১শ সূত্র—উপাসনার নিমিত্ত দিক্, দেশ, কালের নিয়ম নাই।

১২শ সূত্র—উপাসনা মরণকাল পর্য্যন্ত করিতে হইবেক।

১৩ সূত্র—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, পূর্ব্বপাপ নষ্ট, এবং ভাবী পাপের সংস্পর্শ রহিত হয়।

১৪ সূত্র—জ্ঞানের সামর্থ্যে, পাপের ন্যায়, পুণ্যের ও বিনাশ ও অসংস্পর্শ হয়।

১৫শ সূত্র—প্রারব্ধ কর্ম্ম, কিন্তু জ্ঞানোদয়েও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ; তাহা দেহপাত পর্য্যন্ত জ্ঞানীকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে।

১৬শ-১৭শ সূত্র—অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম সকল পরম্পরায় জ্ঞানের উপকারক বলিয়া, জ্ঞানীর পক্ষে তাহাদের নাশ হয় না। কাম্য কর্ম্মের ফল শত্রু মিত্রে বিনিয়োগ প্রাপ্ত হয়, বেদের এক শাখায় ইহা কথিত আছে।

১৮শ সূত্র—জ্ঞানী মুমুক্ষু বিদ্যোপেত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম করিবেন।

১৯শ সূত্র—প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই (অর্থাৎ দেহ-পাত হইলেই) জ্ঞানীর পরম মোক্ষ লাভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ ।

ওঁ তৎসৎ ।

সমবায় কারণেতে কার্য্যের লয় হয়, যেমন পৃথিবীতে ঘট লীন হইতেছে; কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লয় হয়, অথচ মন বাক্যের সমবায় কারণ নহে ; তাহার উত্তর এই :—

বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

বাক্য অর্থাৎ "বাক্যের বৃত্তি" মনেতে লয় হয়, যদ্যপিও মন বাক্যের সমবায় কারণ নহে, যেমন অগ্নির সমবায় কারণ জল না হয়, তত্রাপিও অগ্নির বৃত্তি অর্থাৎ দহন শক্তি জলেতে লয়কে পায় ; এই রূপ বেদেও কহিয়াছেন ॥ ১ ॥

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

সমবায় কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা, নিশ্চয় হইল, যে চক্ষু আদি করিয়া, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের "বৃত্তি" মনেতে লয়কে পায় ; যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন আপন সমবায়েতে লীন হয়েন ॥ ২ ॥

এখন মনের বৃত্তির লয় স্থানের বিবরণ করিতেছেন :—

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয় স্থান যে মন, তাহার বৃত্তি প্রাণে লয়কে পায় ; যেহেতু তাহার পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে "মন প্রাণেতে আর প্রাণ তেজেতে লীন হয়" ॥ ৩ ॥

তেজে প্রাণের লয় হয়, এমত নহে :—

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে লয়কে পায় ; যেহেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন আদি সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি, বেদে কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

এইরূপে পূর্ব্ব শ্রুতি যাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতে ॥ ৫ ॥

প্রাণের লয় পঞ্চভূতে হয়, যেহেতু বেদে কহিতেছেন ; অতএব তেজ বিশিষ্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয় ; জীবের উপাধি রূপ তেজেতে যে প্রাণের লয় কহিয়াছেন, সে পরম্পরা সম্বন্ধে হয় ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তি হি ॥ ৬ ॥

কেবল জীবের উপাধিরূপ তেজেতে, প্রাণের লয় হয়, এমত নহে ; যেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি পঞ্চভূতে হয়, এমত শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥ ৬ ॥

সগুণ উপাসকের ঊর্দ্ধ গমনে, নির্গুণ উপাসক হইতে, বিশেষ আছে এমত নহে :—

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

আসৃতি, অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার আরম্ভ পর্য্যন্ত, সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকের, ঊর্দ্ধ গমন সমান হয় ; এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তিও সমান হয়। কিন্তু সগুণ উপাসকের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না ; যেহেতু রাগাদি, তাহার সগুণ উপাসনাতে, দগ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

বেদে কহিতেছেন যে লিঙ্গদেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে পায় ; অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গ শরীর ব্রহ্মেতে লীন হয়, এমত নহে :—

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

ঐ লিঙ্গশরীর নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্ত থাকে ; যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুনর্ব্বার জন্ম হয় । তবে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে লিঙ্গশরীর মৃত্যু মাত্র ব্রহ্মেতে লীন হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যুর পরে, সুষুপ্তির ন্যায়, পরমাত্মাতে লয়কে পায় ॥ ৮ ॥

লিঙ্গশরীরের দৃষ্টি না হয় ; তাহার কারণ এই :—

সূক্ষ্মন্তু প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বরূপেতেও চক্ষুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় ; যেহেতু বেদেতে লিঙ্গ শরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন, যে নাড়ীর দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয় । তবে লিঙ্গ শরীর দৃষ্টিগোচর না হয়, ইহার কারণ এই যে তাহার স্বরূপ প্রকট নহে ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম হয় ; এই হেতু, স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে, লিঙ্গ দেহের মর্দ্দন হয় না ॥ ১০ ॥

লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন :—

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ১১ ॥

লিঙ্গশরীরের উষ্মার দ্বারা, স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয় ; যেহেতু লিঙ্গ শরীরের অভাবে, স্থূল শরীরে উষ্মা থাকে না ; এই যুক্তির দ্বারা লিঙ্গ দেহের স্থাপন হইতেছে ॥ ১১ ॥

পর সূত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতেছে :—

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥

বাদী কহে, যে বেদে কহিতেছেন, "জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে উর্দ্ধ গমন না করে;" এই নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে উর্দ্ধ গমন করেন। প্রতিবাদী কহে, এমত নহে; যেহেতু বেদে কহেন; "যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা উর্দ্ধ গমন করেন না;" অতএব, অকাম হওয়া জীবের ধর্ম্ম, দেহের নহে। এখানে জীব হইতে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকলের উর্দ্ধ গমন নিষেধের দ্বারা, উপলব্ধি হয় যে জ্ঞানীভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয় সকল উর্দ্ধ গমন করেন ॥ ১২ ॥

এখন সিদ্ধান্তী বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন :—

স্পষ্টোহ্যেকেষাম্ ॥ ১৩ ॥

কাণ্বরা স্পষ্ট কহেন যে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইতে নিক্রমণ করে না, কিন্তু দেহেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধ গমনের নিষেধের দ্বারা জ্ঞানী ভিন্নের দেহহইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করেন এমত নিশ্চয় হইতেছে, কিন্তু জীব হইতে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধ গমন না হয়। তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যেখানে কহিয়াছেন যে "যাহারা অকাম ব্যক্তি হয়, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করেন না" সেখানে, "তাহা হইতে ইন্দ্রিয় উর্দ্ধ গমন করে না" অর্থাৎ "তাহার দেহ হইতে উর্দ্ধ গমন করে না," এই তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে "জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই; অতএব, দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন না" ॥ ১৪ ॥

বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়, আর পাঁচ তন্মাত্র গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পোনর, আপন আপন উৎপত্তি স্থানে মৃত্যু কালে লীন হয়; কিন্তু জ্ঞানীর কিম্বা অজ্ঞানীর এমত এই শ্রুতিতে বিশেষ নাই; অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয় সকল আপনার আপনার উৎপত্তি স্থানে লীন হইবেক, এমত নহে:—

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদি সকল পরব্রহ্মে লীন হয়, যেহেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন; তবে যে পূর্ব্বে লয়শ্রুতি কহিলে সে অজ্ঞানী পর হয়, এই বিবেচনায়, যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয়কে পায় ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয়কে পায়, সে লয় প্রাপ্তি অনিত্য, এমত নহে:—

অবিভাগোবচনাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মেতে যে লীন হয়, তাহার পুনরায় বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ, ব্রহ্ম হইতে, হয় না; যেহেতু বেদ বাক্য আছে যে ব্রহ্মে লীন হইলে নাম রূপ থাকে না, সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয় ॥ ১৬ ॥

সকল জীবের নিঃসরণ শরীর হইতে হয়, অতএব এক নাড়ী হইতে সকলের নিঃসরণ হয়; এমত নহে:—

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারোবিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষ-গত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

তদোকো অর্থাৎ হৃদয়ে যে জীবের স্থান হয় সে স্থান, জীবের নিঃসরণ সময়, অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; সেই তেজঃ হইতে যে কোন চক্ষু

বর্ণাদি নাড়ীর দ্বার প্রকাশকে পায়, সেই নাড়ী হইতে সকল জীবের নিঃসরণ হয়; তাহার মধ্যে অন্তর্যামীর অনুগৃহীত যাহারা, তাহাদের জীব শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ করে; যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার এই সামর্থ্য—তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ হওয়া শেষ ফল হয়,—এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥১৭॥

নাড়ীতে সূর্য্যের রশ্মির সম্ভব নাই, অতএব নাড়ীর দ্বার হইতে অন্ধকারে জীব নিঃসরণ করে, এমত নহে: –

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

বেদে কহেন যে সূর্য্যের সহস্র কিরণ সকল নাড়ীতে ব্যাপক হইয়া থাকে; সেই রশ্মির প্রকাশ হইতে জীবের নিঃসরণ হয়; অতএব, জীব সূর্য্য রশ্মির অনুগত হইয়া নিঃসরণ করেন ॥ ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

রাত্রিতে সূর্য্যপ্রকাশ থাকেন না; অতএব নাড়ীতে সে কালে সূর্য্য রশ্মির অভাব হয়, এমত নহে; যেহেতু যাবৎ দেহ থাকে, তাবৎ উষ্মার দ্বারা সূর্য্য রশ্মির সম্ভাবনা দিবা রাত্রি নাড়ীতে আছে; বেদেও কহিতেছেন:—"যাবৎ শরীর আছে, তাবৎ নাড়ী এবং সূর্য্য রশ্মির বিয়োগ না হয়" ॥ ১৯ ॥

ভীষ্মের ন্যায়, জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু আবশ্যক হয়, এমত নহে:—

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে, সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; তবে ভীষ্মের উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা, এ লোক শিক্ষার্থ হয়; যেহেতু জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয় ॥ ২০ ॥

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্ষ্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

স্মৃতিতে কথিত যে শুক্ল কৃষ্ণ দুই গতি, সে কর্ম্ম যোগির প্রতি বিধান হয়; যেহেতু যোগী শব্দে সেই সেই স্মৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্ম উপাসকের সর্ব্বকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি, এমত তাহার পর স্মৃতিতে কহেন; অতএব জ্ঞানীর যে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণ মৃত্যু ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদের মর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদে ২১টী সূত্রে, ১১টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম-২য় সূত্র—পুরুষের দেহ ত্যাগকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, মনে লয় প্রাপ্ত হয়। (ছা ৬অ, ৮খ)

৩য় সূত্র—মনঃ ও বৃত্তি বিলয় দ্বারা সবৃত্তিক প্রাণে লীন হয়।

৪-৬ সূত্র—প্রাণ, জীবে লয়প্রাপ্ত হয় ; প্রাণসংযুক্ত জীব, দেহ বীজ সূক্ষ্ম-ভূতপঞ্চকে অবস্থান করে। বৃ ৬।৩।৩৮ এবং ৬।৪।২

৭ম সূত্র—অর্চ্চিরাদি পথে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বিদ্বান এবং অবিদ্বান উভয়েরই মৃত্যুকালে উৎক্রান্তি প্রণালী একপ্রকার।

৮ম—১১শ সূত্র—মরণে যে এ উপাসকের পরমাত্মায় প্রাণাদির লয় হওয়া কথিত হইয়াছে, তাহা সাবশেষ লয়, আত্যন্তিক লয় নহে ; যেহেতু তখনও সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে।

১২শ—১৪শ সূত্র—জ্ঞানীর প্রাণ সমূহ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না। (বৃ ৬।৪।৬)।

১৫ম সূত্র—তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণসমূহের পরমাত্মায় লয় হয়। (ছা ৬.৮।৬)

১৬শ সূত্র—ব্রহ্মদর্শী পুরুষের ষোলকলা (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূতসূক্ষ্ম) পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মতা লাভ করে।

১৭শ সূত্র—জ্ঞানী উপাসক, অজ্ঞানীর ন্যায়, যে সে দেহ প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন না ; ব্রহ্ম লোক প্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথেই নিষ্ক্রান্ত হন।

১৮শ—১৯শ সূত্র—দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে বলিয়া, রাত্রিতে মৃত বিদ্বান পুরুষও,এই রশ্মি অনুসরণ করিয়া, ঊর্দ্ধে গমন করেন।

২০শ—২১শ সূত্র—দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও বিদ্বান পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

এক বেদে কহেন যে উপাসকেরা মৃত্যুর পরে তেজ পথকে প্রাপ্ত হয়েন ; অন্য শ্রুতি কহিতেছেন উপাসকেরা সূর্য্য দ্বার হইয়া যান ; অতএব ব্রহ্মলোক গমনের নানা পথ হয়, এমত নহে :—

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে বেদ কহিয়াছেন—"যেকেহ এ উপাসনা করে সে তেজ পথের দ্বারা যায়" ; অতএব ব্রহ্মোপাসক এবং অন্যোপাসক উভয়ের তেজ পথের দ্বারা গমনের খ্যাতি আছে, তবে সূর্য্য দ্বার হইতে গমন যে শ্রুতিতে কহেন, সে তেজ পথের বিশেষণ মাত্র হয় ॥ ১ ॥

কৌষীতকিতে কহেন যে উপাসক, অগ্নি লোক, বায়ু লোক, এবং বরুণ লোককে যায় ; ছান্দোগ্যে কহেন যে প্রথমত তেজ পথকে প্রাপ্ত হয়েন, পশ্চাৎ দিবা, পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ, পশ্চাৎ সম্বৎসর, পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান ; অতএব দুই শ্রুতি ঐক্য করিবার নিমিত্ত কৌষীতকিতে যে বায়ু লোক কহিয়াছেন, তাহা ছান্দোগ্যের তেজ পথের পর, স্বীকার করিতে হইবেক, এমত নহে :—

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

কৌষীতকিতে উক্ত যে বায়ু লোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার করিতে হইবেক ; যেহেতু কৌষীতকিতে কাহার পর কে হয়, এমত বিশেষ নাই,—আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে, কারণ এই বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন, যে বায়ুর পর সূর্য্যকে যায় ॥ ২ ॥

কৌষীতকিতে বরুণাদি লোক যাহা কহিয়াছেন, তাহার বিবরণ এই :—

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

কৌষীতকিতে যে বরুণ লোক কহিয়াছেন, সে তড়িৎ লোকের উপর ; যেহেতু জল সহিত মেঘ স্বরূপ বরুণের, তড়িৎ লোকের উপরেই, সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় ॥ ৩ ॥

তেজ পথাদি, যাহার ক্রম কহা গেল, সে সকল কেবল পথ চিহ্ন না হয়, এবং উপাসকের ভোগ স্থান না হয় :—

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

অর্চ্চিরাদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান, যেহেতু পর শ্রুতিতে কহিতেছেন, যে অমানব পুরুষ তড়িৎ লোক হইতে ব্রহ্ম লোককে প্রাপ্ত করান, এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ॥ ৪ ॥

অর্চিরাদের চৈতন্য নাই ; অতএব সে সকল হইতে অন্যের চালন হইতে পারে না, এমত নহে :—

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

স্থূলদেহরহিত জীবের ইন্দ্রিয় কার্য্য থাকে না, এবং অর্চ্চিরাদের চৈতন্য স্বীকার না করিলে, উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না ; অতএব অর্চ্চিরাদের চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক ॥ ৫ ॥

কোন স্থান হইতে অমানব পুরুষ জীবকে লইয়া যান, তাহার বিবরণ কহিতেছেন :—

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যুৎ লোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিহোঁ বিদ্যুৎ লোকের ঊর্দ্ধ

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান, এই রূপ বেদেতে শ্রবণ হইতেছে। গমনের ক্রম এই :—প্রথম রশ্মি, পশ্চাৎ অগ্নি, পশ্চাৎ অহঃ, পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, পশ্চাৎ উত্তরায়ণ, পশ্চাৎ সম্বৎসর, পশ্চাৎ বায়ু, পশ্চাৎ সূর্য্য, পশ্চাৎ চন্দ্র, পশ্চাৎ তড়িৎ, পশ্চাৎ বরুণ, পশ্চাৎ ইন্দ্র, পশ্চাৎ প্রজাপতি। বিদ্যুৎ লোক হইতে, অমানবপুরুষ জীবকে উর্দ্ধ গমন করান ॥ ৬ ॥

তখন কি প্রাপ্তব্য হয় ? তাহা কহিতেছেন :—

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে, এই সকল গমনের পর, উপাসকেরা প্রাপ্ত হয়েন, বাদরি আচার্য্যের এই মত ; যেহেতু, ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন, এমত বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম লোকে অমানব পুরুষ লইয়া যান, এমত বিশেষণ বেদে আছে ; অতএব ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর, ব্রহ্ম প্রাপ্তির সন্নিকট হয় ; এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্ম লোকের বিনাশ হইলে পর, ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা, তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায় ; যেহেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

স্মৃতিতে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

জৈমিনি কহেন পরব্রহ্মতে নরকে পাইবেক ; যেহেতু "ব্রহ্ম" শব্দ যেখানে নপুংসক হয়, সেখানে "পরব্রহ্ম" প্রতিপাদ্য হয়েন ; জৈমিনির এ মত, পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা (অর্থাৎ "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ") খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

"উপাসনার দ্বারা, ঊর্দ্ধ গমন করিয়া, মুক্তিকে পায়" এই শ্রুতি দৃষ্ট হইতেছে ; মুক্তির প্রাপ্তি পরব্রহ্ম বিনা হয় না ; অতএব, পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হইয়াছেন, এই জৈমিনির মতকে "সামীপ্যাৎ" আর "স্মৃতেশ্চ" ইতি দুই সূত্রের দ্বারা খণ্ডন করা গিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

বেদে কহেন, "প্রজাপতির সভা এবং গৃহ পাইব" ; এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মা, প্রাপ্তব্য হয়েন, এমত কহিতে পারিবে না ; যেহেতু, ঐ শ্রুতির পাঠ ব্রহ্ম প্রকরণে হইয়াছে ; অতএব, পূর্ব্ব শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন, এই জৈমিনির মত ; কিন্তু ব্যাসের তাৎপর্য্য এই :—পূর্ব্ব শ্রুতির, ব্রহ্ম প্রকরণে, স্তুতি নিমিত্ত, পাঠ হইয়াছে ; বস্তুত ব্রহ্মা প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্তব্যের নিরূপণ করিয়া গমন কর্ত্তার নিরূপণ করিতেছেন :—

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাহদোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত

করেন, এই ব্যাসের বচনমতে বেদান্ত প্রতীকে উপাসনায়ক্ত, এবং ব্রহ্মের উপাসনাতে; যদি উভয়েতেই, ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, তবে প্রভেদ থাকে না; তাহার কারণ এই—"যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে, সেই তাহাকে পায়," এই বেদ ন্যায় তাহা, মূর্ত্তি পূজা করিয়া পাইলে, অসিদ্ধ হয়, এবং বেদেও কহিয়াছেন যে "যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে, সে সেই ফলকে পায়" ॥ ১৫ ॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি"॥ ১৬ ॥

নাম বিশিষ্ট ঘট পটাদি হইতে, বাক্যের বিশেষ, বেদে কহিতেছেন; অতএব মূর্ত্তিতে ব্রহ্মউপাসনা হইতে. বাক্যো মধ্যে ব্রহ্ম উপাসনা. উত্তম হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদের মর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদে, ১৬টী সূত্রে, ৬টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম সূত্র—ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির একই পথ—ইহাই অর্চ্চিরাদি "দেবযান" পথ।

২য় সূত্র—উক্ত দেবযান পথের বহু পর্ব্ব আছে; তন্মধ্যে বায়ু লোকের স্থান নিরূপণ।

৩য় সূত্র—দেবযান পথে, বরুণ লোকের স্থান নিরূপণ।

দেবযান পথের বিভিন্ন পর্ব্বের শ্রুতি সম্মত সংস্থান এই :—(১) অর্চ্চিঃ (২) অহঃ (৩) শুক্লপক্ষ (৪) উত্তরায়ণ ষণ্মাস (৫) সম্বৎসর (৬) বায়ু (৭) আদিত্য (৮) চন্দ্রলোক (৯) বিদ্যুল্লোক (১০) বরুণ-লোক (১১) ইন্দ্রলোক (১২) প্রজাপতি লোক (১৩) ব্রহ্মলোক।

৪র্থ—৬ষ্ঠ সূত্র—দেবযান পথে কথিত পথ-পর্ব্বগুলি চিহ্ন নহে বা ভোগ ভূমিও নহে; ইহারা আতিবাহিক অর্থাৎ সেই সেই পর্ব্বের অভিমানিনী দেবতা; ইহারাই ব্রহ্মলোক জিগমিসু ব্যক্তিকে দেবযান পথে বহন করেন।

৭ম—১৪শ সূত্র—দেবযান পথের পথিকদিগের গন্তব্য—বিকারবিশিষ্ট অপরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম পূর্ণ, সেকারণ তিনি গন্তব্য নহেন; পরিচ্ছিন্ন বস্তুই গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য; অসীম পদার্থ সর্ব্বদা, সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত আছেন।

১৫শ—১৬শ সূত্র—প্রতীকোপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

ওঁ তৎসৎ।

যদি কহ, ঈশ্বরের জন সকল তাঁহার কার্য্যের নিমিত্তে প্রকট হয়েন, অতএব প্রকট হওনের পূর্ব্বে তাঁহারদের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ছিল না; অন্যথা, প্রকট হইতে কি রূপে পারিতেন? এমত কহিতে পারিবে না :—

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও, ভগবৎ সাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া, আবির্ভাব হয়েন, যেহেতু বেদেতে কহিতেছেন ॥ ১ ॥

যদি কহ, যে কালে ভগবানের জন সকল আবির্ভাব হয়েন, তৎকালে তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন, অতএব তাঁহাদের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না; এমত নহে :—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

ভাগবৎ জন সকল নিশ্চিত মুক্ত সর্ব্বদা হয়েন; যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাহাদের প্রকট, অপ্রকট দুই অবস্থাতে আছে ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন যে "জীব পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়" অতএব "জ্যোতিঃ প্রাপ্তির" নাম মুক্তি হয়; "ব্রহ্ম প্রাপ্তির" নাম মুক্তি নয়, এমত নহে :—

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

"পরং জ্যোতিঃ" শব্দ এখানে যে বেদে কহিতেছেন, তাহা হইতে আত্মা তাৎপর্য্য হয়; যেহেতু এ শ্রুতি ব্রহ্ম প্রকরণে পঠিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

———

মুক্ত সকল, ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া, অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগাদি করেন, এমত নহে :—

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অবিভাগ রূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য রূপে অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগ মুক্ত সকলে করেন ; যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে, যে যাহা যাহা ব্রহ্ম অনুভব করেন, সেই সকল অনুভব, মুক্তেরা দেহ ত্যাগ করিয়া, করেন ॥৪॥

শাস্ত্রে কহিতেছেন যে দেহ আর ইন্দ্রিয় এবং সুখ-দুঃখ রহিত যে মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারা অপ্রাকৃত ভোগ করেন ; অতএব ইন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়া মুক্তের ভোগ কি রূপে সংগত হয় ? তাহার উত্তর এই : -

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মুক্ত সকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেন, জৈমিনিও কহিয়াছেন ; যেহেতু বেদে কহেন যে মুক্তের অবস্থিতি ব্রহ্মে হয়, আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া, মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম স্বরূপকে দেখেন আর শুনেন ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

জীব অল্প জ্ঞাতা ;—ব্রহ্ম সর্ব্ব জ্ঞাতা ; ইহার "অল্প, সর্ব্ব" দুই শব্দকে ত্যাগ দিলে জ্ঞাতা মাত্র থাকে ; অতএব জ্ঞান মাত্রের দ্বারা জীব ব্রহ্ম স্বরূপ হয়, ঐ ঔডুলোমির মত ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

এই ঔডুলোমির মত, পূর্ব্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই, ব্যাস কহিতেছেন ; যেহেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

মুক্ত ব্যক্তিরা যে ভোগ করেন, সে ভোগ লৌকিক সাধনের অপেক্ষা রাখে; অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ হয়েন, এমত নহে :—

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয়, বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না ; যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে "সঙ্কল্প মাত্র জ্ঞানীর পিতৃলোক উত্থান করেন" ॥ ৮ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই, কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, অতএব তাঁহাদের আত্মা ব্যতিরেকে অন্য অধিপতি নাই ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা, তাঁহারা মুক্তের অধিপতি না হয়েন ॥ ৯ ॥

মুক্ত হইলে পরে, দেহ থাকে কি না ইহার বিচার করিতেছেন :—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ১০ ॥

বাদরি কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয় ; এইমত নৈয়ায়িকের মতের সহিত ঐক্য হয় ; যেহেতু ন্যায়-মতে কহেন যে ছয় ইন্দ্রিয়, আর রূপাদি ইন্দ্রিয় বিষয় ছয়, রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান, আর সুখ, দুঃখ আর শরীর, এই একুশই প্রকার সামগ্রী, মুক্তি হইলে, নিবৃত্তিকে পায় ॥ ১০ ॥

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

মুক্ত হইলেও দেহ থাকে, এই জৈমিনির মত ; যেহেতু বেদে বিকল্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন ; তথাহি—"মুক্ত ব্যক্তি এক হয়েন, তিন

হয়েন, মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে দৃষ্টি এবং শ্রবণ করেন, জ্যোতি স্বরূপে এবং চিৎস্বরূপে, অথবা অচিৎ স্বরূপে, নিত্য স্বরূপে অথবা অনিত্য স্বরূপে, থাকেন এবং আনন্দ বিশিষ্ট হয়েন" ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥

বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন যে মুক্তের দেহ থাকে ; কোথাও কহেন দেহ থাকে না ; এই বিকল্প শ্রবণের দ্বারা বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে, উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছা মতে হয় ; যেমত এক শ্রুতি "দ্বাদশাহ" শব্দ যজ্ঞকে কহেন, অন্য শ্রুতি দিবস সমুহকে কহেন ॥ ১২ ॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নে যেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীব সকল ভোগ করে, সেই মত শরীর না থাকিলেও, মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

মুক্ত লোক দেহ বিশিষ্ট যখন হয়েন, তখন জাগ্রতব্যক্তি যেমন বিষয় ভোগ করে, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর হইতে কোন বিশেষ নাই ; এমত নহে :—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

প্রদীপের, যেমন প্রকাশের দ্বারা, গৃহেতে ব্যাপ্তি হয়, স্বরূপের দ্বারা হয় না, সেইরূপ মুক্তদিগের প্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয়। ঈশ্বরের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয়, এই বিশেষ শ্রুতি দেখাইতেছেন ॥১৫॥

বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভয় নাই ; অতএব স্বর্গ সুখে আর মুক্তি সুখে, কোন বিশেষ নাই ; এমত নহে ॥

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥১৬॥

আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে ; আর আপনাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ সময়ে, দুঃখ রহিত যে সুখ তাহার প্রাপ্তি হয় ; আর স্বর্গের সুখ দুঃখ মিশ্রিত হয় ; অতএব মুক্তিতে আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে ; যেহেতু এই রূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ॥১৬॥

বেদে কহেন, "মুক্ত সকল কামনা পাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ; আর মনের দ্বারা জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন" ; অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সংকল্পের দ্বারা মুক্ত সকল জগতের কর্ত্তা হয়েন, এমত নহে :—

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥১৭॥

নারদাদি মুক্ত সকলের ইচ্ছার দ্বারা শরীর ধারণ হইয়াও জগতের কর্ত্তৃত্ব নাই, কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র ; যেহেতু বেদে সৃষ্টি প্রকরণে কহিয়াছেন যে কেবল ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্নিধান মুক্ত সকলেতে নাই এবং মুক্তদিগের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ॥১৭॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥১৮॥

বেদে কহেন মুক্তকে সকল দেবতা পূজা দেন, আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন ; এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা, মুক্ত সকলের সমুদায় ঐশ্বর্য্য আছে এমত বোধ হয় ; অতএব মুক্ত ব্যক্তির সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন, এমত নহে ; যেহেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব তাহার মণ্ডলে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা তাঁহারি সৃষ্টির নিমিত্ত মায়াকে অবলম্বন করা,

আর সগুণ হইয়া সৃষ্টি করা, ইহার উক্তি বেদে আছে; মুক্তদিগের মায়া সম্বন্ধ নাই, যেহেতু তাঁহাদের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা নাই ॥১৮॥

ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ সৃষ্টি কর্তৃত্ব গুণ বিশিষ্ট হয়েন, নির্গুণ না হয়েন, এমত নহে :—

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥১৯॥

সৃষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয়; এই রূপ সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে ঈশ্বরের সগুণ নির্গুণ স্বরূপেতে স্থিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়, শাস্ত্রে এই রূপ কহিয়াছেন ॥১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥২০॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি, এই দুই, এই সগুণ নির্গুণ স্বরূপ এবং মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি, অনেক স্থানে দেখাইতেছেন ॥২০॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥২১॥

বেদে কহিতেছেন যে মুক্ত জীব সকল এই রূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, জন্ম, মরণ এবং বৃদ্ধি, হ্রাস হইতে রহিত হয়েন এবং যথেষ্টাচার ভোগাদি করেন; অতএব ভোগ মাত্রেতে, মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয়, সৃষ্টি কর্তৃত্বে সাম্য নহে, যেহেতু জগৎ করিবার সংকল্প তাঁহাদের নাই; আর জগতের কর্ত্তা হইবার জন্যে, ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই ॥২১॥

মুক্তদিগের পুনরাবৃত্তি নাই, তাহাই স্পষ্ট কহিতেছেন :—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২॥

বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই; অতএব "বেদ-শব্দ" দ্বারা মুক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে। সূত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্র সমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥২২॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ—চতুর্থাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যব্রহ্মসূত্রস্য বিবরণং সমাপ্তম।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদের মর্ম্ম।

চতুর্থ অধ্যায়, চতুর্থ পাদে, ২২টী সূত্রে, ৭টী অধিকরণ মীমাংসিত হইয়াছে :—

১ম—৩য় সূত্র—মোক্ষে স্বরূপাতিরিক্ত অন্য কিছু জন্মেনা ; যাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনারোপিতরূপ তাহারই আবির্ভাব হয়।

৪র্থ সূত্র—মুক্ত হইলে, আত্মা পরমাত্মায় একীভূত হয়।

৫ম—৭ম সূত্র—মুক্ত আত্মা, পরমাত্মায় সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় রূপেই, যুগপৎ বিরাজিত থাকেন।

৮ম—৯ম সূত্র—ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষেরা অনন্যাধিপতি "স্বরাট" ; সাধনান্তরের সাহায্য ভিন্ন, সঙ্কল্প মাত্রই, তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ণ হয়।

১০ম—১৪শ সূত্র—মুক্ত পুরুষ, স্বেচ্ছায়, কখন ও সশরীর, কখনও অশরীর হন।

১৫শ—১৬শ সূত্র—ঐশ্বর্য্যবান্ মুক্ত পুরুষ বহুদেহ সৃজন করিয়া, সেই সেই দেহে আবিষ্ট হইতে সক্ষম হন।

১৭শ—২২শ সূত্র—জগৎ স্রষ্টৃত্বাদি ব্যাপার ব্যতীত, অপর সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য মুক্ত পুরুষদিগের হইয়া থাকে ; তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন নাই।

সমাপ্তোঽয়ং বেদান্তগ্রন্থঃ ॥

ওঁ তৎসৎ।